কোথায় পাওয়া যায়; এই সকল বিষয়ক জ্ঞান ঈশ্বর হইতে পাইতে কে না ইচ্ছা করে?

পতিত মনুষ্যের নিমিত্তে এতদ্রূপ আবশ্যক এবং প্রয়োজনীয় যে জ্ঞান তাহা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম দ্বারাই পাওয়া যায়। যেখানে চন্দ্র ও সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ দ্বারা আলো হয় না, এবং বুদ্ধি ও নীতিজ্ঞান ও মানসকল্পনা দ্বারা কিছু জানা য়ায় না, সেখানে ধর্ম্মপুস্তক জ্ঞানরূপদীপ্তি প্রদানে সমর্থ। সর্ব্বশক্তিমান,সর্ব্বজ্ঞ,পরমকারুণিক,সর্ব্বজীবের অন্তরজ্ঞ এবং সকলের বুদ্ধি বৃত্তির প্রবর্ত্তক যে পরমেশ্বর, তিনি পূর্ব্বকালে কতিপয় ব্যক্তিকে ধর্ম্মপুস্তকের ভিন্ন ২ অংশ লিখিতে প্রত্যাদেশ করিয়া, তৎকর্ম্ম সমাপনার্থে তাহাদের মনেতে আপন পবিত্র আত্মাকে প্রদান করিলেন। ঐ ব্যক্তিরা ঈশ্বরের নিগুঢ়শক্তি বিশিষ্ট হইল। এ ঈশ্বরীয় শক্তি তৎপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কেহ বুঝিতে পারে না,এবং এ শক্তির বিষয়ে অন্য লোকেরা সন্দেহ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা যে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, এমন প্রমাণ কেহ দিতে পারে না। ঐ ব্যক্তিরা আমাদের মধ্যে চলিত ধর্ম্মপুস্তকের আদি ও অন্তভাগের ভিন্ন ২ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল। পৃথিবীতে খ্রীষ্টের আগমন নিমিত্তে মনুষ্যদের মন প্রস্তুত করণার্থে আদিপুস্তক যিহূদিদিগকে প্রদত্ত হয়। সূর্য্যের প্রতি অরুণের যে সম্বন্ধ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি আদিপুস্তকের সেই সম্বন্ধ অর্থাৎ উভয়ের স্বভাবতঃ একই আলোক বটে কেবল তেজের তারতম্য। অন্তভাগেতে ঈশ্বরদত্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম আমরা সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ প্রাপ্ত

হইয়াছি; ইহাতে ঈশ্বরের পুত্র এবং জগতের ত্রাণকর্ত্তা যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, তাঁহার ধর্ম্ম প্রকাশিত আছে। খ্রীষ্টের মঙ্গলসমাচার গ্রন্থে এবং প্রেরিতদের ক্রিয়ার পুস্তকে ও মণ্ডলীগণের প্রতি পত্র সমূহেতে এবং আপোকালিপ্স নামক প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যেতে আ-মরা সমস্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। খ্রীষ্টীয়ান লোক যে আমরা আমরা এ পুস্তক মাত্র মান্য করি; এবং ইহাতে যাহা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট রূপে উক্ত হয় নাই, তাহা আমরা ধর্ম্মের সার করিয়া মানি না। অপর এ পুস্তক অবলম্বন করিয়া আমরা ঐহিক ও পারত্রিক সুখের ভরসা করি। ও ইহার আদেশানুসারেই আচরণ ক-রিতে চেষ্টা করি। এবং নানা প্রকার অখণ্ডনীয় ও দৃঢ়-তর প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরই ইহার রচনাকারক স্থির করত, শ্লাঘা পূর্ব্বক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ঈশ্বর দত্ত বলিয়া মানি। কিন্তু এই ক্ষণে এই ধর্ম্মের প্রমাণ বিষয় কিছু না কহিয়া, কেবল ইহাতে আমাদের কেমন শ্রদ্ধা আছে, তাহা কহি; এবং ইহাতে এই বক্তব্য, "যে সকল শাস্ত্র ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত এবং উপদেশে ও অনুযোগে ও শাসনে ও ধর্ম্মশি-ক্ষাতে ফলদায়ক হয়", এবং যদি আমরা এই শাস্ত্র উক্ত প্রকারে অবলম্বন করি, তবে যদ্রূপ সূর্য্যের দিপ্তি প্রতিদিন দেখিয়া তাহাতে সূর্য্যকে জানিতে পারি, তদ্রূপ পরমে-শ্বরের সত্য বাক্য পড়িয়া পরমেশ্বরকে জানিতে পারি ও দেখিতে পাই। এবং যেমন সূর্য্য বিষয়ে কোন প্রকার ভ্রম সম্ভবে না, ঈশ্বর বিষয়ে ও তদ্রূপ।

২৭ সংখ্যা।

চতুর্দ্দশাধ্যায়োক্ত চন্দ্রবিষয়ক বৃত্তান্তের শেষভাগ

মনুষ্য সমূহ চিরকালাবধি চন্দ্রের বিষয়ে অনেক মনোযোগ করিয়াছে। চন্দ্রের বিষয়ে তাহারা কি প্রকারে বিবেচনা ও অনুসন্ধান করিয়াছে, তাহা সমুদায় এক্ষণে বলিতে পারি না। বর্ত্তমান সময়ে দূরবিন নির্ম্মাণের পারিপাট্য হইবায়, চন্দ্রের আকার সূক্ষ্ম রূপে অনুসন্ধান করা গিয়াছে। বোধ হয় চন্দ্রের উপরে অনেক২ পর্ব্বত আছে, এবং ঐ পর্ব্বত সমূহের শৃঙ্গেতে প্রায় ক্রাটের অর্থাৎ পেয়ালার ন্যায় গোলাকার বিশিষ্ট বাড়বানলের গর্ত্ত আছে।

গেলিলিও নামক এক ব্যক্তি প্রথমতঃ দূরবিণ সৃষ্টি করিয়াছিল, এই কথা প্রায় সকলেই কহে। সে যাহা হউক, ঐ ব্যক্তি ইং ১৬০৮ অথবা ১৬০৯ শকে একটি দূরবিণ নির্ম্মাণ করিয়া, তদ্দ্বারা আকাশস্থ যে সকল পূর্ব্বাদৃষ্ট বস্তু দর্শন করিয়াছিল, তাহার বিবরণ ছাপাইয়া প্রকাশ করিল। কোন্ সময়ে এবং কাহার দ্বারা দূরবিণ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা যদিও স্থির না হউক, তথাপি এইক্ষণকার লোকেরা চন্দ্রের বিষয়ে যে সকল কথা অহঙ্কার পূর্ব্বক কহিয়া থাকে, পূর্ব্বকালের লোকেরা গেলিলিওর জন্মসময়ের অনেক দিন পূর্ব্বেই তৎসমুদয় স্থির করিয়াছিল। অর্ফিয়সের দ্বারা রচিত বলিয়া যে সকল কবিতা বিখ্যাত আছে, তাহাতে চন্দ্রস্থ পর্ব্বত ও ভূমি ও নগরের বর্ণনা লিখিত আছে। ডিমোক্রীটস্

কহিয়াছে, চন্দ্রের যে কলঙ্ক সে তত্রস্থ পর্ব্বতাদির ছায়া-মাত্র; এবং চন্দ্রের শূন্যেতে অবস্থিতির হেতু ও গতি বিষয়ক কথা সকলও অনেকসেগোরাস এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ দ্বারা নিরূপিত হইয়াছিল।

পূর্ণ চন্দ্রের আকার তোমাদিগকে দেখাইয়াছি। এখন অমাবস্যার দুই তিন দিন পরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে সূর্য্যের পূর্ব্বদিগে চন্দ্র গ্রহের সুচারু মূর্ত্তি দূর্ব্বিন দ্বারা কি প্রকার দৃষ্ট হয়, তাহা এখানে দেখ। তাহার আন্তরিক ধার যে অসমান ও ছিন্ন দেখিতেছ, তাহার কারণ তত্রস্থ পর্ব্বতের উচ্চনীচতা।

চন্দ্রেতে নগরাদি আছে কি না, অর্থাৎ তাহাতে পৃথিবীর ন্যায় স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকাদির বাসস্থান আছে কি না, ইহা পণ্ডিতগণ অদ্যাপি স্থির করিতে পারে নাই; কিন্তু আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই উপলব্ধি হইতেছে, যে এতদ্রূপ বাসস্থানাদি কোন মতে সম্ভব হইতে পারে না। এইক্ষণে অন্য এক বিষয়ের কথা কহিব।

সের উইল্যাম হেরসেল সময়ের পূর্ব্বে চন্দ্রস্থ কতিপয় পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ স্থির হইয়াছিল; এবং এ কথা অনেকানেক নব্য গ্রন্থেতেও দৃষ্ট হয়, কিন্তু সের উইল্যাম কহে, যে দুই এক পর্ব্বত ব্যতিরেকে চন্দ্রস্থ অন্যান্য তাবৎ পর্ব্বত পোয়া ক্রোশের অধিক উচ্চ নহে।

সের ডেবিড ব্রুষ্টর কর্তৃক রচিত গ্রন্থেতে কবিতার ন্যায় অত্যুক্তির সম্ভাবনা যদিও হউক, তথাপি তল্লিখিত বর্ণনা অত্যাশ্চর্য্য, তাহা শুন। চন্দ্রস্থ পর্ব্বত

সকল পৃথিবীস্থ অন্যান্য সামান্য পর্ব্বতের ন্যায় না হইয়া বরং সুইজেরলেণ্ড দেশের অতি উচ্চ ও অতি ভয়ানক পর্ব্বত সকলের ন্যায় বোধ হয়। বৃহদাকার শৈলচয়ের তলা সমভূমিতে স্থাপিত, কিন্তু তাহাদিগের শৃঙ্গ সকল অনেক দূর পর্য্যন্ত আকাশে উঠে। এবং তাহাদিগের অসমান পার্শ্বহইতে বৃহৎ শৈলখণ্ড নীচস্থ কন্দরের উপর পতনোন্মুখ হইয়া হেলায়মান আছে; তাহাতে এমত প্রায় বোধ হয়, যে চন্দ্রের আকর্ষণীয় শক্তি তাহাদিগের উপর অধিকার করিতে পারে না। এতৎ ভয়ঙ্কর শৈল খণ্ড সমূহের গোড়ায় কালপ্রভাবে চূড়া হইতে পতিত ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড সকল স্থানে২ ছিন্ন হইয়া দৃষ্ট হয়, এবং অদ্যাপি দণ্ডায়মান পর্ব্বত শৃঙ্গের মধ্যে যে সকল ফাটা ও গর্ত্ত আছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয়, যে তাহাদিগের সমূলে উৎপাটিত হইয়া পড়িবার আর কিছু মাত্র অপেক্ষা নাই; এবং আমরা পতিত শৈল কেবল নয় শৈলের ভয়ানক পতনও স্বচক্ষুতে দেখিব। এপেনাইনস নামক যে পর্ব্বতশ্রেণী চন্দ্রমণ্ডলোপরি উত্তরপুর্ব্বদিক হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে বিস্তৃত আছে, তাহা মারে ইমব্রোম নামক সমুদ্র হইতে একেবারে অত্যুচ্চ ও বহুশৃঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। কোন২ স্থানে তাহার উচ্চতা ক্রোশাধিক, এবং সর্ব্বত্র যদ্যপি এতদ্রূপ উচ্চ না হউক, তথাপি তাহার উত্তরপূর্ব্ব-ধার সর্ব্বতোভাবে অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু দক্ষিণপশ্চিমদিকে তাহা ক্রমে২ গড়ান রূপে নিম্ন ভূমিতে মিলিয়াছে।

কিন্তু মৃত সের উইল্যাম হেরসেলের পুত্র সের জান

হেরসেল ইহা অপেক্ষা আরও অধিক স্পষ্ট রূপে চন্দ্রস্থ পর্ব্বত সমূহের বর্ণনা করিয়াছে। কিন্তু এই স্থানে যুব পাঠকদিগের ভ্রম নিবারণার্থে এই বক্তব্য, যে আমি এই ক্ষণে জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ক চন্দ্রস্থ পর্ব্বত সমূহের বিবরণ কহিতেছি, ইহাতে ভূগোলশাস্ত্রান্তর্গত চন্দ্রপর্ব্বত নামক আফ্রীকা খণ্ডের এক পর্ব্বতশ্রেণী বিশেষ যেন না বুঝে।

চন্দ্রস্থ পর্ব্বত সকলের পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত অবগত হই-য়া তোমরা অবশ্যই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছ, কিন্তু আমি আরও অত্যন্ত চমৎকার কথা তোমাদিগকে বলি, সে কি, না, সের ডেবিড কর্তৃক সূক্ষ্ম ও ভয়ানক রূপে বর্ণিত চন্দ্রস্থ পর্ব্বত সমূহ কি২ প্রস্তর বিশেষে ও কেমন প্রকারে নির্ম্মিত হইয়াছে,তাহা সের জান্ হেরসেল উত্তমং নূতন দূর্বিনের সহকারে লিখিতে সক্ষম হইয়াছে। সের জান কহে, যে প্রায় চন্দ্রস্থ তাবৎ পর্ব্বতই এক রূপ ও সমান আকার বিশিষ্ট, তাহাদিগের সংখ্যা অপরিমিত, এবং সেই পর্ব্বত প্রায় তাবৎ চন্দ্রমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া আছে, এবং প্রায় সকলেই পেয়ালার ন্যায় গোলা-কার অথবা কিঞ্চিৎ লম্বায়মান, ও প্রায় সকল বড়২ পর্ব্বতের গভীর মধ্যস্থান প্রশস্ত, এবং তথায় নীচে স্থূল উপরে ক্ষীণ আকার বিশিষ্ট এক ক্ষুদ্র পর্ব্বত দৃষ্ট হয়। তাহাদিগকে সম্যক প্রকারেই বাড়বানল পর্ব্বত বোধ হয়; এবং কতিপয় প্রধান২ পর্ব্বতে অতি উত্তম দূর্বিন দ্বারা গলিত প্রস্তর ধাতু প্রভৃতির বার২ নির্গত হওনের নিশ্চিত চিহ্ন দর্শন হয়।

চন্দ্রমণ্ডলের ছবিতে সেই পেয়ালার আকার বিশিষ্ট পর্ব্বত চূড়া অথচ ক্রাটের স্থানে২ দৃষ্ট হয়। কোন২ স্থানে তাহাদের মণ্ডলাকার কিঞ্চিৎ লম্বায়মান দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ এই, যে চন্দ্রের গোলাকার প্রযুক্ত সেই পর্ব্বত সকল সম্মুখে দৃষ্ট না হইয়া পার্শ্বের দিকে দৃষ্ট হয়।

২৮ সংখ্যা।

হিন্দুস্থানের ব্যবসা বিষয়ক বৃত্তান্ত।

হিন্দুস্থানে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে অন্যান্য দেশীয় লোকদিগের মহোপকার, এবং হিন্দু দিগের ধনবৃদ্ধি হয়। অন্য দেশোদ্ভব কোন দ্রব্যই হিন্দু-দিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে, কিন্তু যে সকল দ্রব্য অন্য-দেশের লোকেরা যত্নপূর্ব্বক পাইবার চেষ্টা করে, তাহা এতদ্দেশে প্রচুর জন্মে; এই হেতু অন্য দেশীয় লোকেরা প্রতি বৎসর যথেষ্ট ধন আনয়ন করত এখানকার দ্রব্য সকল ক্রয় করে। এতদ্দেশের পূর্ব্বকালীন রাজাদিগের অধিকার সময়ে প্রজাবর্গের উপর অনেক প্রকার দৌরাত্ম্য হইত, এই নিমিত্তে লোক সকল আপন২ ধনাদি রক্ষার্থ সতত সশঙ্কিতচিত্ত থাকিত। যে২ দেশে লোক সকল আপন ধন ও বিষয় বিভবাদি নিরুদ্বেগে ভোগ করিতে না পারে, ও সধন নির্ধন ভদ্রাভদ্র সকলেই সমান রূপে বিচারপ্রাপ্ত না হয়, সেই২ দেশে বিদেশীয় লোকেরা দ্রব্য ক্রয়ার্থে প্রায় অর্থ প্রেরণ করে না। ইংরাজদিগের

রাজত্বে সকলের ন্যায় পূর্ব্বক সমান রূপে বিচার হওন হেতুক হিন্দুস্থানের ব্যবসা ও ধন যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং এক্ষণেও হইতেছে।

হিন্দু স্থানোদ্ভব যে সকল দ্রব্য অন্য ২ দেশে প্রেরিত হয়, তাহার মধ্যে পশ্চাৎ উক্ত কএকটি প্রধান। প্রথম; নীল, যাহা পূর্ব্বাপেক্ষা গত ত্রিশ বৎসরাবধি অধিক উৎপন্ন হইতেছে। ইহা চাস করিবার নিমিত্ত নানা স্থানে বহু সংখ্যক কুটী নির্ম্মাণ হইয়াছে। এবং সে কুটীর কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ইংরাজি লোক নিযুক্ত হইয়াছে। বস্ত্র রংকরণার্থ নীল অত্যন্ত আবশ্যক। এতদ্দেশে ন্যূনাতিরেক আশী সহস্র মোন নীল প্রতি বৎসর প্রস্তুত হয়। এবং প্রত্যেক মোন এক শত পঞ্চাশ মুদ্রার হিসাবে ধরিলে ইহার মূল্য এক ক্রোর বিশ লক্ষ মুদ্রারও অধিক হয়। এই নীলের অধিকাংশ ইংলণ্ডদেশে প্রেরিত হয়, এবং তথা হইতে অন্যান্য দেশে পাঠান যায়।

দ্বিতীয়। তুলা, যাহা পূর্ব্বে বঙ্গদেশে প্রচুর জন্মিত, কিন্তু এইক্ষণে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তি দোয়াব নামক দেশেতেই অধিক জন্মে। কলিকাতায় আনীত হইলে ইহার এক২ রাশিকে এক যন্ত্র মধ্যে দিয়া, একটা বৃহৎ পেঁচ দ্বারা কসিয়া ক্রমেতে অল্পায়তন করে, তাহা হইলে জাহাজে অত্যল্প স্থানেতেই ইহার সমাবেশ হয়। প্রতিবৎসর ইহার অধিকাংশ চিন রাজ্যে প্রেরিত হয়, কিন্তু গত তিন চার বৎসরে ইংলণ্ডদেশেতে ও যথেষ্ট প্রেরিত

হইয়াছে; ঐ স্থানে তুলা দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাতে অনেক লোকের সংসার নির্ব্বাহের উপযুক্তঅর্থ উপার্জ্জন হয়।

তৃতীয়। মগধ ও কাশী প্রদেশ দ্বয়েতে প্রতিবৎসর যথেষ্ট আফীম উৎপন্ন হয়। এই আফিম কেবল কোম্পানী বাহাদুরেরা ক্রয় করেন, এবং তাহাদিগের অনুমতি ব্যতিরেকে কেহই প্রস্তুত করিতে পারে না। আফীম পোস্ত বৃক্ষ হইতে জন্মে। সন্ধ্যার সময় পোস্ত ফলের ছালেতে একটি ছিদ্র করে, এই ছিদ্র হইতে রস নির্গত হইয়া রাত্রির মধ্যে গাঢ় হয়, এবং প্রাতঃকালে তাহা চাঁচিয়া লইলেই আফীম পাওয়া যায়। ঐ আফীম কলিকাতায় আনীত হইলে সওদাগরেরা ক্রয় করিয়া চিন রাজ্যে ও মালাই নামক সাগরতীরবর্ত্তি দেশে প্রেরণ করে। এতদ্দেশ দ্বয়ের লোকেরা তামাকের ন্যায় ঐ আফীমের গুলির ধূম পান করিতে২ যদবধি উন্মত্ত না হয়, তাবৎ নিবৃত্ত হয় না। ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে আফীম কেবল তুরকি দেশে উৎপন্ন হয়, এবং ঐ স্থানে মুসলমানেরাই যথেষ্ট ক্রয় করে। পূর্ব্বদিগস্থ সকল দেশেতে আফীম হিন্দুস্থান হইতে প্রেরিত হয়।

চতুর্থঃ। মল্মল প্রভৃতি অনেক বস্ত্র হিন্দুস্থানেতে প্রতিবৎসর প্রস্তুত হয়। ঢাকা নগরের চতুর্দ্দিগে উত্তম মল্মল প্রস্তুত হয়। গঙ্গার উত্তরদিগস্থ সকল প্রদেশে খাসা, এবং বঙ্গদেশের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে লক্ষ্মীপুরে বাপ্তা

প্রস্তুত হয়; ও মেদিনিপুর নগরে, এবং উড়িষ্যা ও এতদ্দিকস্থ মহারাষ্ট্র প্রদেশে সান নামক বস্ত্র উৎপন্ন হয়; অপর বীরভূমির লোকেরা গড়া প্রস্তুত করণার্থে বিখ্যাত আছে। আমেরিকা খণ্ডে প্রায় তাবৎ লোকই কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত, কেবল কতিপয় ব্যক্তি শিল্পকর্ম্মে মনোযোগ করে; এই হেতু তদ্দেশস্থ বনিকেরা ডালর নামক মুদ্রা আনিয়া কলিকাতা হইতে যথেষ্ট বস্ত্র ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডবাসি জাতি সকল আপন২ দেশে বস্ত্রনির্ম্মাণযন্ত্রাদি প্রস্তুত করণার্থে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছে।

পঞ্চম। রামপুর বোয়ালিয়া, কুমারখালি, জঙ্গিপুর, মালদহ, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে কোম্পানি বাহাদুরের কুটীতে রেশম প্রস্তুত হয়। এই রেশম অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইলে ইহাদ্বারা নানা বর্ণের বস্ত্র প্রস্তুত হয়। ঐ রেশম পশ্চাদুক্ত প্রকারে উৎপন্ন হয়। গুটিপোকা তুত বৃক্ষের পত্র আহার করত বড় হইলে পর আপন শরীরহইতে এক সূক্ষ্ম সূত্র বাহির করিয়া তদ্দ্বারা আপনাকে এমত বেষ্টন করে, যে তন্মধ্যহইতে বাহির হইবার কিছু মাত্র পথ রাখে না। এই রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পর, লোকেরা এই পোকাকে উষ্ণ জলে নিক্ষেপ করে, তাহাতে তাহার প্রাণ বিনাশ হয়; তদনন্তর চরকির দ্বারা ঐ সূতা ক্রমেতে টানিয়া লয়। ঐ পোকাকে বিহিত সময়ে না মারিলে সে প্রজাপতীর রূপ ধারন করে, এবং আপন রেশমী ব্যবধান

কাটিয়া ফেলে, তাহাতে ঐ রেশম কর্ম্মের অযোগ্য হয়। রেশম ইউরোপ খণ্ডের ইটেলি প্রদেশেতেও উৎপন্ন হয়। দ্বাদশ শত বৎসর হইল যখন রূম নগরের লোকেরা অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালী ও সুখভোগী ছিল, তখন তাহারা রেশমী বস্ত্রে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল, এই হেতু আশিয়া খণ্ড হইতে অপরিমিত ব্যয়েতে রেশম আনীত হইত। এক জন রুমীয় সম্রাট এই রেশম আপন রাজ্যে উৎপন্ন করণাশয়ে গুপ্তভাবে দুই জন লোককে ১৫০০ ক্রোশ অন্তরস্থিত চিন দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন; ঐ দুই ব্যক্তি কতক গুলিন গুটি পোকা এক বাঁশের মধ্যে লুকাইয়া ইটেলি দেশে আনয়ন করিয়াছিল। ঐ স্থানে ঐ কএকটি পোকাদ্বারা অসংখ্য গুটি পোকা জন্মিবায় প্রচুর রেশম উৎপন্ন হইল, এবং সেই সময়াবধি ইহা ইটেলি দেশের এক প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য হইয়াছে।

ষষ্ঠ। সোরাও হিন্দুস্থানের এক প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। এই সোরাহইতে বারুদ হয়। কোম্পানি বাহাদুরের বারুদ খানায় যথেষ্ট সোরা ব্যয় হয়, এবং ইংলণ্ড দেশেও অনেক প্রেরিত হয়। হিন্দুস্থানে উৎপন্ন অন্যান্য দেশে প্রেরিত যে বাণিজ্যদ্রব্য সকল, তাহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কএকটি দ্রব্য প্রধান।

২৯ সংখ্যা।

পৌলের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ বিষয়ক বৃত্তান্ত।

পৌলের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ, ও তৎসম্বন্ধীয় সকল

ঘটনাদ্বারা আমাদের ধর্ম্ম যে ঈশ্বর দত্ত, তাহা সুস্পষ্ট রূপে সপ্রমাণ হইতেছে। এই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিদিগের ভয়ানক শত্রু থাকিয়া পরে একেবারে আপনিই ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, ইহা এমন শক্ত রূপে প্রমাণীকৃত, যে ইহা অস্বীকার করিলে অন্য সকল পূর্ব্বকালের ইতিহাস অস্বীকার করিতে হয়। অতএব সে যেমত আপনি কহিয়াছে, সেই মত অদ্ভুত রূপেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং এমত হইলে সুতরাং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ঈশ্বরদত্ত বলিতে হয়, অন্যথা পৌলকে প্রবঞ্চক ও উন্মত্ত, অথবা অন্য লোক কর্তৃক প্রবঞ্চিত বলিতে হয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু সম্ভবে না। যদি সে প্রবঞ্চক ছিল, অর্থাৎ যাহা মিথ্যা জানিল, তাহা সত্য বলিয়া জগতে প্রকাশ করিল, তবে তাহার এই প্রকার ভণ্ডামি করিবার অবশ্য কোন কারণ থাকিবে। লোক সকল ইহলোকে ঐশ্বর্য্য ও সম্ভ্রম এবং উচ্চপদ প্রাপণার্থে অথবা কোন ইন্দ্রিয়াদির সুখ সাধনার্থে ধর্ম্ম বিষয়ে প্রতারণা করিয়া থাকে। কিন্তু যখন পৌল যিহূদীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, তৎকালীন ঐ ধর্ম্ম দ্বয়ের অবস্থা বিবেচনা করিলে স্পষ্ট রূপে এই বোধ হয়, যে সে উপরে উক্ত কারণ প্রযুক্ত ক্রুশে হত খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। কেননা যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল, তাহারা যিহূদী দেশীয় ধনবান ও সম্ভ্রান্ত ও পরাক্রমী লোক; কিন্তু যাহাদিগের নিকট গেল, তাহারা সকলেই দরিদ্র, ও তাড়িত

এবং সর্ব্বপ্রকারে ধনসঞ্চয়ের উপায় বিহীন ছিল। অতএব খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সর্ব্বস্বচ্যুত হইবে, এবং ভবিষ্যতে ধন উপার্জ্জনের আশা রহিত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সে যদি পূর্ব্বের মত খ্রীষ্টীয়ানদিগের বৈরতাচরণ করে, তবে যিহূদীয় দেশের প্রধান ২ ব্যক্তিদিগের আনুকুল্যেতে উত্তম পদ পাইবে, এমন দৃঢ় ভরসা ছিল, যে হেতু ঐ ব্যক্তিরা খ্রীষ্টীয়ানদিগের তাড়না করণে তাহার উৎসাহ দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিল। যদি বল, সুখ্যাতি ও সম্ভ্রম প্রাপণাশায় সে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, উত্তর, গমিলিয়েলের শিষ্য যে পৌল সে কৈবর্ত্তদিগের পাঠশালার অধ্যাপক হইয়া যে সুখ্যাতি কি সম্ভ্রম লাভ করিবে, এমন কি সম্ভাবনা ছিল। অপর যদি বল, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যিহূদিয়া অথবা অন্য দেশে প্রচার করিয়া সম্মান প্রাপ্ত হইবে, এমত আশায় সে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, ইহাও সম্ভব নহে, যেহেতু সে জানিত, যে ঐ সকল মতকে যিহূদীরা অত্যন্ত অযুক্ত এবং গ্রিকেরা উন্মত্ত প্রলাপ জ্ঞান করিত। যদি বল, পরাক্রম প্রাপ্ত হইবে, এই আশায় পৌল স্বজাতীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিল, তবে বলি, কেমন পরাক্রম, এবং কাহার উপরে পরাক্রম? যাহাদিগকে আপনিই বিনাশ করিতে চেষ্টান্বিত হইয়াছিল এবং যাহাদের রক্ষকও অল্পকাল পূর্ব্বেই হত হইয়াছিল, সেই মেষপাল রূপ মনুষ্যদের উপর প্রভুত্ব পাইলে কি ইষ্ট লাভ। যদি বল, নূতন ধর্ম্মের ছলেতে কামাদি কোন অবিহিত ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ করিবে, এই মানসে

সে ঐ ধর্ম্মের উপদেশক হইয়াছিল, ইহাও অযুক্ত, যে হেতু তাহার রচিত গ্রন্থ সমূহে পবিত্রাচার করা, এবং রাজা ও রাজপুরুষ ও ব্যবস্থা সকলের অধীনে থাকা, এবং ধর্ম্মবেশে কামুকতা ও আলস্য ও কুব্যবহারেতে ঘৃণা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য, সর্ব্বদা এই রূপ উপদেশ করিয়াছে। অপর খ্রীষ্টভক্ত লোকেরা নীতিব্যবস্থার অনধীন, এবং ঈশ্বরানুগ্রহে দেশের শাসন হওয়াতে রাজ শাসন অনুচিত, ও রাজাকে পদচ্যুত করা কর্ত্তব্য, এবং ধনিদিগের ধন বিভাগ করিয়া দরিদ্রদিগকে দান করাই কর্ত্তব্য, এবং পাপ পুণ্যের ভেদাভেদ নাই, এবং মন আকর্ষণ করিবামাত্রই ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্ম ও সৃষ্টির নিয়ম লঙ্ঘন করা যায়, এবং অন্য যে কোন উপদেশদ্বারা ধূর্ত্ত লোকেরা আপনাকে ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়া মনুষ্যদের উপর নানা উপদ্রব করিয়াছে, এমত অসৎ উপদেশ পৌলের কোন পত্রেতে লিখিত নাই। আরবিয়া দেশোদ্ভব বঞ্চক যে মহম্মদ, তাহার ন্যায় সে আপনাকে কোন ব্যবস্থার বহির্ভূত বলিয়া কিছু মাত্র লেখে নাই; এবং সে যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে কি পরে লম্পটতাচার করিয়াছে, এমন কোন প্রমাণ নাই; যিহূদিদিগের মধ্যে গণ্য হইয়া যদ্রূপ সদ্ব্যবহারী ছিল, খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যেও তদ্রূপ ছিল, কিঞ্চিন্মাত্র অসৎ ব্যবহারাদি করে নাই।

সেই প্রেরিত পৌল যে প্রবঞ্চক ছিল না, ইহা স্থির হইল। সে ধর্ম্মোন্মত্তও ছিল না, তাহার প্রমাণ বলি। উগ্রস্বভাব ও বিমর্ষতা ও অজ্ঞানতা ও অপ্রমাণ বিষয়ে

বিশ্বাস এবং অহঙ্কার, এই সকল ধর্ম্মোন্মত্ততার কারণ হয়। কিন্তু উগ্রস্বভাব ব্যতিরিক্ত পৌল প্রেরিত পুর্ব্বোক্ত তাবৎ দোষশূন্য ছিল। সে য়িহূদীয় কি খ্রীষ্টীয়ান যখন যে মত সত্য জ্ঞান করিত, তদ্রক্ষার্থ অত্যন্ত উগ্রতা প্রকাশ করিল, ইহা সত্য বটে, কিন্তু সে সর্ব্বকালেই এমত রাগ দ্বেষাদি শূন্য থাকিত, যে বাহ্য বিষয়ে অন্যান্য মনুষ্যদের নিকটে অন্যান্য ব্যবহার করিত, এবং অতি নম্র হইয়া যথাসাধ্য যথাবিহিত তাহাদের মত ও ব্যবহারানুসারে আচরণ করিত; কিন্তু যাহারা স্বমতাভিমানে আসক্ত কিম্বা ধর্ম্মোন্মত্ততায় বিহ্বল, তাহারা এ রূপ সদাচরণ করিতে সর্ব্বথা অক্ষম হয়। অপর সে বিমর্ষমনা ছিল না, ইহাও স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যেহেতু যে কোন উপায়েতে ঈশ্বরের আজ্ঞা এবং উচিত কার্য্যের ব্যাঘাত না হয়, পৌল বিপদ ও শত্রুদিগের তাড়না হইতে মুক্ত হওনার্থ বিবেচনা পুর্ব্বক এমন উপায় করিত। ধর্ম্মবিষয়ে বিমর্ষ-মনা ব্যক্তি শত্রুদিগের তাড়না প্রার্থনা করে, এবং যখন শত্রুরা তাহাকে তাড়না করে না, তখন সে আপনিই আপনাকে যন্ত্রণা দেয়। কিন্তু সরল ও পবিত্রাচরণ এবং অবিশ্রান্ত রূপে ধর্ম্ম ঘোষকের কার্য্য নিষ্পাদন দ্বারাই পৌলের ধার্ম্মিকতা দৃষ্ট হইতেছে। অপর গণ্ডমূর্খ ছাড়া কোন ব্যক্তি তাঁহাকে মূর্খ বলিবেক না, যেহেতু বোধ হয়, সে যিহূদি শাস্ত্র কেবল নয়, কিন্তু গ্রিকদিগের বিদ্যার ও পারদর্শী ছিল, এবং গ্রিকদিগের কবিতাগ্রন্থ সমূহ ও অধ্যয়ন করিয়াছিল। সে অপ্রমাণ বিষয়ে বিশ্বাসী

ছিল না, ইহাও স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যেহেতু পৃথিবীতে যীশু খ্রীষ্ট এবং তদনন্তর তাহার প্রেরিতেরা যে সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা সে যিরূশালম নগরে থাকিয়া অবশ্য অবগত হইয়াছিল, তথাপি তাহাতে বিশ্বাস করে নাই। অনন্তর সে সর্ব্ব লোকাপেক্ষা অহঙ্কারশূন্য ছিল, ইহাও তাহার পত্র সকল এবং আচরণদ্বারা জানা যাইতেছে; সে আপনাকে প্রেরিতগণমধ্যে অতি ক্ষুদ্র ও প্রেরিত নাম ধারণের অযোগ্য জানাইল। অপর সে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ বলিল, এবং ভবিষ্যৎ বাক্য কহন ও অদ্ভুত কর্ম্ম করণাদি যে কোন ক্ষমতা ঈশ্বর হইতে পাইয়াছিল, তদপেক্ষা সর্ব্বজীবে দয়া শ্রেষ্ঠ কহিল। গর্ব্বিত অথবা ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তি যে এ রূপ কথা কহিবেক, ইহা কোন মতে সম্ভব নহে।

পৌল প্রবঞ্চক অথবা ধর্ম্মোন্মত্ত ছিল না, ইহা সপ্রমাণ হইল; সম্প্রতি সে অন্যকর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছিল কি না, তাহা বিবেচনা করি; কিন্তু ইহা অনায়াসে স্থির করা যায়, কেননা জিজ্ঞাসা করি, তাহাকে বঞ্চনা করিতে কে সক্ষম ছিল? গালীলীয় কএক জন অবিদ্বান কৈবর্ত্ত কি সক্ষম ছিল? আপনাদিগের অত্যন্ত সুচতুর শত্রু এবং অত্যন্ত নির্দয় তাড়নাকারিকে স্বমতাবলম্বী এবং প্রেরিতপদে নিযুক্ত করিতে, বিশেষতঃ যে কালে সে আপনাদিগের এবং আপনাদিগের প্রভুর প্রতি ঘোরতর বিপক্ষতা করিয়াছিল, সেই কালে তাহাকে প্রতারণা দ্বারা আপনাদিগের মতাবলম্বী করিতে, উহাদিগের মনে এমন মন্ত্রণা

যে উদিত হইয়াছিল, তাহা বোধগম্য নহে। আর এমত মন্ত্রণা তাহাদিগের মনে উদয় হইয়াছিল, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তথাচ তাহারা যে ধর্ম্মপুস্তক লিখিত মতে তাহা সম্পন্ন করিয়াছে, তাহা সর্ব্বথা অসাধ্য। মধ্যাহ্ন সময়ে আকাশে সূর্য্যাপেক্ষা উজ্জলতর আলোক তাহারা কি রূপে উৎপন্ন করিল? আর যে কথা কেবল পৌল শুনিল, তাহার সঙ্গিলোক শুনিতে পাইল না, এমন কথা তাহারা কি রূপে তাহাকে শুনাইল? ঐ দর্শনানন্তর কি রূপে তাহাকে তিন দিন অন্ধ করিয়া রাখিল? অপর তাঁহার চক্ষু হইতে আঁইস নির্গত করাইয়া আজ্ঞামাত্রে কি রূপেই বা পুনর্ব্বার দর্শন শক্তি প্রদান করিল? অপর যদি এই সকল ঘটনা যথার্থ রূপে ঘটে নাই, তবে তাহারা তাহাকে এবং তাহার সহযাত্রিদিগকে তাহাতে কি রূপে বিশ্বাস করাইল? এই সকল অসাধ্য কর্ম্মে এতদ্রূপ বঞ্চনা করা কাহারও সাধ্য নয়।

পৌল বঞ্চক অথবা ধর্ম্মোন্মত্ত ছিল না, এবং অন্য কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত ও হয় নাই, ইহা যদি স্থির হইল, তবে স্বয়ং ঈশ্বর তাহাকে অলৌকিক রূপে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন, এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ঈশ্বর দত্ত, ইহা স্থির হইল।

৩০ সংখ্যা।

মিথ্যাবাদি ও সত্যবাদি বালকের কথা।

রবর্ট এবং ফ্রেঙ্ক নামে দুই বালক ছিল এবং তাহাদের ত্রষ্টি অর্থাৎ বিশ্বস্ত নামক এক কুক্কুর ছিল। কোন দিনে

রবর্ট ফ্রেঙ্ককে কহিল, অগ্নির নিকট কুক্কুর নিদ্রিত আছে, আইস ভাই, আমরা তাহাকে জাগাইয়া তাহার সহিত খেলা করি। ফ্রেঙ্ক কহিল, ভাল তো। এই রূপে তাহারা উভয়েই কুক্কুরকে জাগাইবার নিমিত্তে উনানের নিকট দৌড়িয়া গেল। ঐ উনানের উপরে দুগ্ধপূর্ণ এক পাত্র ছিল, কিন্তু ঐ বালকেরা তাহা দেখিতে পায় নাই। পরে উভয়ে কুক্কুরের সহিত খেলা করিতে২ সে পাত্রে লাথি মারিয়া তাহা ফেলিয়া দিল। তাহাতে ঐ পাত্র ভগ্ন হইবায় সকল দুগ্ধ মৃত্তিকায় পড়িল। ঐ বালকেরা তাহা দেখিয়া দুঃখিত এবং ভীত হইল। অপর রবর্ট দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, অদ্য রাত্রে আমরা দুগ্ধ খাইতে পাইব না। ফ্রেঙ্ক কহিল, কেন, ঘরে কি আর দুগ্ধ নাই? রবর্ট বলিল, হাঁ, আছে, কিন্তু আমরা তাহা পাইব না, যেহেতু গত সোমবার আমরা দুগ্ধ ফেলিয়া দিয়াছিলাম, তখন মা আমাদিগকে তিরস্কার করিয়া কহিয়াছিলেন, এই কর্ম্ম পুনর্ব্বার করিলে রাত্রে দুগ্ধ খাইতে পাইবা না। ফ্রেঙ্ক কহিল, ভাল না হয়, দুগ্ধই খাইব না; খেদ করিলে আর কি হইবে; অন্য সময়ে সাবধানে থাকিব; এখন আইস, শীঘ্র যাইয়া এ কথা মাকে কহি; তুমি তো জান, কোন দ্রব্যাদি ভাঙ্গিলে তিনি শীঘ্র জানাইতে কহিয়াছেন। রবর্ট কহিল,যাইতেছি; এত ব্যস্ত কি; ক্ষণেক কাল বিলম্ব কর। ফ্রেঙ্ক কিছু কাল অপেক্ষা করিয়া রবর্টকে কহিল, এখন আইস। রবর্ট কহিল, আরও কিছু কাল স্থির হও; আমার যাইতে সাহস হয় নাই; আমি ভীত হইয়াছি।

হে বালকগণ, আমার পরামর্শ শুন, সত্য বাক্য কহিতে কখন ভীত হইও না; ক্ষণেক কাল বিলম্ব কর, এমত বাক্য ও কখন কহিও না; শীঘ্র যাইয়া যে দোষ করিয়াছ, তাহা স্বীকার কর; যত বিলম্ব করিবা, ততই আরও ভীত হইবা, অবশেষে একেবারে সত্য কহিতে সাহসহীন হইবা। রবর্টকে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শুন। সে যত বিলম্ব করিল, ততই আপন মাতাকে দুগ্ধ ফেলিয়া দিবার কথা জানাইতে অধিক অনিচ্ছুক হইতে লাগিল। অপর ফ্রেঙ্ক একাকী মাতাকে খুজিতে গেল। ফ্রেঙ্ক গেলে পরে রবর্ট একাকী ঘরে থাকিয়া কেবল মায়ের কাছে কি ওজর করিয়া নির্দোষী হইবেক, তাহা চিন্তা করিতে লাগিল। সে মনোমধ্যে এই বিবেচনা করিতে লাগিল, যদি ফ্রেঙ্ক এবং আমি উভয়ে কহি, যে আমরা দুগ্ধ ফেলি নাই, তবে তিনি আমাদিগের কথায় বিশ্বাস করিবেন, এবং আমরাও রাত্রে দুগ্ধ খাইতে পাইব; হায়, ফ্রেঙ্ক যদি যাইয়া মাকে ইহা না জানাইত, তবে কোন উৎপাত ঘটিত না। এই রূপ চিন্তা করত সে শুনিল, তাহার মাতা সিঁড়ি দিয়া নীচে আসিতেছে। অপর সে মনে২ বলিল, আঃ তবে ফ্রেঙ্ক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই, এবং এ বিষয় ও তাঁহাকে জানায় নাই। অতএব যাহা ইচ্ছা, তাহা বলিতে পারি। তখন ঐ সাহসহীন বালক আপন মাতাকে মিথ্যা কথা কহিতে নিশ্চয় করিল।

মাতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পাত্র ভগ্ন ও দুগ্ধ ভূমিতে পতিত দেখিয়া স্থগিত হইয়া চেঁচাইয়া কহিল,

এ কি২, বটে ২, এ উত্তম কর্ম্ম বটে, এ কর্ম্ম কে করিল? রবর্ট মৃদুস্বরে কহিল, আমি জানি না, মা। তখন তাহার মাতা কহিল, তুমি কি জান না রবর্ট, সত্য কহ, আমি তোমার উপর রাগ করিব না; একটি মিথ্যা কথা কহন অপেক্ষা বরং আমার গৃহের তাবৎ পাত্র ভগ্ন করা ভাল; হে রবর্ট, আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি এই পাত্র ভাঙ্গিয়াছ কি না? তখন রবর্ট কহিল, না মা, আমি ভাঙ্গি নাই। কিন্তু ইহা কহাতে তাহার মুখ আরক্তিমা বর্ণ হইল। মাতা বলিল, ফ্রেঙ্ক কোথায়? সে কি তাহা ভাঙ্গিয়াছে? রবর্ট কহিল, না মা, সে ভাঙ্গে নাই। রবর্টের এই ভরসা ছিল, যে ফ্রেঙ্ক আইলে তাহাকেও মিথ্যা কহিতে লওয়াইব। তাহার মাতা কহিল, তুমি কি রূপে জানিলা, যে ফ্রেঙ্ক ভাঙ্গে নাই? তখন রবর্ট, কি ছল করিবেক, এই ভাবনায় কিয়ৎ কাল চিন্তিত থাকিয়া কহিল, যেহেতু আমি তাবৎ কাল এই ঘরে রহিয়াছি, আর তাহাকে ভাঙ্গিতে দেখি নাই। মাতা বলিল, তবে কি রূপে এই পাত্র ভাঙ্গিল? যদি তুমি তাবৎ কাল এই গৃহ মধ্যে ছিলা, তবে অবশ্যই ইহার বৃতান্ত বলিতে পার। তখন রবর্ট আরবার মিথ্যা কহিয়া বলিল, আমি বোধ করি, কুক্কুরটা ভাঙ্গিয়া থাকিবেক। তাহার মাতা কহিল, তুমি কুক্কুরকে পাত্র ভাঙ্গিতে দেখিয়াছ? তখন ঐ দুষ্ট বালক কহিল, হাঁ, দেখিয়াছি। পরে তাহার মাতা কুক্কুরের প্রতি মুখ ফিরিয়া কহিল, ছি২ ত্রষ্টি; হে রবর্ট, বাগান হইতে এক গাছা ছড়ি আন, আমি

ইহাকে মারিব। রবর্ট দৌড়িয়া ছড়ি আনিতে গিয়া বাগানে ভ্রাতাকে দেখিয়া শীঘ্র তাবৎ বৃত্তান্ত জানাইয়া তদ্রূপ মিথ্যা বলিতে বহুবিধ বিনতি করিল। কিন্তু ফ্রেঙ্ক কহিল, না, আমি মিথ্যা কহিব না, আর নির্দ্দোষী কুক্কুর যে মারা যাবে, তাহাও হইবে না; আমাকে মায়ের নিকট যাইতে দেও। তখন তাহারা উভয়েই বাটীতে দৌড়িয়া গেল। রবর্ট প্রথমতঃ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফ্রেঙ্ককে বাহিরে রাখিয়া দ্বার বন্ধ করত শীঘ্র যাইয়া আপন মাতার হস্তে ছড়ি দিল। যখন তাহার মাতা ত্রষ্টিকে মারিতে উদ্যতা হইল, তখন সে কুক্কুর ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া চাহিতে লাগিল মাত্র, কেননা কহন শক্তি তাহার ছিল না। এমত সময়ে ফ্রেঙ্ক গোবাক্ষ দ্বারের নিকটে আসিয়া চীৎকার শব্দে কহিল, থাক২, ওমা, থাক, ত্রষ্টি সে কর্ম্ম করে নাই, রবর্ট এবং আমি উভয়েই এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, কিন্তু রবর্টকেও মারিও না। ইতিমধ্যে অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া কহিল, দ্বার খুলিয়া দেও। ইহা শুনিয়া রবর্ট শব্দ দ্বারা আপন পিতাকে আগত জানিয়া অত্যন্ত ভীত হইল; যেহেতু মিথ্যা কহিলে তাহার পিতা তাহাকে প্রহার করিত। তাহার মাতা গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলে পরে তাহার পিতা বাটীর মধ্যে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে? তখন বালকদের মাতা তাহাকে তাবৎ বৃত্তান্ত অবিকল অবগত করাইল। অনন্তর সে কহিল, যে ছড়িতে কুক্কুরকে মারিতে উদ্যতা হইয়াছিলা, সে ছড়ি কোথায়? তখন রবর্ট আপন

পিতাকে অত্যন্ত কুপিত দেখিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া কহিল, এইবার আমার অপরাধ ক্ষমা করুন; আমি আর কখন মিথ্যা কহিব না। কিন্তু তাহার পিতা তাহার হাত ধরিয়া কহিল, অগ্রে প্রহার করি, পরে বোধ হয়, আর মিথ্যা কহিবা না। অনন্তর তাহাকে এমত প্রহার করিল, যে তাহার চীৎকার তাবৎ প্রতিবাসিদিগের কর্ণ গোচর হইল। এই রূপ প্রহার করিয়া পিতা কহিলেন, যাও, রাত্রিতে কিছু মাত্র খাইতে পাইবা না; তুমি আজি দুধও খাইতে পাইবা না, আর প্রহার পাইয়াছ, দেখ মিথ্যা কহিলে এই২ ফল হয়। তখন ফ্রেঙ্কের প্রতি মুখ ফিরাইয়া কহিল, আইস ফ্রেঙ্ক, আমার নিকট আসিয়া আমার হাত ধর, তুমিও রাত্রিতে দুগ্ধ খাইতে পাইবা না, কিন্তু তাহাতে হানি কি? তুমি সত্য কথা কহিয়াছ, এ জন্য তোমাকে প্রহার করি নাই, এবং সকলেই তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছে; আর আমি এখন তোমার পুরস্কার করি; ট্রুস্টি কুক্কুরটিকে তোমাকে দিলাম; সে আজি অবধি তোমার হইল, কেননা তুমি তাহার প্রহারিত হওন নিবারণ করিয়াছ, আর আমি নিশ্চয় জানি, তুমি কর্ত্তা হইয়া তাহার প্রতি সৎব্যবহার করিবা; কালি আমি কাংশ্যকর দোকানে গিয়া তাহার জন্যে এক নূতন কালর অর্থাৎ গলার ভূষণ কিনিব, আর আজি অবধি তোমার নামানুসারে তাহার নাম ফ্রেঙ্ক অর্থাৎ সরল হইবে; আর হে আমার স্ত্রী, যখন প্রতিবাসিদের বালকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা

করিবেক, যে টুঙ্কি কুক্কুরের ফ্রেঙ্ক নাম হইল কেন, তখন তুমি আমাদিগের এই বালকদ্বয়ের আচরণের কথা তাহাদিগকে কহিও; তাহাতে তাহারা মিথ্যাবাদী ও সত্যবদী বালকের বিশেষ কি, তাহা জানিতে পারিবেক।

৩১ সংখ্যা।

মেষ পালকের পুত্র ও তাহার সাগ নামক কুক্কুরের কথা।

কোন শনিবারে সন্ধ্যার সময়ে হেলবর্ট নামক বালকের মাতা অতিশয় পিড়িতা হইয়াছিল। যে কুটীরে তাহারা থাকিত, তাহা রাজপথ হইতে অনেক দূরে পর্ব্বতের উপরে ছিল। ঐ সময়ে হিমের বড় ২ ফোঁটা পড়িতেছিল। তখন ঐ বালকের পিতা মাল্‌কল্ম আপন বড় লাটি হাতে লইয়া গ্রাম হইতে ঔষধ আনয়নার্থে গমন করিতে উদ্যত হইল। তাহাতে ছোট হেলবর্ট কহিল, হে পিত, পর্ব্বতকন্দরমধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র পথ আমি তোমার অপেক্ষা উত্তম রূপে জানি, আর সাগ যদি আমার অগ্রে ২ যায়, তবে কোন শঙ্কা নাই, অতএব আমি কবিরাজের নিকটে যাই, তুমি ঘরে মায়ের নিকটে থাক। ইহাতে তাহার পিতা সম্মত হইল। হেলবর্ট শৈশবকালাবধি পর্ব্বতের উপরে যাতায়াত করিতে অভ্যাস করিয়াছিল। পরে সাগ নেঁজ নাড়িয়া ও লম্ফ ঝম্ফ দিয়া কর্ত্তার সহিত প্রস্থান করিল। হেলবর্ট নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা করিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলে পর কবি-

রাজের বাটীতে যাইয়া মায়ের নিমিত্তে কিঞ্চিৎ ঔষধ লইয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে গৃহে ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করিল। সাগ পথ নিরূপণ করণার্থে অগ্রে২ চলিল; কিন্তু দূরে যাইয়া সে হঠাৎ স্থগিত হইয়া চতুর্দ্দিগে ঘ্রাণ লইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া হেলবর্ট কহিল, যাও২ সাগ, কিন্তু সাগ দাঁড়াইয়া থাকিল। অপর বালক আরবার বলিল, যাও সাগ, যাও, পর্ব্বতকন্দর প্রায় পার হইয়া আইলাম, দেখ অন্ধকার দিয়া আমাদের গৃহের গবাক্ষেতে আলো দেখা যায়। সাগ কর্ত্তার কথা পূর্ব্বে সর্ব্বদা মানিলেও এবার মানিল না। অবশেষে বালক আপন সঙ্গির সাবধান সূচক গর্জন না শুনিয়া একাকী অগ্রসর হইল। এবং কিঞ্চিৎ দূর গমন করিয়াই হিমেতে আবৃত এক পর্ব্বতগহ্বরে পতিত হইল। ইতিমধ্যে মাল্‌কল্ম আপন প্রিয় বালককে পথ দেখাইবার জন্যে যে প্রদীপ জানেলাতে রাখিয়াছিল, তাহা বার বার উজ্জ্বল করিল, এবং গৃহস্থিত অগ্নিতে কাষ্ঠ দিল, আর আপনি উৎকণ্ঠিত চিত্ত ও সান্ত্বনারহিত হইয়াও আপন স্ত্রীকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিল এবং বারম্বার গৃহদ্বারে গমন করিল। কিন্তু বরফের উপর গমনকারী কোন মনুষ্যের পদনিক্ষেপের শব্দ শুনে নাই, আর কোন মনুষ্যের ছায়াও দেখে নাই। হেলবর্টের মা কহিল, বুঝি কবিরাজ ঘরে নাই, এই জন্যে হেলবর্ট তথায় অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু পুত্রের আগমনের বিলম্ব হইলে সে এমন ব্যাকুল হইল যে আপন শরীরের বেদনা বিস্মৃত হইল।

অপর দুই প্রহর রাত্রে মাল্‌কল্ম আপন বিশ্বস্ত কুক্কুরের শব্দ শুনিতে পাইল, এবং পিতামাতা উভয়েই একেবারে, ঐ আমার পুত্র, বলিয়া ডাকিল। ঘরের দ্বার খুলিলে পর সাগ একেলা প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর হেলবর্টকে না দেখিয়া তাহার মাতা চীৎকার ধ্বনিতে কহিল, হায় হায় আমার প্রিয় পুত্র হিমমধ্যে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তখন মাল্‌কল্ম অতিশ্রম প্রযুক্ত ভূমিতে সুপ্ত ঐ কুক্কুরের গলায় একটা ক্ষুদ্র পুটলি দেখিয়া কহিল, পুত্র জীবিত আছে, তাহার রুমালে ঔষধ বাঁধা এই দেখ; কোন গর্ত্ত মধ্যে পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু তাহার প্রাণের কোন হানি হয় নাই; তুমি ঈশ্বরে ভরসা রাখ; আমি বাহিরে গিয়া তাহাকে উদ্ধার করি; কুক্কুর আমাকে পথ দেখাইবেক। তাহাতে ঐ কুক্কুর তৎক্ষণাৎ উঠিল, এবং অত্যন্ত আনন্দ পূর্ব্বক আপন প্রভুর সহিত শীঘ্র গৃহহইতে বহির্গত হইল। তৎকালীন মাতা ভাবনা ও দুঃখ সাগরে মগ্না হইল, কেননা সে একাকী নির্জন স্থানস্থ কুটীরে থাকিল; বাহিরে অত্যন্ত বরফ বর্ষণ ও বায়ু বহন হইতেছিল, এবং সে জানিল যে আমার পুত্রের কোন বিপদ ঘটিয়াছে, আর সে ভাবিল, পাছে আমার স্বামী ও নষ্ট হয়, এবং অধম কুক্কুরের চতুরতায় মাত্রে তাহাদিগের উভয়ের প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা, কিন্তু সে ইহাও জানিত, বিধাতা অনুকূল হইলে ঐ বাকশক্তিরহিত জন্তুর দ্বারাও তাহাদিগের জীবন রক্ষা হইতে পারে। অপর সে কর জোড় করিয়া একান্ত মনে ঈশ্বরের নিকট

এই প্রার্থনা করিতে লাগিল, যে এই মহা বিপদ সময়ে আমাকে ত্যাগ করিও না।

কুক্কুর কিয়দ্দূর সোজা পথে যাইয়া যে স্থানে হেলবর্ট পর্ব্বতচূড়া হইতে নীচে পতিত হইয়াছিল, সেই পথে বাকিয়া চলিল। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে নামিবার সেই পথ অতি ভয়ানক, এই হেতু মালকল্ম হিমাবৃত বৃক্ষ শাখাদি অবলম্বন করত চলিতে লাগিল, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ সময়ে হিমপাত নিবৃত্তি হইয়াছিল, এবং মেঘ সকল দূরে যাইবাতে চন্দ্র কিরণে অন্ধকার বিনষ্ট হইল। অপর যে গর্ত্তে বালক পতিত হইয়াছিল, মালকল্ম তাহার নিকটস্থ পর্ব্বতোপরি যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে এবং চতুর্দ্দিগে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কিছু মাত্র দেখিতে ও শুনিতে পাইল না। পরে ঐ সাগ আরও নীচে নামিতে লাগিল, এবং মালকল্ম অত্যন্ত বিপদ সম্ভাবনা দেখিয়াও তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিতে নিশ্চয় করিল। গহ্বরের তলাপর্য্যন্ত যাইয়া কুক্কুর অতি কষ্টে হিমাবৃত এক শৈলখণ্ডের উপরে আসিয়া আঁচড়াইতে ও গোঁ২ শব্দ করিতে লাগিল। মালকল্ম তাহার পশ্চাৎ যাইয়া ইতস্তত অন্বেষণ করত আপন পুত্রের মৃতবৎ শরীর পাইয়া অতি শীঘ্র হিম ও রক্তেতে আর্দ্র তাহার অঙ্গরাখা ছিড়িয়া ফেলিয়া আপন বস্ত্রদ্বারা পুত্রকে আবৃত করিয়া স্কন্ধোপরি গ্রহণ করত বহুক্লেশে পুনর্ব্বার পর্ব্বতোপরি উঠিল। অনন্তর হেলবর্টকে আনিয়া তাহার মাতার শয্যায় শয়ন করাইয়া বিবিধ প্রকার চেষ্টা

দ্বারা তাহার ঐ ভয়ানক নিদ্রা ভাঙ্গাইল। সে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিল, এবং তাহার পায়ের গাঁইট সন্ধি-চ্যুত হইয়াছিল, কিন্তু কোন অঙ্গহীন হয় নাই। অপর বালক সজ্ঞান হইয়া আপন জননীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, ঈশ্বর ধন্য, ও মা, তুমি কি ঔষধ পাইয়াছ। যখন ঐ বালক গর্ত্তে পড়িয়াছিল, তখন সাগ তাহার পশ্চাৎ নীচে নামিয়াছিল, এবং হেলবর্ট হীনবল প্রযুক্ত বহুকষ্টে কবিরাজ দত্ত ঔষধ কুক্কুরের গলায় বান্ধিয়া দিয়া বাটী যাইতে শঙ্কেত করিয়াছিল।

বহুবৎসর হইল এই বিষয় ঘটিয়াছিল, এবং সাগ এক্ষণে বৃদ্ধ এবং পক্বকেশ হইয়াছে, কিন্তু সে অদ্যাপি আপন প্রভুকে পরিত্যাগ করে নাই; এবং ঐ হেলবর্ট এখন ইস্কাটলণ্ডের পর্ব্বতময় অঞ্চলে মেষপালকগণ মধ্যে অত্যন্ত রূপবান ও বিশ্বস্ত বলিয়া মান্য হইয়াছে।

---

৩২ সংখ্যা।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্তের শেষ ভাগ।

তৃতীয়। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের সার উপদেশ। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর কর্তৃক নিরূপিত এবং গ্রহণার্থে মনুষ্যদিগের নিকটে প্রকাশিত মুক্তির পথ হয়। অতএব যে ব্যক্তি সত্য খ্রীষ্টীয়ান সে মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

পাপ মনুষ্যের মনেতে আছে, এবং সংসারের সর্ব্বত্র

ব্যাপ্ত হইয়াছে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। শুদ্ধসত্ত্ব যে পরমেশ্বর তাঁহার অধর্ম্মকে ঘৃণা করা, এবং ন্যায় শাসনকর্ত্তা যে তিনি তাঁহার অধর্ম্মোপযুক্ত দণ্ড-নিরূপণ করা ও দমন করা উচিত, আমরা অধম প্রাণী হইলেও ইহা বলিতে পারি।

আমাদিগের কুস্বভাব অথবা কুকর্ম্ম দ্বারা যদি পরমেশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন হয়, তবে তাঁহার বিরুদ্ধে কৃত পাপের ক্ষমা কেবল তিনি করিতে পারেন, এবং এই পাপ ক্ষমা হইবে কি না ও কি রূপে ক্ষমা হইবে, তাহাও কেবল তিনি বলিতে পারেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পাপ মনুষ্যের শরীরে প্রবিষ্ট হওয়াতে মনুষ্যের স্বভাবের এমন ব্যতিক্রম হইয়াছে, যে পাপ করা তাহার স্বভাবও অভ্যাস হইয়াছে। তাহা হইলে তাহার এরূপ স্বভাবের নূতন সৃষ্টি হওন এবং কুঅভ্যাস সকল সমূলে উৎপাটিত হওন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পাপমতি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক আমাদের মনের নূতন সৃষ্টি কে করিতে পারে? যে ঈশ্বর আমাদের শরীরকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং যিনি উত্তমতার এক মাত্র উৎপত্তি স্থান, সেই ঈশ্বর পারেন, আর কেহ পারে নাই। এই কথাও আমরা সর্ব্ব প্রকারে যুক্তি ও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জানিয়া ধার্য্য করিয়াছি। অপর পাপের পরাক্রম এবং তজ্জন্য দণ্ডহইতে মুক্তি প্রাপ্ত হওন অত্যন্ত উপাদেয়, এই কথা প্রসঙ্গের ও আবশ্যক নাই। পরন্তু ইহাও সর্ব্বদা দেখা যাইতেছে, কুস্বভাব পরিত্যাগ ও পাপক্ষমা

প্রাপণের যে উপায় সমূহ মনুষ্যেরা কল্পনা ও পালন করিয়াছে, সে সকল বিফল হইয়াছে। ঐ উপায় সকল ঈশ্বর নিরূপিত ও তৎসম্মতি প্রাপ্ত না হওয়াতে প্রথমতই অযোগ্য দৃষ্ট হইল, যে হেতুক পাপ ক্ষমার উপায় স্থির করা কেবল ঈশ্বরের অধিকার। এবং ঐ উপায়ের ফল দেখিলেও অযোগ্য বোধ হয়, যেহেতু তাহার দ্বারা মনের নূতন সৃষ্টি হয় না, এবং পাপের শাস্তি নিবারণ অথবা তন্মূল ছেদনও হয় নাই।

কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে মুক্তির যে নিয়ম সে সর্ব্ব প্রকারে মনুষ্যের অবস্থার উপযুক্ত এবং যুক্তি ও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, ইহার প্রমাণ বলি।

প্রথমত। আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে কার্য্য করি, কল্পনা কিম্বা অনুমান অথবা পরীক্ষা দ্বারা ধর্ম্ম নিরূপণ করা আমাদিগের আবশ্যক নাই, কেননা ঈশ্বরের নিজ বাক্যেতেই আমরা অবলম্বন করি; যিশাইয়া ৪৫, অধ্যায়ের ২২ পদে লিখিত আছে, "হে পৃথিবীর অন্তস্থিত লোক সকল আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া পরিত্রাণ পাও"। যে ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ ক্ষমা করিতে পারে না, তিনিই কহিয়াছেন, যে আমি ক্ষমা করিব; এবং যে ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ ত্রাণ করিতে পারে না, তিনিই কহিয়াছেন, আমি ত্রাণ করিব; এবং যাঁহাকে আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি, তিনিই আমাদিগকে ফিরিয়া আসিতে ডাকিতেছেন। এই সকল জানিয়া প্রথমাবধি ভরসা জন্মে।

দ্বিতীয়ত। এই মুক্তির প্রধান এক নিয়ম অনুগ্রহ, এই

হেতু অযোগ্যপাত্র ও উপায়হীন যে আমরা আমাদের পক্ষে সেই নিয়ম অতি উপযুক্ত।

যোহন ৩ অধ্যায়ের ১৬ পদে কথিত আছে, "ঈশ্বর জগতের প্রতি এমন স্নেহ করিলেন, যে আপন অদ্বিতীয় পুত্রকে প্রদান করিলেন"; রুমীয় পত্রের ৫ অধ্যায়ের ১৮ পদে উক্ত আছে, "আমরা পাপী হইলেও আমাদের নিমিত্তে খ্রীষ্ট আপন প্রাণ দিলেন, তাহাতে ঈশ্বর আমাদের প্রতি প্রেম প্রকাশ করিলেন"; ইফিসীয় ২ অধ্যায়ে ৮ পদে লিখিত আছে, "যে তোমরা অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণ পাইয়াছ"। পাপি ব্যক্তি কখনই মুক্তি পাইবার যোগ্য নহে, এই নিমিত্তে ঐ নিয়মে অনুগ্রহ দ্বারা মুক্তি বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। অতএব পাপি ব্যক্তিই এই উপায় গ্রহণ করিয়া মুক্ত হইতে পারে, এবং মহাপাতকি কিম্বা অল্প পাতকি সকলেই অনুগ্রহ দ্বারা মুক্ত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ। এক জন মধ্যস্থ অর্থাৎ প্রভু য়ীশুখ্রীষ্ট এই অনুগ্রহ যোগান। তাহার নাম ত্রাণকর্ত্তা কেননা আমাদিগের ত্রাণ করণের পদ তিনি পাইয়াছেন। তিনি ঈশ্বরের পুত্র হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া মনুষ্যের পুত্র হইলেন। যে ঈশ্বরত্বের বিরুদ্ধে পাপ কৃত হইয়াছে, এবং যে মনুষ্যত্ব পাপ করিয়াছে সেই ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব উভয় পরমেশ্বরের অসীম জ্ঞান প্রভাবে খ্রীষ্টের শরীরে সংমিলিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা কি রূপে সম্পন্ন হইল, তাহা আমাদিগের বুদ্ধি গোচর নহে; কেননা ঈশ্বরের যে তত্ত্ব সে

অতি নিগূঢ়; ঈশ্বরের নিজ অস্তিত্ব আমাদের মনের অগম্য, তবে মনুষ্য শরীরে যে ঈশ্বর প্রকাশ হইয়াছে, তাহা কি প্রকার বোধগম্য হইবে। প্রভু য়ীশুখ্রীষ্ট মধ্যস্থ হইয়া পাপিদের বদলে মানব দেহেতে ঈশ্বরের লঙ্ঘিত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রূপ পালন করিয়া এব্যবস্থার সম্মান ও শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। এবং তিনি পাপিদের পরিবর্ত্তে মৃত্যু পর্য্যন্ত অতি কঠোর যাতনা ভোগ করিয়া মনুষ্যদের আজ্ঞালঙ্ঘনের ভয়ানক শাস্তি সহ্য করিলেন। এই রূপে অশেষ মহিমাযুক্ত এক প্রতিনিধির ধার্ম্মিকতা দ্বারা ঈশ্বরের মহিমাও রাজধর্ম্ম সুরক্ষিত হইল। এবং পাপ ছাড়িয়া ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়া যাইবার সময়ে অনুতাপি পাপি ব্যক্তি তাঁহার কাছে গ্রাহ্য হওনের দৃঢ় ভরসা পায়; যেহেতু মনুষ্যত্ব বিশিষ্ট ঈশ্বরপুত্রের বলিদান দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। এই রূপে ঈশ্বরের ধর্ম্মও থাকে এবং মধ্যস্থ য়ীশুকে বিশ্বাস করিয়াও ধর্ম্ম পাওয়া যায়। রূমীয় ৩ অধ্যায় ২৬ পদে লিখিত আছে, "ঈশ্বর স্বয়ং মধ্যস্থ স্বরূপ খ্রীষ্টেতে বিরাজমান হইয়া জগজ্জনের অপরাধ গণনা না করিয়া আপনার সহিত তাহাদের মিলন করিয়াছেন"; ২ করিন্থীয় ৫ অধ্যায় ১৯ পদে কথিত আছে, "য়ীশুখ্রীষ্ট এইক্ষণে স্বর্গে থাকিয়া মধ্যস্থের পদে নিযুক্ত আছেন। এবং ঈশ্বরত্ব বিশিষ্ট হওয়াতে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান হইয়া আপনার কাছে গমনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন"; এই হেতু লিখিত আছে; হিব্রু ৭, ২৫, "যাহারা তাঁহার দ্বারা ঈশ্বরের কাছে

যায়, তিনি তাহাদের নিমিত্তে নিবেদন করিতে সতত জীবিত থাকাতে সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে ত্রাণ করিতে সমর্থ হন"। এই বিষয় জ্ঞাত হওয়া অতি আহ্লাদ জনক বটে।

চতুর্থত। মুক্তির নিয়মরূপ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মেতে পুনর্জন্ম বিষয়ক আর এক মূল উপদেশ আছে। আমরা এই বিশ্বাস করি, ঈশ্বর যিনি প্রথমত মনুষ্যকে আপন আকারানুসারে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সৃষ্ট মনুষ্যেরা পতিত হইলেও তাহাদের উপরে সতত কর্তৃত্ব করেন, এবং যিনি আমাদিগের সৃষ্টি প্রথমত যেমন এক্ষণেও সেই রূপ নূতন সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি কৃপা করিয়া আপন পবিত্রাত্মাকে প্রেরণ পূর্ব্বক মনুষ্যের মনকে পাপরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া সৎকর্ম্ম করণার্থে তাহার পুনঃ সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের আত্মা আমাদিগকে নূতন এবং ঈশ্বরীয় জীবন প্রদান করেন, তদ্দ্বারা আমরা ঈশ্বরতুল্য পবিত্র স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ইষ্ট চেষ্টা করি, ও তাঁহার ব্যবস্থাতে সন্তুষ্ট হই, এবং তাঁহাতেই মনোনিবেশ দ্বারা সুখের প্রয়াস করি। পূর্ব্বে যেমন পাপকর্ম্ম করণ রূপ স্বভাব আমাদের ছিল, তেমন এখন ধর্ম্মকর্ম্ম করণের স্বভাব হইয়াছে। এই রূপ পুনর্জন্ম দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সত্য সন্তান হই, এবং ১ যোহন ৫,১৮, উক্তআছে, "যে কেহ ঈশ্বরজাত সে কখন পাপ করে না"। এই প্রকার মনের পরিবর্ত্তন হইলে আমরা সত্য খ্রীষ্টীয়ান হই। ২ করিন্থীয় ৫, ১৭ উক্ত আছে" কেহ যদি খ্রীষ্টাশ্রিত হয়,

তবে সে নূতন সৃষ্টি স্বরূপ হয়; দেখ সকল নূতন হইয়া উঠে"। যোহন ৩ অধ্যায় ৩ পদে উক্ত আছে, "আমি তোমাদিগকে অতি যথার্থ কহিতেছি পুনর্জন্ম না হইলে কোন মনুষ্য ঈশ্বরের রাজ্য দর্শন করিতে পারে না।"

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মেতে যে মুক্তির নিয়ম আছে, তাহার প্রসঙ্গ এখন কহিলাম। হে পাঠক, কি করিলে ত্রাণ পাওয়া যায়, ইহার অনুসন্ধান করিতে এবং পাপ ও পাপের দণ্ডহইতে পরিত্রাণ পাইতে যদি বাসনা কর, তবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর, তাহাতে অবশ্যই ত্রাণ পাইবা; প্রেরিত ১৬ অধ্যায়; ৩০, ৩১; "জগতের পাপ হরণকারী ঈশ্বরের মেষশাবক দেখ"; যোহন ১ অধ্যায় ২৯ পদ।

অথবা যদি আপন অন্তরস্থ পাপহইতে মুক্ত হইতে বাসনা কর, তবে পুনর্জন্ম প্রদানার্থে পবিত্রাত্মা বিষয়ক যে অঙ্গীকার তাহা গ্রাহ্য কর। এবং এইরূপ প্রার্থনা কর, হে পরমেশ্বর আমার মনের পবিত্রতা জন্মাও এবং আমার অন্তরে পুনর্ব্বার আত্মার স্থিরতা কর; ৫১ গীত ১০ পদ; এবং ঈশ্বরের সদাত্মার অধীন হও, কেননা তিনি "ঈশ্বরের অভিমতানুসারে আমাদিগের মনে সদিচ্ছাও জন্মান এবং সৎকর্ম্মও আমাদিগকে করান", ফিল ২ অধ্যায়, ৩ পদে।

এই রূপে পাপমুক্ত এবং পুনর্জাত হইয়া তুমি অনন্ত জীবনের অধিকারী এবং স্বর্গীয় বিভবের উপযুক্ত পাত্র হইবা।

চতুর্থতঃ। অবশেষে মনুষ্যের মনে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শক্তি বিষয়ে এই বক্তব্য, যে ইহাতে প্রকৃত সুখ জন্মে। আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি, পাপ ও পাপের ফলদ্বারা ইহ-লোকে মনুষ্যদের সুখ রোধ হইয়াছে। পাপদ্বারা আ-মরা পরমেশ্বরকে অসন্তুষ্ট করি, এবং পাপের ফল এই, যে আমরা আপনারা আপনাদের প্রতি বিরক্ত হই। কিন্তু খ্রীষ্টের পরিত্রাণ দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত এবং পাপের কর্ত্তৃত্বহইতে মুক্ত হওয়াতে আমাদের প্রকৃত সুখের সূত্রপাত হয়, এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম আমাদিগের মনেতে তেজবিশিষ্ট শক্তি স্বরূপ হইয়া নির্ম্মল সুখজনক হয়। সেই ধর্ম্ম শান্তিজনক হয়। যেহেতু রূমীয় ৫ অধ্যায় ১ পদে উক্ত আছে, "বিশ্বাস দ্বারা পুণ্যবান গণিত হওয়াতে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের মেল ও সান্ত্বনা হই-য়াছে।" অপর এই ধর্ম্ম আনন্দজনক হয়। যেহেতু ফিলি-পীয় ৪ অধ্যায় ৪ পদে উক্ত আছে, "তোমরা সর্ব্বদা প্রভুতে আনন্দিত হও, পুনর্ব্বার আমি কহি, আনন্দিত হও"; এবং ১ পিতর ১ অধ্যায় ৮ পদে উক্ত আছে, "তোমরা যীশু খ্রীষ্টকে না দেখিয়াও প্রেম করিতেছ; এবং এখন না দেখিয়া তাঁহাতে প্রত্যয় করিয়া অনির্ব্বচ-নীয় ও স্বর্গীয় আনন্দেতে আনন্দিত হও"। এই ধর্ম্ম ভরসাজনক হয়। যেহেতু রূমীয় ৫ অধ্যায় ২ পদে এবং হিব্রু ৬; ১৯, ২০ উক্ত আছে, "ঈশ্বরহইতে বিভব প্রা-প্তির প্রত্যাশাতে আনন্দ করিতেছি"। এবং "ঐ প্রত্যাশা

আমাদের মনের লঙ্গর স্বরূপ হইয়া যে স্থানে নিত্য মহা-যাজক যীশু আমাদের জন্যে অগ্রসর হইয়া প্রবেশ করিয়াছেন, সেই বিচ্ছেদ বস্ত্রের ওদিগে অর্থাৎ স্বর্গে লাগিয়া তাহা দৃঢ় রূপে স্থিরীকৃত থাকে”। এই ধর্ম্ম প্রেমজনক হয়। গালাতীয়, ৫; ৬ কথিত আছে, “বিশ্বাস প্রেম জন্মায়”। এবং ২ করিন্থীয় ৫; ১৪ উক্ত আছে “আমরা খ্রীষ্টের প্রেমেতে আকর্ষিত হই”; ১ যোহন ৪; ৭, ৮, উক্ত আছে, “হে প্রিয় লোকেরা আইস, আমরা পরস্পর প্রেম করি, কেননা প্রেম ঈশ্বর হইতে হয়, আর যে কেহ প্রেম করে, সে ঈশ্বর হইতে জাত হয় এবং ঈশ্বরকে জানে। যে জন প্রেমের তত্ত্ব জানে না সে ঈশ্বরের তত্ত্বও জানে না যেহেতু ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ”। এই ধর্ম্ম দীপ্তিজনক হয়। যেহেতু ২ করিন্থীয় ৪; ৬ উক্ত আছে, “যীশু খ্রীষ্টের মুখে প্রকাশ পাইতেছে, যে ঈশ্বরের মহিমা যুক্ত জ্ঞানজনক দীপ্তি তাহা তিনি আমাদের মনের মধ্যে প্রকাশ করিলেন। এই ধর্ম্ম সৎকর্ম্মজনক হয়। যেহেতু তীত ২; ১১, ১২, ১৩, ১৪ উক্ত অছে, “আমরা যেন অধর্ম্ম ও সাংসারিক অভিলাষ ত্যাগ করিয়া এই বর্ত্তমান সংসারে সুবিবেকী ও ন্যায্যবান্ ও ধার্ম্মিক হইয়া কালযাপন করি, এবং আমাদিগকে সমুদয় পাপহইতে মুক্ত করিতে এবং সৎক্রিয়াতে উদ্যুক্ত কোন বিশেষ লোকদিগকে পবিত্র করিতে আপনার প্রাণ দিলেন যে আমাদের মহান ঈশ্বর ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্ট তাঁহার আনন্দদায়ক প্রত্যাশিত তেজঃ প্রকাশ হওনের অপে-

ক্ষাতে থাকি, এই অভিপ্রায়েতে পরিত্রাণজনক ঈশ্বরের অনুগ্রহ সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যদের নিকটে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে শিক্ষা দেয়"। এই ধর্ম্ম ব্যগ্রতাজনক হয়। যেহেতু ফিলিপীয় ৩;৮,৯ উক্ত আছে, "আমি আপন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক উত্তম জ্ঞান পাইবার জন্যে সমস্তই ক্ষতিমাত্র জ্ঞান করি, এবং আমি যেন কোন ক্রমে খ্রীষ্টকে পাইয়া তাঁহার দ্বারা গ্রাহ্য হই, এই নিমিত্তে ক্ষতি স্বীকার করিয়া সেই সমস্ত লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করি"। এই ধর্ম্ম সাধুসঙ্গজনক হয়। যেহেতু ইব্রীয় ১২;২২,২৩,২৪ কথিত আছে; "সীয়োন পর্ব্বত ও অমর ঈশ্বরের নগর অর্থাৎ স্বর্গীয় যিরূশালম ও অযুৎ২ দিব্য দূত ও স্বর্গেতে লিখিত প্রথম জাতদের মহাসভা ও মণ্ডলী ও জগতের বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর ও সিদ্ধ লোকদের আত্মাগণ ও নূতন নিয়মের মধ্যস্থ যীশু এবং হাবিলের রক্তাপেক্ষা মঙ্গলদায়ক প্রোক্ষণের রক্ত এই সকলের নিকটে তোমরা আসিয়া থাক"। এই ধর্ম্ম ভরসাজনক হয়। যেহেতু ২ তিমথী ১;১২ উক্ত আছে, "আমি যাঁহার আশ্রিত তাঁহাকে জানি, এবং তাঁহার হস্তে আমার যাহা গচ্ছিত আছে তাহা তিনি সেই দিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারেন"। এই ধর্ম্ম জয়জনক হয়। যেহেতু রূমীয় ৮;৩৮,৩৯ উক্ত আছে, "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টে ঈশ্বরের যে প্রেম তাহা হইতে মৃত্যু বা জীবন, দিব্য দূত বা প্রধান বলবান ভূত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ, উচ্চপদ বা নীচপদ, আর

কোন সৃষ্ট বিষয় আমাদিগের বিচ্ছেদ করিতে পারে না, আমার এমন দৃঢ় বিশ্বাস আছে"। এই ধর্ম্ম বিভব জনক হয়। যেহেতু ১ যোহন ৩; ১, ২ উক্ত আছে, "দেখ, আমরা ঈশ্বরের পুত্ররূপে বিখ্যাত হইতেছি, ইহাতে পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু জগতের লোকেরা তাঁহাকে জানে নাই, এ জন্যে আমাদিগকেও জানে না; হে প্রিয়গণ, এক্ষণে আমরা ঈশ্বরের পুত্র আছি, কিন্তু পশ্চাৎ কি হইব, তাহা ব্যক্ত হয় নাই, তথাচ তাঁহার প্রকাশিত হওন সময়ে তাঁহার সদৃশ হইব, ইহা আমরা জানি, কেননা তিনি যেমন আছেন, তেমনি তাঁহাকে দর্শন করিব"। অপর যোহনের প্রতি প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য ১; ৬ উক্ত আছে, "যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়া আপন রক্তদ্বারা পাপ হইতে প্রক্ষালন করিয়া আপন পিতা ঈশ্বরের নিকটে রাজা ও যাজকরূপে সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার মহিমা ও পরাক্রম সর্ব্বদা প্রকাশিত হউক, আমেন"।

অবশেষে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এমন স্বভাব ও মতি জন্মায় যে তদবলম্বিরা যাবজ্জীবন অনুগ্রহ ও মৃদুতা প্রকাশ করিয়া এই সুখজনক ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিতে অন্যান্য লোককে আহ্বান করে। যেহেতু ১ যোহন ১; ৩ উক্ত আছে, "আমাদিগের সহিত তোমাদের যেন মিত্রতা হয়, এই জন্যে যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহাই তোমাদিগকে জানাইতেছি, কেননা পিতা ও তাঁহার পুত্র

যীশু খ্রীষ্টের সহিত আমাদের নিতান্ত মিত্রতা আছে"। এবং ২ করিন্থীয় ৫; ২০ উক্ত আছে, "অতএব আমরা খ্রীষ্টের নিমিত্তে দূতের কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছি, এবং ঈশ্বর আমাদের দ্বারা তোমাদিগকে সাধ্যসাধনা করিলে আমরা খ্রীষ্টের নিমিত্তে তোমাদিগকে এই বিনয় করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও"। পরন্তু প্রকাশিত বাক্য ২২; ১৭ কথিত আছে, "আত্মা এবং কন্যা কহিতেছেন, আইস, এবং যে শ্রবণ করে, সে বলুক, আইস, এবং যে জন তৃষ্ণার্ত্ত হয়, সে আসুক, এবং যে কেহ ইচ্ছা করে, সে বিনামূল্যে অমৃত জল গ্রহণ করুক"।

যাহারা এই সকল কথা পাঠ করিবে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহেতে তাহাদের মনেতে সত্যতার প্রতি বিশ্বাস জন্মুক। এবং তাহারা তাঁহার নিকট আকৃষ্ট ও সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত এবং মনোমধ্যে ঐশ্বরিক জীবন রূপ যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম তদ্বিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ হউক। সত্য ২, হে প্রভো যীশু, এইরূপ হউক, আর এখন পাঠক সকল নম্র হইয়া হাঁটু গাড়ুক ও আপন জ্ঞানচক্ষু স্বর্গের দিগে উঠাইয়া বলুক, হাঁ, প্রভো যীশু, এই রূপ হউক।

ওহে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট জীবে মুক্তিদাতা।
মহিমা অপার তব তুমি বিশ্বপাতা॥
নরগণে মোক্ষপদ করেছ প্রদান।
পবিত্র ধর্ম্ম পুস্তকে লিখেছ বিধান॥

ভূমণ্ডলে যদি করি সর্ব্বত্র ভ্রমণ।
দিক দিগন্তরে যদি করি অন্বেষণ॥
কোথাওনা পাব হেন ধর্ম্ম অনুপম।
মুক্তিতত্ত্বজ্ঞানদানে অতি নিরুপম॥
ভয়ে সকম্পিত চিত্ত হয়্যা পাপিগণ।
বৃথা করে বিশ্রামের স্থল অন্বেষণ॥
উদ্দেশ না পায়্যা অতি নিরাশ হয় মন।
যীশু বিনা অন্যে দুঃখ কে করে মোচন॥
প্রভু তব উক্তি সব বিরোধ বিহীন।
নিয়ম আদেশ সব শুভ সমিচীন॥
তব অঙ্গীকার সব অতি দৃঢ়তর।
তাহাতে ভরসা রাখি সুখী হয় নর॥
খলমতি লোক সব করি কুমন্ত্রণা।
যদি ধর্ম্ম ভক্তি নাশে করয়ে কামনা॥
সে সকল কথা আমি করি হেয়জ্ঞান।
খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সদা করি হৃদয়ে নিধান॥

---

৩৩ সংখ্যা।

সূর্য্যবিষয়ক বিবরণ।

যে লক্ষ২ তারাতে গগণমণ্ডল সুশোভিত হয়, তন্মধ্যে সূর্য্যও গণিত। সূর্য্য একটা তারা আছে, এবং তারা সমূহ সূর্য্য আছে, এই হেতু কোন কবি বলিয়াছে যথা।

দিনে এক দিনমণি হয় দরশন।
রাত্রে কোটি ২ সূর্য্যে শোভয়ে গগণ॥

সূর্য্য অতি ক্ষুদ্র এক তারা আছে, কিন্তু অন্যান্য তারাপেক্ষা সূর্য্য পৃথিবীর অতি নিকটবর্ত্তী, এই প্রযুক্তই পৃথিবী হইতে দৃষ্ট হইলে সূর্য্য তারা সমূহাপেক্ষা বৃহত্তর বোধ হয়। সূর্য্য চন্দ্রাপেক্ষা ও বৃহৎ দৃষ্ট হয়, এবং লক্ষ২ গুণে বৃহত্তরও বটে। সূর্য্য চন্দ্রাপেক্ষা পৃথিবী হইতে অধিক দূরে আছে, কিন্তু তারাগণ যত দূর এত দূর নয়। সূর্য্য আপন অধীন গ্রহগণকে আলোক ও উত্তাপ প্রদান করে। এই গ্রহগণের বিবরণ পরে বলিব। সূর্য্য যদি না থাকিত, তবে পৃথিবী তারাগণের অত্যল্প আলোক মাত্র প্রাপ্তে প্রায় অন্ধকারময় হইত, দিবস কদাচ হইত না, কেবল অনবরত রাত্রিই থাকিত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতু কদাচ হইত না, চিরকাল শীতের প্রভাব হইত, জলস্রোত সকল শীত প্রযুক্ত নিত্য জমাট হইয়া থাকিত, ভূমিতে তৃণাদি জন্মিত না, এবং তাবৎ বৃক্ষ মরিয়া যাইত ও ফল পুষ্প সমূহের ধ্বংস হইত, পৃথিবী বরফ ও হিমেতে সম্যক রূপে আবৃতা হইত, জীবজন্তু সমূহ ক্ষুধার্ত্ত ও শীতার্ত্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিত, এইরূপে চতুর্দ্দিকে উচ্ছেদ ও বিনাশমাত্র হইত, ও ভূমণ্ডলের মধ্যে কোন পুষ্প প্রস্ফুটিত এবং কোন জন্তু জীবনবিশিষ্ট থাকিত না। আর পৃথিবীর যে রূপ ঘটনা হইত, চন্দ্রেতেও সেই রূপ ঘটিত। চন্দ্র. সূর্য্য অথবা পৃথিবী হইতে আলোক পাইত না; এই হেতু পৃথিবী যেমত সূর্য্যের আলোকে

বঞ্চিত হইত, তদ্রূপ চন্দ্র হইতেও দীপ্তি প্রাপ্ত হইত না। জ্যোৎস্না রাত্রি কখন হইত না, এবং চন্দ্রের তিথ্যাদির পরিবর্ত্ত হইত না।

সূর্য্য স্বস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলে দীপ্তি ও উত্তাপ অভাবে এই ২ ভয়ানক ঘটনা উপস্থিত হইত। প্রাতঃকালে কিবা মনোহর রূপ ধারণ করিয়া দিনপতি পূর্ব্ব দিগে উদিত হয়। রাত্রিশেষ হইলে পরে সূর্য্যের পুনরাগমনে পক্ষিগণ কিবা আনন্দিত হয়। সূর্য্যকিরণ প্রভাবে শীতান্ত সময়ে বরফ সকল গলিয়া গেলে নব বসন্তাগমে পুষ্প পল্লবাদি কিবা নবীন ও প্রফুল্ল দৃষ্ট হয়। ক্ষেত্রাদি কিবা অপূর্ব্ব নীল বসনাবৃত প্রায় দৃষ্ট হয়, এবং কিবা মন্দ ২ সুগন্ধ সমীরণ গমনাগমন করে।

সূর্য্য আকাশস্থ সমস্ত নক্ষত্র অপেক্ষা অতি আশ্চর্য্য। তাহা অতিবৃহৎ গোলাকার। গ্রহসমূহ একত্রীকৃত হইলেও সে সকলাপেক্ষা বৃহত্তর। ইহার মধ্য দিয়া পরিমাণ ৪৪১৬০৮ ক্রোশ, এবং বেষ্টন প্রায় ১৩৫০০০০ ক্রোশ। সে পৃথিবী অপেক্ষা ১৩৮০০০০ গুণে বৃহৎ। এই বৃহদাকার সূর্য্য আপন অধীন গ্রহগণের মধ্যস্থানে স্থিতি করে, অর্থাৎ তাহার চতুর্দ্দিকে গ্রহগণ চক্রবৎ গতিতে বেষ্টন করে এবং তাহাহইতে আলোক ও উত্তাপ পায়।

সূর্য্যের গোলাকারত্ব ও কঠিনত্ব বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না, এবং বোধ হয়, চন্দ্রের ন্যায় তাহার গাত্রে উচ্চনীচতা আছে। তাহা কোন উজ্জ্বল দ্রব্যেতে

আবৃত, এই হেতু এতদ্রূপ তেজস্বী দৃষ্ট হয়। কখন২ উপরে উক্ত উজ্জ্বল দ্রব্যের আবরণ এক স্থানে ছিন্ন প্রায় হয়, এবং তৎকালীন দুর্বিন সহকারে ঐ ছিদ্র দিয়া সূর্য্যের অন্ধকারময় শরীর দৃষ্ট হয়। সেই সকল ছিদ্র সূর্য্যের কলঙ্করূপে বিদিত আছে। কখন২ সেই সকল ছিদ্র কেবল চক্ষুতে দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু অন্য সময়ে দুর্বিন ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না।

সূর্য্য হইতে মনুষ্যেরা যে সমস্ত উপকার পায়, তাহার বিবরণ কহিতে গেলে পুস্তকের বাহুল্য হয়। কেবল এই কথা বলি, আমাদিগের সুস্থতা ও সুখ সমূহ দিবাকর হইতেই উৎপন্ন হয়, এবং তাহার বিরহে জীবন ধারণ দুঃসাধ্য। সূর্য্য এমত বিবিধ প্রকার সুখপ্রদায়ক হয়, যে কোন২ জাতিরা সর্ব্বশুভাকর বলিয়া তাহাকে দেবতা রূপে পূজা করিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর জগতস্থ জীবসমূহের উপকারার্থে এই সূর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন, বরং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক ধন্যবাদ করা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষের উত্তর দিকস্থ সাতাইশ হাজার ফুট সাগর হইতে উচ্চ যে হিমালয় পর্ব্বতের শৃঙ্গ, তাহার উপর বায়ু অত্যন্ত পাতলা ও লঘু, এবং থের্মমেটর নামক উত্তাপ নিরূপক যন্ত্র দ্বারা স্থির করা গিয়াছে, যে সেখানে সূর্য্য কিরণ ও উষ্ণতা বিহীন। এই পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল সর্ব্বদা হিমেতে আকীর্ণ থাকাতে ঐ পর্ব্বতের নাম হিমালয় হইয়াছে।

অন্য স্থানে ও সাগর অথবা নিম্নভূমি হইতে অত্যন্ত উচ্চ যে পর্ব্বত সকল, অর্থাৎ আমেরিকা খণ্ডস্থ এণ্ডেস্ ও আফ্রিকা খণ্ডস্থ কাং ও সুইজরলেণ্ড দেশস্থ এলপেস্ নামক পর্ব্বতচয় এবং ইহাদিগের অপেক্ষা নীচ যে গিরি সকল, তাহাতে যত ঊর্দ্ধে উঠা যায়, ততই বায়ু শীতল বোধ হয়, এবং অবশেষে কেবল রাশি২ হিম ও শিশির দৃষ্ট হয়।

যে বলুন অর্থাৎ শূন্যগমনযন্ত্রের বিবরণ পূর্ব্বে তোমাদিগকে অবগত করিয়াছি, তদ্দারা আকাশ মার্গে উঠিলেও এই রূপ বোধ হয়, অর্থাৎ সাগর ও নিম্নভূমির নিকটবর্ত্তী ঘন বায়ু পরিত্যাগ করিয়া যত ঊর্দ্ধে উঠা যায়, ততই বায়ু শীতল এবং সূর্য্যকিরণের অল্প উষ্ণতা বোধ হয়।

কিন্তু পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্রস্থ দেশে এবং ঘন ও নিবিড় বায়ু বিশিষ্ট অন্যান্য দেশে ইহার বিপরীত দৃষ্ট হয়, কেননা সেখানে চিরকাল প্রস্তরবৎ কঠিন যে রাশি২ হিম আছে, তাহার উপরে যদি কেহ গ্রীষ্মকালে যায়, তবে সূর্য্যকিরণের উত্তাপে প্রায় দগ্ধ হয়। অতএব পৃথিবী বেষ্টনকারি বায়ুতেই উষ্ণতা জন্মে, এবং সূর্য্যকে উত্তাপের জন্মস্থান বলা অযুক্ত।

কিন্তু, হে পাঠকগণ, রৌদ্রের অভাবে কখন২ উত্তাপ হয়, ইহা জানিয়াও জগতীস্থ তাবৎ লোক চিরকালাবধি এই বিবেচনা করিয়া আসিতেছে, এবং আমাদেরও এই বোধ ছিল, রৌদ্রেতে যে উত্তাপ হয়,

তাহা আলোর সহিত সূর্য্য হইতে আইসে, অর্থাৎ সূর্য্যের আলোক অগ্নির আলোকের সমান, এবং সূর্য্য এক অগ্নি অথবা অগ্নিময় গোল বস্তু, এবং সূর্য্য যদি অগ্নি হয়,তবে সে জ্বলিতে২ কালক্রমে নির্ব্বাণ হইবেক, এবং ইহার উত্তাপের শমতাও হ্রাস হইবেক, অর্থাৎ সূর্য্য এক প্রকার প্রজ্বলিত বস্তু হওয়াতে জ্বলিতে২ অবশেষে অবশ্যই দগ্ধ হইয়া যাইবেক।

কিন্তু এখন তোমাদের স্পষ্ট বোধ হইবেক, এই সকল কথা যদি সত্য হয়, তবে আমি যাহা পূর্ব্বে কহিয়াছি, তাহার বিপরীত ঘটনা প্রত্যক্ষ হইত। দেখ, অগ্নির যত নিকটে গমন করা যায়, ততই উত্তাপাধিক্য বোধ হয়, কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইতেছে, আমরা যত সূর্য্যের সমীপে গমন করি, অর্থাৎ পৃথিবীর নিম্নভূমি হইতে রৌদ্রসময়েতেও যত দূরে পর্ব্বতের উপরে যাই, ততই শীতল বোধ হয়।

সূর্য্য আলোক প্রদান করে, ও সে অত্যন্ত উজ্জ্বল ও তেজস্বী বস্তু, এবং যে কোন প্রকারে হউক, ইহারই কিরণ দ্বারা বায়ুস্থ সেই উত্তাপ উৎপন্ন হয়। এই কিরণ বায়ুর ন্যূনাধিক ঘনতানুসারে ন্যূনাধিক উত্তাপ জন্মায়। উক্ত বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সূর্য্য তেজস্বী হই-লেও অগ্নিময় নহে, এবং উজ্জ্বল হইলেও অগ্নি নহে। সূর্য্য অগ্নিময় গোল বস্তু নহে, এবং কালক্রমে তাহার দগ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এবং ইহাতে উত্তাপ এবং উত্তাপজনক ক্ষয়ণীয় কোন দ্রব্যও নাই।

বস্তুতঃ এক্ষণে কোন২ পণ্ডিত অনুভব করেন, ইলেকট্রিজিটিদ্বারাই সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ উভয় উৎপন্ন হয়। এই ইলেকট্রিজিটি কি, তাহা তোমাকে পশ্চাৎ শিখাইব।

৩৪ সংখ্যা

মুসলমানদিগের পরাক্রমের উৎপত্তির বিবরণ।

খ্রীষ্টের জন্মসময়ের পাঁচশত উনসত্তরি বৎসর পরে রেড্‌সি নামক সমুদ্রের পূর্ব্বতীরস্থ মক্কা নগরেতে মহম্মদ জন্মিয়াছিল। ঐ নগর অরবিয়া দেশের অন্তঃপাতী এবং কলিকাতার পশ্চিম ষোলশত পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তর। মহম্মদ রাজবংশে জন্মে নাই, এবং সে পৈতৃক ধনের মধ্যে পাঁচটি উট ও এক দাসী এই মাত্র পাইয়াছিল। সে চল্লিশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্তা রূপে প্রকাশ করত মক্কা নগরস্থ লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল, এবং সে কোরান নামক ধর্ম্মপুস্তক ক্রমে২ রচনা করিয়া প্রচার করিল, এই পুস্তক স্বর্গহইতে পাইয়াছি। তাহার শিষ্যদিগের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাহার দেশের লোকেরা ততই তাহাকে নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহাতে অধিক লোক তাহার মতাবলম্বি হইল। এই রূপে সে লোকসকলকে আপন রচিত

ধর্ম্মের উপদেশ ক্রমাগত তের বৎসর পর্য্যন্ত প্রদান করিল। অনন্তর তাহার শত্রুগণ তাহাকে নষ্ট করিতে পরামর্শ করাতে তাহার বন্ধুরা ইহা জানিয়া তাহাকে মদিনা নগরে লইয়া গেল। মহম্মদ যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ছয় শত বাইশ বৎসর পরে ঐ নগরে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিল। তাহার পলায়ন হিজিরা নামে খ্যাত আছে, এবং ঐ সময়াবধি মুসলমানেরা আপনাদিগের শক নিরূপণ করিয়াছে।

মহম্মদ মদিনা নগরে পৌঁহুছিয়া তত্রস্থ লোক সকলের সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া আপন শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল, এবং এই কথা প্রচার করিল, যে ঈশ্বর আমাকে খড়্গদ্বারা আপন ধর্ম্ম স্থাপন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। অপর সে আরব ও যিহূদিদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইল, এবং শেষে কনষ্টাণ্টিনোপল নগরের রাজাধিরাজের সহিত সংগ্রাম করিয়া সিরিয়া প্রদেশ অধিকার করিতে সচেষ্ট হইল, কিন্তু তাহার এ চেষ্টা নিষ্ফল হইল। সেই কালে সে অত্যন্ত প্রতাপান্বিত হইয়াছিল, এবং তাহার বহুসংখ্য সৈন্য তাহাকে সেনাধিপতি করিয়া মানিত, তাহা কেবল নয়, স্বর্গ হইতে প্রেরিত ভবিষ্যদ্বক্তা রূপেও তাহার পূজা করিত, এবং আপনাদের নূতন ধর্ম্ম প্রচার করণার্থে অত্যন্ত উৎসাহান্বিত হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার শিষ্যগণের এমত সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল, যে সে মহাতীর্থ রূপ মান্য যে মক্কানগর তাহাতে আপনার অনুগত এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার

যাত্রী লইয়া গিয়াছিল। ত্রিষষ্টি বৎসর বয়সে সে মেক্কা-নগরেতে আপন বন্ধুগণের সম্মুখে খ্রীষ্টীয় শকের ছয় শত বত্রিশ সালে প্রাণত্যাগ করিল। সে যে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিল, তাহা মুসলমান ধর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত আছে। এই ধর্ম্ম তাহার জন্মের পূর্ব্বে ছিল না।

তাহার মৃত্যুর পর আবুবেকর এবং ওমার ও ওথমান নামক তাহার তিন জন শিষ্য ক্রমেতে রাজসিংহাসনারূঢ় হইয়া মেক্কানগরেতে রাজত্ব করিল। ওথমান হত হইলে পরে মহম্মদের ফতিমা নামিকা কন্যার স্বামী আলি রাজ্যাভিষিক্ত হইল। মহম্মদের মৃত্যুর পরেই আবুবেকরের পূর্ব্বে মুসলমানেরা আলিকে রাজদণ্ড প্রদান করণার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করে নাই। ওথমানের মৃত্যুর পর তাহারা তাহাকে বল পূর্ব্বক সিংহাসনোপবিষ্ট করাইল। তৎকালীন মোয়াইয়া নামক এক জন পরাক্রমী সেনাধ্যক্ষ রাজদণ্ড প্রাপণার্থ বিবিধ চেষ্টা করিয়া আশি হাজার আরব সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক আলির সহিত এক শত চৌদ্দ দিবস পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিল। এই বিরোধি সৈন্যদল নব্বই বার পরস্পর যুদ্ধ করিল, এবং তাহাতে উভয় দলস্থ সত্তরি সহস্র মুসলমান বিনাশিত হইল। অবশেষে আলি জয়যুক্ত হইল, কিন্তু শত্রুপক্ষীয় এক ব্যক্তি তাহাকে বিনাশ করিতে স্থির করিয়া বিষাক্ত এক অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিল, এবং যখন আলি কফার মন্দিরে ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত ছিল, তৎকালীন সে ব্যক্তি তাহার হৃদয়ে

অস্ত্র বিদ্ধ করিয়া সংহার করিল। আলি মৃত্যুকালীন ত্রিষষ্টি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

তাহার মৃত্যুর পরে মুসলমানেরা হাসন নামক তাহার পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল, কিন্তু মুসলমানদিগের রাজ্যের অধিকাংশ লোক মোয়াইয়াদিগের অধিকারে ছিল। মোয়াইয়ার পুত্র ইজ্জেদ হাসনের স্ত্রীকে কুমন্ত্রণা দিয়া আপন স্বামিকে গরল ভক্ষণ করাইতে প্রবর্ত্ত করাইল; তাহাতে হাসন নষ্ট হইল।

ইহার মধ্যে মোয়াইয়ার মৃত্যু হইবাতে তাহার পুত্র ইজ্জেদ বিবিধ প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিতে লাগিল। তাহাতে এক লক্ষ চল্লিশ সহস্র মুসলমানেরা এক বাক্য হইয়া আলির অবশিষ্ট পুত্র হোসেনকে সিংহাসনোপবিষ্ট করাইল। কিন্তু কিছু দিন পরে তাহারা তাহার রাজ্য হীনবল বুঝিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অপর আবদুল্লা নামক এক জন ইজ্জেদের সেনাধ্যক্ষ হোসেনকে সৈন্য দ্বারা ঘেরিয়া ধরিয়া আনিতে আজ্ঞা দিল। হোসেনের সমভিব্যাহারে কেবল সত্তর জন সৈন্য ছিল। তাহারা উপস্থিত বিপদ দেখিয়া মরণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করণে প্রতিজ্ঞা করিল। পরে আপনাদিগের শিবিরের চতুর্দ্দিগে এক গড়খাই করিয়া শত্রুদিগের সহিত সংগ্রামার্থ সুসজ্জিত হইয়া থাকিল। এমত সময়ে আবদুল্লার দলস্থ হাড়ো নামক এক জন সেনাপতি ত্রিশ জন যোদ্ধা সঙ্গে লইয়া হোসেনের পক্ষে গেল। শতাধিক সংখ্যক এই ক্ষুদ্র যোদ্ধার দল প্রাণপণে সংগ্রাম করত

একে২ সকলেই বিনাশিত হইল। কেবল হোসেন এবং তাহার ভগ্নী অবশিষ্ট থাকিল। ইতিমধ্যে হোসেন আপন তাম্বুর দ্বারে বসিয়া এক বাটী জল মুখে তুলিতেছিল, এমত কালীন শত্রুপক্ষীয় এক জন তাহাকে শরাঘাতে বিদ্ধ করিল। পরে বিপক্ষ দল তাহাকে ঘেরিল। কিন্তু হোসেন হস্তে অশী ধরিয়া একাকী এমত সমর করিল, যে তাহাদের কেহই তাহার সম্মুখে স্থির হইতে শক্ত হইল না। অবশেষে শত্রুগণ তাহাকে একেবারে আক্রমণ করিবায় হোসেন তেত্রিশবার অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়া পরাজিত হইল। অনন্তর হোসেনের দেহ আবদুল্লার সমীপে আনীত হইলে আবদুল্লা তাহার মুখে প্রহার করিল। তদ্দৃষ্টে এক জন বৃদ্ধ যোদ্ধা কহিল, হায় ২ পবিত্র ভবিষ্যদ্বক্তাকে কতবার ঐ মুখে চুম্বন করিতে দেখিয়াছি। ঐ সময়াবধি মুসলমানেরা দুই দলে বিভক্ত হইল; তাহার এক দল আবুবেকর এবং ওমার ও ওথমানকে মান্য করে, এবং অন্য দল উহাদিগকে হেয়জ্ঞান করিয়া আলি এবং তাহার দুই পুত্র হাসন ও হোসেনকে অত্যন্ত ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করে।

মহম্মদের মৃত্যুর পর তেইশ বৎসরের মধ্যে মুসলমানেরা আরব, পারস্ব, সিরিয়া ও মিসর দেশ জয় করিল। সেই২ দেশের লোকেরা প্রায় তাবতেই মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। আলির মৃত্যুর পর মহম্মদের বংশজাত আর কেহই কখন সিংহাসনারূঢ় হয় নাই। কিন্তু তাহার বংশজাত লোক বহু

সংখ্যক ও অতি মান্য অদ্যাপি আছে। আরবদেশে তাহারা সরিফ, ও তুরকিদেশে আমির এবং পারস্ব ও আফ্রিকাদেশে এবং ভারতবর্ষে সৈয়দ বলিয়া বিখ্যাত আছে।

হোসেনের মৃত্যুর পর মোয়াইয়ার সন্তানেরা মুসলমানদিগের রাজ্যাধিপতি হইল। এবং মহম্মদের মৃত্যুর পর একশত বৎসরের মধ্যে মুসলমানেরা স্পেন এবং ইউরোপের অন্যান্য কএক প্রদেশ জয় করিল। তাহারা ফ্রান্সদেশে প্রবেশানন্তর তাহার অর্দ্ধেক দেশ অধিকার করিল। কিন্তু চার্লস মার্টেল নামক এক সেনাপতি তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া তথাহইতে তাড়াইয়া দিল। যদি যে ব্যক্তি তাহাদিগকে পরাভব করিতে শক্ত না হইত, তবে বোধ হয় তাহারা সমস্ত ইউরোপ দেশ অধিকার করিত।

সেই কালে মুসলমানদিগের রাজ্য তিন অংশে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশ স্পেন দেশ, দ্বিতীয় অংশ আফ্রিকা ও তদন্তঃপাতি মিসরদেশ, তৃতীয় অংশের রাজধানী বগদাদ নগর; এই অংশের মধ্যে পারস্ব সিরিয়া প্রভৃতি দেশ ছিল। এই তিন অংশে যে২ ঘটনা হইয়াছিল, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ কহি।

মুসলমানদিগের স্পেনদেশে রাজত্বের বিষয়।

খ্রীষ্টের জন্মের সাতশত পঞ্চাশ বৎসর পরে মুসলমানেরা স্পেন দেশ জয় করিল, এবং তাহারা সাত

শত ব্যালিশ বৎসর অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় শকের চৌদ্দশত নিরানব্বই বৎসর পর্য্যন্ত তাহা ভোগ করিল। ঐ বৎসরে স্পেনদেশের রাণীর সাহায্য দ্বারা আমেরিকা দেশ প্রকাশিত হইল। মুসলমানেরা স্পেনদেশের রাজত্ব চ্যুত হওনের পরে একশত বৎসর তথায় বাস করিল। পরে তত্রস্থ রাজা মুসলমান ধর্ম্ম নাশার্থে যত চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা বিফল দেখিয়া সকল মুসলমানদিগকে দেশ ত্যাগ করিতে আজ্ঞা দিল। এবং তাহাদিগকে স্ত্রীপুত্র সহিত জাহাজে আরোহণ করাইয়া আফ্রীকাদেশে প্রেরণ করিল। তাহারা তথায় পলায়িত লোকের ন্যায় ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া অরণ্যবাসি আরবদিগের হস্তগত হইয়া প্রায় সকলি বিনাশিত হইল। এই রূপে মুসলমানদিগের স্পেনদেশে রাজত্ব বিনষ্ট হইল। ঐ দেশ যত কাল তাহাদিগের অধিকারে ছিল, ততকাল অত্যন্ত উন্নতি বিশিষ্ট ছিল। বিদ্যা ও শাস্ত্রালোচনা ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রায় লুপ্ত হইলেও কেবল এই স্থানে অত্যন্ত প্রবল ছিল। স্পেনদেশস্থ মুসলমানেরা ভূগোল ও খগোল শাস্ত্রালোচনাতে অতি খ্যাত ছিল। প্রধান২ গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এবং ঐ রাজ্যে আশীটা বৃহৎ ও ঐশ্বর্য্যশালী নগর এবং তিনশত ক্ষুদ্র নগর ছিল। এবং বিবিধ প্রকার বাণিজ্য দ্বারা ঐ রাজ্যে অত্যন্ত ধন সঞ্চয় হইয়াছিল। এবং তথাকার রাজকর পাঁচ কোটি মুদ্রা ছিল। মুসলমান রাজারা অন্যান্য দেশে প্রজাদের প্রতি যেরূপ

নিগ্রহ করে, স্পেন দেশে তদ্রূপ করিত না। অন্যান্য দেশের রাজারা কেবল আপনার উন্নতি চেষ্টা করিত, কিন্তু এই দেশের রাজারা প্রজাদিগের সুখও সম্পত্তি ও উন্নতির চেষ্টা করিত।

মুসলমানদিগের আফ্রিকা দেশীয় রাজত্বের বিবরণ।

আফ্রিকা খণ্ডের উত্তরাংশ মাত্র মুসলমানদিগের অধিকার হইয়াছিল। তাহাদিগের রাজ্য ভূমধ্যস্থ সাগরের দক্ষিণ তীরে বিস্তৃত ছিল। এতদ্দেশস্থ রাজগণ পরস্পর নানা বিবাদ বিসম্বাদে সতত নিযুক্ত থাকিত, এবং তাহাদিগের মধ্যে যে সকল রাজপরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তদ্দর্শনে কেবল পাঠকবর্গের শ্রান্তি হইত। তুরকি জাতিরা ১৫১৭ শকে মিশর দেশ জয় করিয়া তদবধি অনেক দিন পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করিল; সম্প্রতি রাজ্য চ্যুত হইয়াছে। অন্যান্য আফ্রিকা দেশস্থ মুসলমান রাজারা পূর্ব্বাপর স্বাধীন রূপে রাজত্ব করে। কিন্তু তাহাদিগের অন্যায় ও অবিচার সর্ব্বত্র বিদিত আছে।

বগ্দাদ নগরে মুসলমানদিগের সাম্রাজ্য বিষয়ক বিবরণ।

মহম্মদের মৃত্যুর পর মুসলমানেরা বগ্দাদ নগরে ও তৎচতুর্দিকস্থ দেশ সমূহে পাঁচশত বৎসরাবধি রাজত্ব

করিল। ১২৫৮ শকে এই রাজ্য জঙ্গিশ খাঁর পৌত্র কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। এবং ১৫১৭ শকে তুরকি জাতিরা ইহা অধিকার করে। তদনন্তর ঐ দেশে নানা রাজপরিবর্ত্তন হইয়াছিল, এবং ইহা এইক্ষণে পারস্য জাতিদের অধীনে আছে।

---

৩৫ সংখ্যা।

মনুষ্যের শরীরের বিষয়।

ইন্দ্রীয়গণের বিষয় বিবেচনা করিলে জানা যায়, তাহারা স্ব২ কর্ম্ম নিষ্পাদনার্থে উপযুক্ত রূপে সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা বিশেষতঃ ঘ্রাণ ও রসনা ও ত্বক, এই ইন্দ্রীয় ত্রয়েতে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। শরীরের অঙ্গ সমূহের বিষয় অত্যাশ্চর্য্য। দেখ আরেষ্টোটিল নামক মহাপণ্ডিত হস্তকে অঙ্গের অঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছে। তাহার শ্রেষ্ঠতার প্রধান কারণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, যেহেতু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্যান্য অঙ্গুলি হইতে অতিশক্ত এবং তাহাদের প্রতিমুখবর্ত্তী হওয়াতে বস্তু ধারণে অতি উপযুক্ত। পরন্তু পায়ের বিষয় বিবেচনা কর, কেননা চরণ দ্বয় শরীরের অবলম্বনে ও স্থানান্তরে প্রচালনে অত্যন্ত উপযুক্ত। সেই দুই হস্ত ও চরণের নির্ম্মাণে সৃষ্টি কর্ত্তার অসীম বুদ্ধি ও মনুষ্যদিগের প্রতি হিতেচ্ছা অত্যাশ্চর্য্য রূপে প্রকাশিত আছে। কিন্তু এ সকল বিষয়ের বাহুল্য রূপে বর্ণনা না করিয়া সাধারণ রূপে মনুষ্যের শরীরের বিষয় বিবরণ করি।

পূর্ণবয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির শরীরে দুই শত চল্লিশ খানি অস্থি থাকে। সে অস্থি সকল শরীররূপ গৃহের স্তম্ভ স্বরূপ, এবং সেই সকল স্ব২ স্থানচ্যুত যেন না হয়, এবং নিয়মিত কর্ম্ম নিষ্পাদনে যেন শক্ত হয়, এই নিমিত্তে তাহা স্থান বিশেষে এবং অঙ্গ বিশেষে বিশেষ বন্ধন ও চর্ম্ম এবং মাংসপেষীদ্বারা কঠিন ও নিপুণ রূপে পরস্পর বদ্ধ আছে। কোন অস্থিদ্বয় সন্ধি দ্বারা স্পষ্টও সহজ রূপে চালান যায়। এবং কোন২ সন্ধিস্থানে অস্থি দ্বয়ের গতি অদৃশ্য হয়। সংযোগ স্থানের সর্ব্বদা ঘর্ষণ সম্ভাবনা হেতুক সন্ধি সকল কোমল উপাস্থিদ্বারা আবৃত আছে; এবং যন্ত্রের চক্র যেমন তৈলে আর্দ্র করা যায়, উপাস্থি সকলও সিনোবিয়া নামক এক প্রকার তৈল দ্বারা সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে। যদি যন্ত্রাদির চক্রে তৈল দর্শনে তৈলদায়কের উপলব্ধি হয়, তবে সন্ধি সকলের আর্দ্রতা দেখিয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে কি রূপে অস্বীকার করা যায়। অস্থি সকলের সন্ধিস্থান এক প্রকার নয়। যে কোন অস্থি যে কোন স্থানে এবং কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, তদুপযুক্ত রূপে তাহার সন্ধিস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রথমতঃ মেরুদণ্ড অর্থাৎ পৃষ্ঠের দাঁড়ার বিষয় কিঞ্চিৎ বিবেচনা করি। ইহার গঠন জঙ্ঘার অস্থিরগঠন হইতে সম্যক প্রকারে ভিন্ন, এবং ইহার সন্ধি সকল কটী ও হাঁটু ও পায়ের সন্ধি হইতে সম্যক রূপে প্রভিন্ন। এই সকল অস্থির রচনাতে ও পরস্পর বিভিন্নতাতে রচনাকর্ত্তার বিবেচনা ও জ্ঞান ও দয়া

সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। মেরুদণ্ড জঙ্ঘার ন্যায় এক খানি অস্থিতে নির্ম্মিত হইলে অনায়াসে ভগ্ন হইত, এবং কোন প্রকারে বাঁকিত না। অথবা সেই মেরুদণ্ড যদি কটী ও হাঁটুর ন্যায় দুই কিম্বা তিন খানি অস্থিতে নির্ম্মিত হইত, তবে মেরুদণ্ডস্থ মজ্জা প্রত্যেক সন্ধি স্থলে ছিঁড়িয়া যাইত, এবং শরীরের স্তম্ভরূপ মেরুদণ্ড শক্ত হইত না, এবং তাহার গতি সহজ হইত না। মেরুদণ্ড চব্বিশ পর্ব্বেতে বিভক্ত আছে, ইহাদের লাটিন নাম বের্টেব্রা, এবং এই সকল পর্ব্বের পরস্পর সংযোগস্থানে একের ছিদ্রে অন্যের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট হওয়াতে উত্তমরূপে আবদ্ধ আছে। এই রূপে সন্ধিচ্যুত হওন ভয়শূন্য হইয়া আমরা শরীরকে ইচ্ছামত ঘুরাইতে পারি। জীবন রক্ষার নিমিত্তে বিশেষ রূপে আবশ্যক মেরুদণ্ডস্থ যে মজ্জা তাহা নির্ব্বিঘ্নে এই পর্ব্ব সকলের মধ্যস্থিত নলেতে রক্ষিত আছে। এবং পর্ব্ব সকলের বিশেষ স্থানে ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়া রক্তশিরা সকল প্রবেশ করে, এবং নের্ব নামক শিরা সকল বহির্গত হয়, এই শিরা সকল মেরুদণ্ডস্থ মজ্জা হইতে নির্গত হইয়া শরীরের অঙ্গোপাঙ্গ সমূহে ব্যাপ্ত হয়।

এই অস্থিস্তম্ভের মধ্যে যে নল আছে, তদ্দ্বারা মজ্জা মস্তক হইতে নির্গত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়। এই অস্থিস্তম্ভে মস্তক অবলম্বিত আছে। অত্যুৎকৃষ্ট রূপে নির্ম্মিত দুর্গের ন্যায় যে মস্তকের খুলী তাহার মধ্যে বুদ্ধি ও মতি ও চেতনাদির রাজসিংহাসন স্বরূপ মজ্জা

অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষিত আছে। এবং চক্ষু ঘ্রাণ শ্রবণ ও রসনা এই ইন্দ্রীয় চতুষ্টয় ঐ দুর্গের প্রাচীরেতে প্রহরি-রূপে স্থাপিত প্রায় আছে। কেবল ত্বগিন্দ্রীয় তাবৎ শরীরেই ব্যাপ্ত আছে। অপর মেরুদণ্ডদ্বারা শরীরে আরও এক উপকার হয় অর্থাৎ তাহাতে শরীরের অন্যান্য অস্থি সকল সংলগ্ন আছে। সংক্ষেপে এই বক্তব্য, স্থান বিশেষে ও কার্য্য বিশেষে অস্থি সকলের গঠন ও সন্ধি বিশেষ২ হওয়াতে শরীরের বলবৃদ্ধি ও চালাওনের উপযুক্ত হয়। ইহা বিবেচনা করিলে সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয়চ্ছেদ অবশ্যই হয়।

যদি অস্থি সকলের দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার বুদ্ধি ও রচনা কৌশল এবং মনুষ্যদের প্রতি হিতেচ্ছা প্রকাশ পায়, তবে মাংসপেষী ও শিরা সকলের বিষয় বিবেচনা করিলেও জগদীশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। মাংসপেষী সকল আকুঞ্চিত অথবা শিথিল হইয়া স্ব২ কার্য্য করে, এবং শরীরের মধ্যে স্বস্বস্থান ও কার্য্য অনুসারে তাহার বল ও গতি এবং পরিমাণ নিরূপিত হয়। মাংস পেষী সকলের কার্য্য প্রায় শরীরির ইচ্ছার অধীন হয়, এবং আমরা ইচ্ছানুসারে সেই সকলকে স্থির রাখিতে কিম্বা চালা-ইতে পারি। সকল মাংসপেষী এই রূপে নহে, কিন্তু তাহার কার্য্য শরীরির ইচ্ছার অধীন হউক বা না হউক, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে তাহার রচনা দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার নৈপুণ্য ও জ্ঞান এবং করুণা সুস্পষ্ট হয়। আমাদিগের ইচ্ছা ব্যতিরেকে শরীরের

মধ্যে নানা কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। হৃদয় ও ফুসফুসীর কার্য্য, শরীরের মধ্যে রক্তের ভ্রমণ, অন্নাদি পরিপাক, শৌচ কর্ম্ম, এই সকল জাগ্রত ও নিদ্রা উভয় অবস্থাতেই সমান রূপে হয়। এবং ঐ সকল কর্ম্ম আমাদিগের ইচ্ছার অধীন নহে। ইহাতেও সৃষ্টিকর্ত্তার জ্ঞান ও দয়া স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। যেহেতু এই সকল কর্ম্ম নিষ্পাদন ব্যতিরেকে জীবন রক্ষা হয় না, এবং শরীর সুস্থ থাকে না, কিন্তু এই সকল কার্য্য যদি আমাদিগের ইচ্ছার অধীন হইত, তবে সেই সকলের প্রতি মনোযোগ করিতে হইলে আমাদিগের অনেক কাল হরণ হইত, তাহা কেবল নয়, কিন্তু কোন২ সময়ে সেই সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন করাও উত্তমরূপে হইত না; এবং নিদ্রা কালীন ঐ সকল কর্ম্ম একেবারেই রহিত হইত। এই হেতু ঈশ্বর কৃত উত্তম নিয়ম দ্বারা জীবন রক্ষার উপযোগী এই সকল কার্য্য আমাদিগের ইচ্ছা ব্যতিরেকেও নিষ্পন্ন হয়। অন্যান্য কার্য্য আমাদিগের ইচ্ছার অধীন, এবং তাহার দ্বারাও জগদীশ্বরের জ্ঞান ও দয়া স্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে। আমরা ইচ্ছামাত্রে আলোক দর্শনার্থ নেত্রদ্বয়কে উন্মীলন অথবা আলোকের আতিশয্য জন্য হানি নিবারণার্থে মুদিত করিতে সতত সক্ষম হই। এবং ঐ নেত্রদ্বয় নিদ্রা কালীন আমাদিগের ইচ্ছা ব্যতিরেকেও মুদিত হয়। আমরা স্বেচ্ছানুসারে কথা কহিতে কিম্বা চুপ করিতে, উঠিতে কিম্বা বসিতে, গমন কিম্বা দাঁড়াইতে সক্ষম হই, রক্তধারাই শরীরের করিতে

পোষণ হয় এবং রক্ত হৃদয়রূপ উনই হইতে উৎপন্ন হইয়া অত্যন্ত হিতকারি স্রোতের ন্যায় তাবৎ শরীরে ভ্রমণ করত সাঙ্গোপাঙ্গ রক্ষা করে। এই হৃদয় ডিম্বাকার এক মাংসপিণ্ড, এবং তাহা মনুষ্যের ইচ্ছার অনধীন হইয়া এক মিনিটের মধ্যে ষাটি বার হইতেও অধিক আকুঞ্চিত এবং প্রসারিত হয়, এবং সে বোমা কলের ন্যায় আর্ত্তেরি অর্থাৎ রক্তচালনশিরাদ্বারা রক্ত প্রচালিত করে। হৃদয়েতে চারিটি পৃথক ২ ঘর আছে; তাহার মধ্যে বড় দুইটিকে বেণ্ট্রিকেল এবং ছোট দুইটিকে ওরিকেল বলে; দক্ষিণদিগের বেণ্ট্রিকেল আকুঞ্চিত হইবায় ফুসফুসিসংযুক্ত আর্ত্তেরি ও তাহার শাখা সমূহ দ্বারা ফুসফুসির মধ্যে রক্ত চালায়। ফুসফুসিতে রক্ত কেরবোনিক্ এসিড্ ত্যাগ ও আক্সিজিন গ্রহণ করত এক নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়; এই কর্ম্ম ব্যতিরেকে কোন প্রকারেই জীবন রক্ষা হইতে পারে না। রক্ত ফুসফুসি পরিত্যাগ করিয়া বাম দিকস্থ ওরিকেলেতে গমন করে। এবং তথাহইতে বামভাগস্থ বেণ্ট্রিকেলে যায়। এবং ইহা হইতে বিশেষ আর্ত্তেরি দ্বারা চালিত হইয়া শরীরের তাবৎ অংশে ভ্রমণ করে।

কিন্তু রক্তের চালন যে কেবল হৃদয়ের প্রক্ষেপ শক্তি দ্বারাই হয় এমত নহে, কিন্তু আর্ত্তেরির পেরিস্তালিক নামক বিশেষ গতি দ্বারাও ইহার অনেক সাহায্য হয়। এই আর্ত্তেরি সকল বিশেষরূপে নির্ম্মিত এবং বেন্ অর্থাৎ রক্তপ্রত্যাগমনশিরা অপেক্ষা অধিক শক্ত।

আর্ত্তেরি ও বেন এই উভয়ের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র কপাট আছে। আর্ত্তেরি সকলের যে কপাট তাহা হৃদয় হইতে নির্গত হওন স্থানে আছে, এবং ঐ সকল কপাট এমত রচিত যে হৃদয় হইতে রক্তের গমন নিবারণ করে না পুনরাগমন নিবারণ করে। বেন সকলের মধ্যে কপাট এমত গঠিত যে তদ্দারা রক্তের প্রত্যাগমন রোধ হয় না কেবল তদ্বিপরীত গতি নিবারণ হয়। আর্ত্তেরি ও বেনের শাখাতে রক্তের কমবেগ, সেই সকলেতে বহু-সংখ্যক কপাট আছে। এই সকল কপাটের রচনাতেও বিধাতার অসীম বুদ্ধিও বিবেচনা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। ডাক্তর হারবি এই বিষয় অনুসন্ধান করত শরীরে রক্ত প্রচালনরূপ মহাশ্চর্য্য ব্যাপার নিরূপণ করিয়া চির-স্থায়ী সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আর্ত্তেরি ও বেনের কপাট সকলের অনুপম রচনার দর্শন ও বিবেচনা দ্বারা ঐ প্রধান চিকিৎসক রক্ত প্রবাহের এক অতি চমৎকার নিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন, তবে এই সকল বিধাতার সৃষ্টি কৌশল ও বিবেচনা ব্যতিরেকে আপনিই হইয়াছে এই কথা কোন মতে সম্ভবে? অজ্ঞান নাস্তিকগণ ব্যতিরিক্ত অন্য কেহই এই কথা সম্ভব জ্ঞান করে না।

রক্ত হৃদয়ের বাম বেণ্টিকেলহইতে নির্গত হইয়া আর্ত্তেরি সকলের নানা শাখা ও উপশাখাদ্বারা তাবৎ শরীরে পরিভ্রমণ করিলে বেন সকলদ্বারা হৃদয়ে পুনর্ব্বার আগমন করে। আর্ত্তেরি সকল হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া ক্রমশ নানা শাখাতে বিভক্ত হইয়া উত্ত-

রোত্তর ক্ষুদ্র হয়, এবং বেন সকল হৃদয়ের নিকটে আসিতে২ ক্রমশ সংমিলিত হইয়া উত্তরোত্তর প্রশস্ত হয়। অপর পুনঃ২ মিলিত হইয়া এক বৃহৎ নলী হয় তদ্দ্বারা তাবৎ রক্ত হৃদয়ের দক্ষিণ ওরিকেলে প্রবিষ্ট হয়। রক্ত এই রূপে পরিভ্রমণ করিলে পর পুনঃ পুস্থান করিয়া ফুস্‌ফুসির মধ্যে গিয়া আপন মলিনতা পরিত্যাগ করে এবং আরবার সর্ব্বাঙ্গে ভ্রমণ করিয়া শরীর পরিপোষণ করে। আর্ত্তেরি ও বেন্ নামক রক্তের নলী সকল সর্ব্বত্র এমত ব্যাপ্ত আছে যে শরীরের মধ্যে যে কোন স্থানে হউক ছিদ্র করিবা মাত্রই রক্ত নির্গত হয়।

কিন্তু তাবৎ রক্ত এই রূপে প্রবাহিত হয় না। আর্ত্তেরি সকলের শাখা ও উপশাখার অগ্রভাগ এমন সূক্ষ্ম, যে তদ্দ্বারা রক্তের ঘন অথচ লাল ভাগ গমনাগমন করিতে পারে না, কেবল অত্যন্ত নির্ম্মল ও সূক্ষ্মভাগ গমন করিতে পারে, এবং ঐ সকল আর্ত্তেরির শাখার অতি সূক্ষ্ম অগ্রভাগে বেন সকলের সহিত সংযোগ থাকে না, কিন্তু ঐ সূক্ষ্ম আর্ত্তেরির নির্ম্মল রস অস্থি মাংসগ্রন্থি ও অন্যান্য অঙ্গে অর্পিত হয়। ঐ অস্থ্যাদিতে মনুষ্য চক্ষুর অগোচর আসিমিলাস্যন অর্থাৎ লীন হওন দ্বারা ঐ রস তাহাদিগেরই স্বরূপ হয়। শস্য ও ফল ও শাক ও মূলাদির উৎপত্তি ও বৃদ্ধি দর্শনে কে অনুভব করিতে পারে যে এই সকল দ্রব্যেতে রক্ত ও মাংস ও অস্থি জন্মে। তাহা কি প্রকারে হয় ইহা আমাদিগের বোধগম্য নহে, কিন্তু ইহার দ্বারা অসীম শক্তি ও জ্ঞান বিশিষ্ট

এক বিশ্বকর্ত্তার অনুভব হইতেছে। এতদ্ভিন্ন উক্ত ক্ষুদ্র উপশাখার অগ্রভাগ সকল শরীরের মধ্যস্থ নানা ক্ষুদ্র আধারে রক্ত ঢালিয়া দেয়, এবং তথায় গমনান্তর রক্ত হইতে বিশেষ২ কার্য্য অনুসারে বিশেষ২ রস জন্মে। সন্ধি স্থানেও গতি বিশিষ্ট অঙ্গ সকলকে তৈলাক্ত করণার্থে কোন২ আধারের মধ্যে তৈল বিশেষ জন্মে; অন্যাধারে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকের উপযোগি এক রস বিশেষ সঞ্চিত হয়। এবং অন্যেতে গাত্রীয় চর্ম্মের রক্ষা করণার্থে এবং তাহাকে বিবিধ কার্য্য নিষ্পান্ন করাওনার্থ এক বিশেষ রস উৎপন্ন হয়।

কাপিল্লারি অর্থাৎ কেশবৎ সূক্ষ্ম আর্ত্তেরির উপশাখাদ্বারা রক্তের সূক্ষ্ম ভাগ অস্থি ও মাংসাদিতে নিত্য২ সঞ্চিত হইলে হানি সম্ভাবনা, এই হেতু লিমফাটিক অর্থাৎ নির্ম্মল রসবাহক অন্য এক প্রকার নলী দৃষ্ট হয়, তাহা দ্বারা অত্যন্ত নির্ম্মল রক্তজ রস চালিত হয়। এই লিমফাটিক নলী শরীরের সর্ব্বাঙ্গে চর্ম্মের নীচে উৎপন্ন হইয়া বেনের ন্যায় অনেক ক্ষুদ্র নলী সংযোগ দ্বারা ক্রমেতে বড়২ নলী হয়। শেষে নলী সকল সংমিলিত হইয়া দুইটা স্থূলাকার নলী জন্মে। এই দুই নলী বেন হৃদয়ে প্রবিষ্ট হওনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আপন রস বেনেতে ঢালিয়া দেয়। এই রূপে লিমফাটিক নামক নলী সকল শরীরের অনাবশ্যক রক্তের ক্ষুদ্র অংশ সকলকে পুনর্ব্বার হৃদয়েতে প্রবেশ করায়। যাহা হৃদয়ে প্রবেশের অযোগ্য সে সকল রস নলী বিশেষ দ্বারা

পরিগৃহীত হয়। ঐ সকল নলীর মুখ চর্ম্মের উপর এবং ফুসফুসির উপরে ও কিদ্‌নী নামক মূত্রের জন্মস্থানে ও মলধারী নাড়ীভুঁড়িতে হয়। এই প্রকারে ঘর্ম্ম ও নিশ্বাসাদি দ্বারা শীররে প্রচালনের অযোগ্য তাবৎ রস নির্গত হইয়া যায়।

জীবনরক্ষার প্রধান কারণস্বরূপ ফুসফুসি কতক বিশেষ মাংসপিণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। এই পিণ্ডেতে সেল্ল অর্থাৎ গৃহ অথবা ছিদ্র এবং বহুসংখ্যক পরস্পর সংযুক্ত আর্ত্তেরি ও বেন ও লিম্ফাটিক নলীর শাখা উপ শাখাদি দৃষ্ট হয়। ফুসফুসির অধিকাংশে ব্যাপ্ত যে সেল্ল তাহা নানা আকার বিশিষ্ট, এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাহার পরিমাণ এক ইঞ্চির পঞ্চাশাংশের একাংশ মাত্র নিরূপিত হইয়াছে ও তাহার সংখ্যা অগণনীয়, পরিমাণও ক্ষুদ্রতা প্রযুক্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই।

সেল্ল সকলের পরস্পর সংযোগ আছে, কিন্তু যে মাংসদ্বারা তাহারা সংযুক্ত ও আবদ্ধ আছে, তাহার সহিত কোন প্রকার সংযোগ নাই। সেল্ল সকল হইতে ক্ষুদ্র২ ফাঁপা নলী উৎপাদিত হয়। তাহার নাম ব্রণখ্যা ইহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া ক্রমশ বর্দ্ধিত হয়, অপর বক্ষের উপরি ভাগে দুই দিগের সকল নলী দুইটা নলীতে মিলিত হয়, এবং ঐ দুইটার সংযোগ দ্বারা শ্বাসনলী জন্মে। পুল্মনারী অর্থাৎ ফুসফুসি স্থিত আর্ত্তেরী ও বেনের অসংখ্য শাখা উপশাখা সেল্লবিশিষ্ট ফুসফুসির সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত হইয়া ঐ সমস্ত সেল্লের মধ্যে রক্ত প্রচালন করে

তাহাতে ঐ রক্ত এবং মেল্লেস্থিত বায়ু পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে বিশেষ রূপে সংযুক্ত হয়। মেরুদণ্ডের বের্টেব্রাতে সংলগ্ন প্রত্যেক পাঁজরা ঐ বের্টেব্রার মধ্যেতে লড়িতে পারে এবং বক্ষস্থলের অস্থি ঐ পাঁজরা সকলের সহিত সংযুক্ত থাকাতে উহাদিগের সহিত নড়ে, এই হেতু ফুস-ফুসির আধার রূপ বক্ষস্থলস্থ গহ্বর আকুঞ্চিত অথবা প্রসারিত হওনের যোগ্য আছে। এবং দিয়াফ্রাগম নামক বক্ষ ও উদর ব্যবধানকারী চর্ম্মের উপরে ও নীচে গমন দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আকুঞ্চন ও প্রসারণের অনেক আনুকূল্য হয়। আনাতমি অর্থাৎ মানবশরীরছেদ বিদ্যার মতানুসারে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অত্যন্ত সূক্ষ্ম রূপে বর্ণনা করা অনাবশ্যক, অতএব নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ বিষয়ে যাহা কহিয়াছি, সেই বিস্তর, নিশ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের গঠন ও কার্য্য দর্শনে বিধাতার অসীম জ্ঞান ও আশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশল স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইতেছে।

যে প্রাণী একবার নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করি-য়াছে, সে তাহা না করিয়া কখন জীবিত থাকিতে পারে না। কোন২ জীবের প্রাণ রক্ষার্থে অধিক বায়ুর আবশ্যক, এবং কোন২ জীব অল্প বায়ুতেই বাঁচিতে পারে। কিন্তু কোন জীব তাহা ছাড়া প্রাণ ধারণ করিতে পারে না। কেহ২ বলে পারে, কিন্তু তাহার যে প্রমাণ দেখায় সে প্রমাণ অল্প সংখ্যক ও সন্দিগ্ধ। কেহ২ কহে, জীবিত সর্প ও কীট প্রস্তরের ভিতরে পাওয়া গিয়াছে এবং কর্কট বেঙ্গ বৃক্ষ ও শৈলের ভিতরে দৃষ্ট

হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও স্পষ্ট এই বোধ হইতেছে, যে ঐ সকল জীবের অবস্থানস্থানে অবশ্যই কোন প্রকারে বায়ু প্রবেশের পথ ছিল। মধু-মক্ষিকা আপন ডিম্ব রাখিবার নিমিত্তে যে চাক নির্ম্মাণ করে, তাহার মধ্যেও বায়ু অল্পে ২ গমনাগমন করে, এবং শৈলে অথবা কাষ্ঠবেষ্টিত জন্তুসমীপে যে বায়ু প্রবেশ করে, ইহা কোন মতে অসম্ভব নহে। অপর এ কথা প্রত্যক্ষ সিদ্ধও বটে, যেহেতু বায়ুশূন্যকরণযন্ত্রের বায়ুশূন্য আধারে কর্কট বেঙ্গ রাখিলে তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করে, এবং বায়ুগমনের ছিদ্র রহিত কোন পাত্রে তাহাকে রাখিলে কিছুকাল জীবিত থাকে, পরে মরিয়া যায়। বেঙ্গের মস্তক অথবা হৃদয় কাটিয়া লইলেও লাফাইয়া বেড়ায়, এবং মেরুদণ্ডের অধিকাংশ বিনষ্ট হইলেও বাঁচিয়া থাকে। বাইন মৎস্য ও সর্পের নাড়ী ভুঁড়ী বাহির করিয়া লইলেও কিছুকাল চলিতে পারে। সামুক ও গিরগিট অনেক দিবসাবধি কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু জীব মাত্রই বায়ুশূন্য স্থানে থাকিলে শীঘ্র প্রাণ ত্যাগ করে।

সৃষ্টির এই নিয়ম; অতএব যে কোন প্রকারে হউক জীব সমূহের অবশ্যই বায়ু গ্রহণের উপায় আছে। এই আবশ্যক কার্য্য নিষ্পাদনার্থ ঈশ্বর মনুষ্যকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, যে মনুষ্যের বক্ষস্থলমধ্যে পরস্পর সংযুক্ত বহুসংখ্যক ছিদ্র বিশিষ্ট ফুসফুসি আছে, তাহার দ্বারা

বায়ু গ্রহণ করা যায়, এবং ঐ ফুসফুসি দ্বারা বায়ু রক্তের সমীপে গমন করাতে দুয়ের কোন বিশেষ সংযোগ হয়, তাহাতে রক্ত বায়ু হইতে কোন সার বস্তু আকর্ষণ করে, কিম্বা বায়ু রক্ত হইতে কোন অহিতকারি বস্তু আকর্ষণ করে, অথবা এতদুভয় কার্য্যই নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু এই কার্য্য কি প্রকারে হয়, তাহা সম্পুর্ণ রূপ বুঝা যায় না। ফুসফুসিতে বায়ুর নিয়মিত কার্য্য সম্পন্ন হইলে তৎ-ক্ষণাৎ বায়ু বহির্গত হয়। এবং ঐ কার্য্য পুর্ব্বনার নিষ্পন্ন করিতে নূতন বায়ু প্রবেশ করে, এই রূপে জীবন রক্ষার অত্যাবশ্যক কার্য্য যে নিশ্বাস প্রশ্বাস তাহা সম্পন্ন হয়। কিন্তু যে বায়ু ফুসফুসিতে গৃহীত হইয়া জীবন রক্ষা করে, সেই বায়ু রক্তনলী ইত্যাদিতে প্রবিষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ জীবের মূর্চ্ছা খেচনী ও মৃত্যু উপস্থিত হয়।

ইহা প্রায় সকলেই জ্ঞাত আছে, যে সামান্য বায়ু এক প্রকার নয়, তাহা আগ্‌সিজেন ও নাইট্রোজেন ও কার্বনিক এসিড এই তিন প্রকার গাস অর্থাৎ বিশেষ বায়ুতে মিশ্রিত হইয়া উৎপন্ন হয়। এই তিন গাস স্পেসিফিক গ্রেবিটি অর্থাৎ ওজনে সমান নহে, তথাপি ইহারা সর্ব্বদা একত্র থাকে। এবং এই তিনের মিলনে যে বায়ু উৎপন্ন হয়, তাহাতে পশু বৃক্ষাদির জীব উত্তমরূপে রক্ষিত হয়। ফুসফুসির দ্বারা বায়ু সৃজন হয় নাই, এবং বায়ুর দ্বারা ও ফুসফুসি উৎপন্ন হয় নাই; তথাপি এতদুভয় পরস্পর কার্য্যে অতি উপযুক্ত। ফুসফুসি বায়ুকে রক্তের নিকটে আনয়নার্থে উপযক্ত এবং রক্ত ও

বায়ু পরস্পর মিলিত হওনের উপযুক্ত। ফুসফুসিতে সর্ব্বদা যথেষ্ট রক্ত থাকে, সেল্ল মধ্যস্থ বায়ুর সহিত এই রক্তের সম্বন্ধ আছে। রক্ত অল্পক্ষণের মধ্যে তাবৎ শরীর পরিভ্রমণ করিয়া আইসে, এবং এই অল্প ক্ষণের মধ্যে সমুদায় রক্ত ফুসফুসির দ্বারা গতায়াত করে।

কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগের নিয়ম কেহ বুঝিতে পারিত না, এবং এই ক্ষণেও এতদ্বিষয়ের সম্পূর্ণ তথ্যানুসন্ধান হয় নাই, কিন্তু আমরা ইহা নিশ্চয় জানি, যে তাহাতে ফুসফুসির মধ্যে বায়ুর অন্যথা হয়, এবং রক্তেরও অন্যাবস্থা হয়। বায়ু যে অবস্থাতে ফুসফুসির মধ্যে প্রবেশ করে সে অবস্থায় বহির্গত হয় না। তাহার পরিমাণের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হয়, এবং তাহার আগ্‌সিজিন নামক যে ভাগ, তাহা কিঞ্চিৎ কমে এবং তৎপরিবর্ত্তে শতাংশের অষ্টাংশ কার্বনিক এসিড গ্রহণ করে। এবং ইহা জলীয় বাষ্পেতে পরিপূর্ণ থাকে। অপর ইহাও সকলে অবগত আছে, যে আর্ত্তেরি এবং বেনের রক্ত এক বর্ণ নহে। রক্ত হৃদয় হইতে শরীরে পরিভ্রমণার্থে যখন গমন করে, তখন হিঙ্গুলের ন্যায় লাল দৃষ্ট হয়। কিন্তু যখন পুনর্ব্বার দক্ষিণ বেণ্টিকেলে ফিরিয়া আইসে, তখন তেমন লাল থাকে না। রক্তবর্ণ পরিবর্ত্ত ফুসফুসির মধ্যেতেই হয়, এবং বোধ হয়, কারবোনিক পরিত্যাগ দ্বারা এবং ফুসফুসিতে মিলিত আগ্‌সিজিন হইতে পরিত্যক্ত কেলোরিক অর্থাৎ উত্তাপ পরিগ্রহণ দ্বারাই

ইহা হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা জীবনের উপযোগি বস্তু বিশেষ প্রবিষ্ট হউক, অথবা জীবনের অনুপযোগি বস্তু বহির্গত হউক কিম্বা তদুভয় হউক, তদ্বিষয়ে আমরা যে কিছু স্থির করি, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ম বিবেচনা দ্বারা জগদীশ্বরের অসীম সৃষ্টি কৌশল স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

বোধ হয়, জীব সকলের শারীরিক উষ্ণতা নিশ্বাস প্রশ্বাসে জন্মে, যেহেতু বেনের রক্তহইতে আর্ত্তেরির রক্ত অধিক উষ্ণ, এবং হৃদয়ের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্ব অধিক উষ্ণ, এবং রক্ত সকল হৃদয় হইতে যতদূরে গমন করে, ততই তাহার উষ্ণতা ন্যূন হয়। বায়ুতে যে কালোরিক অর্থাৎ উষ্ণতা আছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার প্রমাণ এই, যে বায়ু হঠাৎ চাপা গেলে আলোক ও উষ্ণতা জন্মে। সংপ্রতি উক্ত উপায় দ্বারা অগ্নি জ্বালাইবার নিমিত্তে এক যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রশ্বাসদ্বারা যে আগসিজেন গাস লুপ্ত হয়, বোধ হয় তাহাহইতে কার্ব্বোনিক এসিড্ জন্মে, কিন্তু আগসিজেনের উষ্ণতা অপেক্ষা কার্ব্বোনিক এসিডের উষ্ণতা ন্যূন, এইহেতু ঐ দুই গাস রূপান্তর গ্রহণ কালীন ফুস্‌ফুসিতে অনেক উষ্ণতা পরিত্যাগ হয় এবং এই উষ্ণতা রক্তেতে প্রবিষ্ট হয়, অপর রক্ত যখন শরীরে ভ্রমণ করে, তখন সমস্ত শরীর ব্যাপে; এই রূপে নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা কিঞ্চিৎ উষ্ণতা ফুস্‌ফুসিতে থাকে, এবং রক্তের সহিত

পরিভ্রমণ করত তাবৎ শরীরে উষ্ণতা ও জীবন প্রদান করে। ইহাতে বিধাতা কর্তৃক নিরূপিত যে মনুষ্য জীবন রক্ষার উপায় তদ্দৃষ্টে অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়।

জন্তু সকলের মধ্যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত শারীরিক উষ্ণতার সম্বন্ধ আছে; মৎস্য সকল কাঁনুকা দ্বারা রক্ত প্রস্তুত করে, এবং তাহাদিগের শারীরিক উষ্ণতা জলের উষ্ণতার প্রায় সমান, মনুষ্যদিগের গাত্রের সাধারণ উষ্ণতা ফেরেন্‌হিটনামক গ্রীষ্মপরিমাপক যন্ত্রের ৯৬ ডিগ্রির অধিক নহে, এবং মাম্মালিয়া অর্থাৎ স্তন বিশিষ্ট পশুদের রক্ত ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক উষ্ণ। পক্ষি সকলের ফুস্‌ফুসি বিশেষ প্রকারে নির্ম্মিত ও অন্যান্য জন্তুর ফুস্‌-ফুসি অপেক্ষা বৃহৎ ইহাদিগের উষ্ণতা মাম্মালিয়া সক-লের উষ্ণতা অপেক্ষা অধিক। অপর পক্ষি সকল উত্তম বায়ু ভিন্ন কদাচ থাকিতে পারে না, এবং যে বায়ুতে ইন্দুর স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, সেই বায়ুতে পক্ষী মরিয়া যায়।

নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা বিধাতার অসীম সৃষ্টির কৌশল ও জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে, কেননা এক মহোপকারক কার্য্যের সাধনার্থে তিনি অতি আশ্চর্য্য ও উপযুক্ত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং যাহার বুদ্ধি আছে সে ব্যক্তি এই সকল আশ্চর্য্য গঠন ও নির্ম্মাণ দর্শনে অবশ্যই জগদীশ্বরকে স্বীকার করিবে।

নিশ্বাস প্রশ্বাসের প্রসঙ্গ সাঙ্গে মনুষ্যের শব্দ করণ ও বাক্য কথনশক্তি বিষয়ে কিঞ্চিৎ বর্ণন করা উচিত।

শব্দ করণের প্রধান যন্ত্র লারিংগস্ অর্থাৎ গলার নলীর শেষভাগ। ইহার কোন হানি হইলে মুখহইতে শব্দ নির্গত করা যায় না। লারিংগস্ ভিন্ন জিহ্বা দন্ত ও তালু এই তিন বাক্য কথনের উপায়। মনের আদেশ মাত্রে জিহ্বা কেমন শীঘ্র কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়া নানা প্রকার শব্দ উৎপন্ন করে। অক্ষর দ্বারা শব্দ সকলকে চিত্রার্পিত করা যায়, এবং কতিপয় সঙ্কেতমাত্র দ্বারা আপন মনোগত শত সহস্র প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারা যায় এই নিমিত্তে ককারাদি পঞ্চাশত বর্ণকে যে ব্যক্তি সৃষ্টি করিয়াছে তাহাকে পরমজ্ঞানী বলিয়া প্রশংসা করিতে হইবে, কিন্তু যে সকল উপায দ্বারা আমরা অনায়াসে নানাপ্রকার শব্দ উচ্চারণ করিতে পারি, সেই সকল উপায় যিনি নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাকে কি অধিক জ্ঞানী বলিতে হয় না।

ঘর্ম্মাদি যত রস শরীরহইতে নিত্য২ নির্গত হইয়া যায়, নিত্য২ তত রসের প্রবেশের আবশ্যক, এই জন্যে পৃথিবীতে নানা বস্তু উৎপন্ন হয়। যখন যত আহারাদির আবশ্যক হয়, তাহা ক্ষুধাদ্বারা তৎক্ষণাৎ আমরা জানিতে পারি, এবং ঐ আহারগ্রহণ ও পরিপাকের কারণ উদরের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য এক যন্ত্র পাইয়াছি। তাহার বর্ণনা কিঞ্চিৎ করি।

আহারীয় দ্রব্য মুখেতে গৃহীত হইয়া দন্তদ্বারা চর্ব্বিত হয়। দন্ত আহারাদি চর্ব্বণার্থেই নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এবং বাক্য উচ্চারণেও অনেক

সহায়তা করে। শিশুগণের আহার কেবল দুগ্ধ, এবং তাহাদের বাক্য কহিবার শক্তি নাই, এই নিমিত্তে তাহাদিগের দন্ত নাই, কিন্তু প্রয়োজনের কাল উপস্থিত হইবা মাত্রেই তাহাদের দন্ত জন্মে। মনুষ্যকে আহারের বিষয়ে সাবধান করিবার জন্যে মুখ মধ্যে রসনেন্দ্রিয় আর তাহার নিকট ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্থাপিত হইয়াছে, পাছে কোন অহিতকারি দ্রব্য ভক্ষণে হানি জন্মে। এবং এই দুই ইন্দ্রিয় কুঅভ্যাস দ্বারা যাবৎ বিকার প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ উত্তমরূপেই ঐ কার্য্য নিষ্পন্ন করে, তাহা কেবল নয়, কিন্তু নানা প্রকার সুখও দেয়। দন্ত সকল আবশ্যক স্থানে অর্থাৎ যে খানে থাকিলে অনেক উপকার করিতে পারে, এমত স্থানে স্থাপিত হইয়াছে, ইহাতেও জগদীশ্বরের অসীম বুদ্ধি ও সৃষ্টি কৌশল স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইতেছে। মুখ মধ্যে প্রবেশ কালীন তাবৎ দ্রব্যের পরীক্ষা করিবার জন্যে চক্ষুর্দ্বয় উদরের দ্বারের উপরে স্থাপিত হইয়াছে, এবং চক্ষুর অগোচর আহার সম্বলিত অহিতকারি দ্রব্য নিবারণ করিবার জন্যে ঘ্রাণ ও রসনেন্দ্রিয় ও সেই দ্বারে রক্ষক রূপে নিযুক্ত হইয়াছে, এই সকল দেখিয়া বিধাতার অসীম জ্ঞান ও দয়ার স্পষ্টরূপে কি উপলব্ধি হয় না, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করিতে পারে না।

ভক্ষিত দ্রব্য সকলের ক্রমশঃ পরিপাকাদি বিবেচনা করিলে পরমেশ্বরের কৃপা ও অচিন্ত জ্ঞান ও সৃজন কৌশল আরও বাহুল্য রূপে জানা যায়। ত্রাখিয়া

অর্থাৎ শ্বাসনলীর উপরিভাগের নাম লারিংস্। তাহা নীচেতে এসফাগস্ অর্থাৎ উদরদ্বারের সহিত সংযুক্ত আছে। আহারীয় দ্রব্যের ক্ষুদ্রাংশ উক্ত শ্বাসনলীতে প্রবিষ্ট হইলে অত্যন্ত কাসি হয়, এবং সময় বিশেষে ও ভয়ানক পীড়ার চিহ্ন উপস্থিত হয়, কিন্তু ইহা প্রায় ঘটিতে পারে না, কেননা তাহা অতি সহজ উপায় দ্বারা নিবারিত হইয়াছে। এপিগ্লোটিস্ নামক এক বিশেষ আচ্ছাদন শ্বাসনলীর মুখেতে সংলগ্ন আছে, তদ্দ্বারা আহার কালীন শ্বাসনলীর মুখ রুদ্ধ হয়, এবং ভক্ষিত দ্রব্যের ফুস্ফুসিতে গমন নিবারণ হয়, কিন্তু উদরের দ্বার অরুদ্ধ থাকে। এবং বেলুম্ পালাটী নামক এক চর্ম্ম বিশেষ মুখের পশ্চাদ্ভাগে স্থিত নাসিকানলীর দ্বার রুদ্ধ রাখে, তাহাতে ভক্ষিত দ্রব্য নাসিকা দ্বারা বহির্গত হইতে পারে না; তথাপি কখন ভক্ষিত দ্রব্য বিশেষতঃ পানীয় দ্রব্য নাসিকা দিয়া বাহির হয়। গোলাকার কোমলাস্থিতে নির্ম্মিত লারিংস্ উদরদ্বারকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, কিন্তু আহার গ্রাস কালীন সেই লারিংস্ কিঞ্চিৎ উপরে উঠে, তাহাতে উদরদ্বার মুক্ত হয়, ও গলার নলীর ছিদ্র বিস্তারিত হয়, পরে আহারীয় দ্রব্য গলার নলীতে গিয়া আপন ভারেতে নীচে যায়, তাহা কেবল নয়, এসফাগসের নলী উপরে আকুঞ্চিত হইয়া আহারকে নীচে ঠেলিয়া দেয়। মস্তক নীচে রাখিয়া জলপান কালীন ইহা স্পষ্টরূপে জানা যায়, যে হেতু তখনও কেবল এসফাগসের ঐ শক্তি দ্বারা জল গিলা যায়।

এই রূপে আহার উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ঐ উদর এক থলীর ন্যায়, এবং তাহাতে দ্রব্যাদি একত্রিত হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। উদর মধ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে ভোজ্য দ্রব্য সকল প্রথমতঃ দন্ত দ্বারা চর্ব্বিত এবং মুখরসে মিশ্রিত হয়। অপর উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গাস্ত্রিক যুস অর্থাৎ উদরীয়রস দ্বারা পরিপাক হয়। এই রস উদরেই জন্মে, কিন্তু কিসে জন্মে তাহা অদ্যাপি সম্যক প্রকারে প্রকাশিত হয় নাই। ইহার আস্বাদ ও বর্ণ এবং পাচকতা শক্তি ভিন্ন২ জন্তুতে ভিন্ন২ হয়। এক জন্তুর ভোজ্য দ্রব্য অন্য জন্তুর উদরে পরিপাক হয় না। কোন২ জন্তু অর্থাৎ মেষাদি কেবল শাকাদি আহার করে, ইহাদিগের উদরে মাংস পরিপাক হয় না, অন্য জন্তু অর্থাৎ উৎক্রোশাদি পক্ষী কেবল মাংসাহার দ্বারা জীবন রক্ষা করে, তাহাদিগের উদরে শাকাদি পরিপাক হয় না। হেম্‌লাক নামক বৃক্ষ বিশেষ মনুষ্যের পক্ষে বিষ হয়, কিন্তু ছাগলেরা ভক্ষণ করিলে তাহাদিগের কিছু অহিত হয় না। উদরীয়রস এক জন্তুতে সর্ব্বকালে সমভাবে থাকে না, বয়ঃক্রম ও সুস্থাসুস্থতা ও অভ্যাস এবং আহারানুসারে সে রসের অন্যথা হয়। সুস্থ ব্যক্তি যাহা আহার করিয়া অনায়াসে পরিপাক করিতে পারে, তাহা পীড়িত ব্যক্তি ও শিশু পারে না, কোন২ তৃণাহারি জন্তু স্বাভাবিক আহার পরিত্যাগ করিয়া মাংসাহার দ্বারা জীবন ধারণ করিতে পারে, এবং কোন২ মাংসভোজি জন্তুও মাংসাহার পরিত্যাগ

করিয়া তৃণ ভক্ষণদ্বারা প্রাণ রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু জন্তুর আহারানুসারে যদ্যপি উদরীয় রসের কিঞ্চিৎ অন্যথা হয়, তথাপি জন্তু সকলের মধ্যে জাতিভেদে সেই-রসের শক্তির প্রভেদ স্পষ্টরূপে জানা যায়। কুক্কুরের উদরে কঠিনতর অস্থি যদ্রূপ অল্পকাল মধ্যে পাক হইয়া যায়, তদ্রূপ আলু কিম্বা শাকাদি হয় না, কিন্তু মেষ এবং গবাদির উদরে শাকাদি শীঘ্র জীর্ণ হয়, মাংস পরিপাক প্রায় হয় না। জন্তু সকলের জাতিভেদ আকার দ্বারা যেমন জানা যায়, তদ্রূপ উদরীয় রস দ্বারাও জানা যায়, এবং প্রত্যেক জন্তুর আকার ও উদরীয় রস তাহাদের ব্যবহারোপযুক্ত হয়। আর অনেকানেক জন্তুতে দন্তের বিশেষ আকার অনুসারে উদরীয় রসও বিশেষ হয়। তৃণভোজি জন্তুদিগের দন্ত মাংসাশি জন্তুদের দন্ত হইতে বিভিন্ন, এবং ঐ উভয় প্রকার জন্তুর দন্ত তাহাদিগের আহার ও উদরীয় রসের উপযুক্ত। যে ব্যক্তি এই সকল আশ্চর্য্য সৃষ্টি দেখিয়াও বলে, এ সকল আপনা হইতে হইয়াছে, সে কেবল আপনাকে উপহাসাস্পদ করে।

আহারীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ ও ছিদ্রযুক্ত ধাতুময় নলী উদর মধ্যে রাখিলে উদরীয় রস সেই নলীস্থিত আহারীয় দ্রব্যকে ও জীর্ণ করিতে পারে। ঐ রস জীবৎদশাতে উদ-রের ক্ষতি করে না, প্রাণ বিয়োগানন্তর কখন ২ উদরের চর্ম্মকে নষ্ট করে। উদরীয় রস তৃণ ও মাংসাদি সকল আহারীয় দ্রব্যকে জীর্ণ করিয়া কাইম অর্থাৎ পঙ্কবৎ কোমল করে। তাহা হইলে আহারীয় দ্রব্য উদর হইতে

নাড়ী ভূঁড়িতে যাইতে পারে। ভক্ষিত দ্রব্য সকল উদর মধ্যে উত্তমরূপে পরিপাক হইলে পর পাইলোরস অর্থাৎ উদরের নীচস্থ দ্বার দিয়া নাড়ী ভূঁড়িতে যায়। কিন্তু যদ্যপি উত্তমরূপে পরিপাক না হয়, তবে পাইলোরসের স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা জীর্ণ হইবার জন্যে পুনর্ব্বার উদরে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ কাইম নাড়ী ভূঁড়ির মধ্যে পিত্ত এবং পানক্রিয়েটিক যুস্ নামক বিশেষরসের সহিত মিশ্রিত হয়। ফলতঃ নাড়ী ভূঁড়ীর গোড়া অবধি শেষ পর্য্যন্ত নানা রস ঐ কাইমে মিশ্রিত হয়। এই সকল রস ও নাড়ী সকলের শক্তি দ্বারা কাইমের এক অংশ কাইল অর্থাৎ অন্নরস হয়। এবং ঐ অন্নরসের এক অংশ লাক্তিয়াল নামক বিশেষ ২ নলীতে গৃহীত হইয়া তাবৎ শরীরে ভ্রমণ করে, অবশিষ্টাংশ বিষ্ঠা হইয়া নির্গত হয়।

এতদ্রূপে অনেকানেক ভিন্ন ২ উপায় দ্বারা এই আশ্চর্য্য কার্য্য হইতেছে, এবং ঐ সকল উপায়ের আনুকূল্য ও সাহায্য দ্বারা শরীরের পরিপোষণ হয়। আহারীয় দ্রব্যের চর্ব্বণ ও গিলন এবং উদরস্থ হওনের পূর্ব্বে মুখরস দ্বারা আদ্র হওন, ও উদর মধ্যে উদরীয় রসের পাচক শক্তি দ্বারা অবস্থা পরিবর্ত্তন, ও উদর হইতে নির্গত হওনানন্তর আর এক নূতন অবস্থা প্রাপণ, এবং বিষ্ঠাংশ হইতে অন্নরসের প্রভেদ হওন, এবং লাক্তিয়াল নাড়ী সমূহে ঐ অন্নরসের প্রবেশ, ও রক্তেতে মিশ্রিত হওন, এবং শরীরে উক্ত রসের লীন হওন, এবং নাড়ী ভূঁড়ির পেরিস্তালতিক নামক গতি বিশেষ, এবং ঐ নাড়ীভূঁড়িস্থ দ্রব্যসকলের

কটূক্ত্যাদি দ্বারা নাড়ীর চর্ম্মের হানিনিবারণার্থে সতত রসবিশেষের নির্গম, এই সকল ব্যাপার অতি আশ্চর্য্য, এবং ইহার দ্বারা জগদীশ্বরের অনুপম সৃষ্টি কৌশল এবং অসীম করুণা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইতেছে। হায় ২ মনুষ্যের শরীর কিবা আশ্চর্য্য যন্ত্র; এবং মানব শরীরস্থ আহার পরিপাক করণ ও রক্ত প্রচালন ও রক্তকে মাংসাদিতে লীনকরণরূপ যন্ত্র কিবা আশ্চর্য্য। মানবদেহ অতি চমৎকার রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং সেই শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার অসীমজ্ঞান এবং দয়া স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

উক্ত প্রসঙ্গের সার কথা এই। কোন ব্যক্তি মানবদেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করুক, এবং অস্থি সকলের আকার ও ঘটনা ও সংযোগ, পরে মাংসপেষীর উৎপত্তি সংযোগ বল এবং কার্য্য, পরে চক্ষু কর্ণ নাসিকা রসনা ও সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্তত্বক, পরে চিবুক উদর এবং অন্যান্য নাড়ী ভূঁড়ির আকার, পরে ফুসফুসির ঘটন ও কার্য্য এবং শব্দকরণের যন্ত্র বিবেচনা করুক। এই সকল আশ্চর্য্য সৃষ্টি বিবেচনা করিয়া সে ব্যক্তি যদি রচনাকারের অসীম বুদ্ধি জ্ঞান ও দয়া স্পষ্টরূপে দেখিতে না পায়, তবে তাহাকে নিতান্ত অজ্ঞান ও পাপমগ্ন বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি সত্যতা অনুসন্ধান করিতে বিরত নহে, এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ অগ্রাহ্য করে না, সে আপন দেহের ঘটনা বিবেচনা করিয়া গীত পুস্তকে লিখিত বচনানুসারে অবশ্য বলিবে, আমি ভয়ানক ও আশ্চর্য্য রূপে নির্ম্মিত হইয়াছি।

অপর আহারদ্বারা যদ্রূপ শরীর পরিপোষণ হয় নিদ্রা দ্বারা তদ্রূপ শরীর ও মন উভয়ের বিশ্রাম জন্মে। নিদ্রারূপ নিগূঢ় ব্যাপার কি প্রকারে হয়, তাহা মনুষ্যের বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু নিয়মিত কালে নিদ্রা না হইলে জীবন রক্ষা হয় না। এবং তদ্দ্বারা বড় উপকার জন্মে। পৃথিবীর দিবসিক গতি এবং মনুষ্যের নিদ্রা ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ আছে, কেননা সেই উভয় এক সৃষ্টিকর্ত্তারই নিযোজিত।

৩৭ সংখ্যা।

হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক প্রসঙ্গ।

দশকোটি মনুষ্যের বাসস্থান ও অত্যন্ত বিস্তৃত যে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্য তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছায় পৃথিবীর পশ্চিমান্তভাগস্থ এক ক্ষুদ্র উপদ্বীপবাসি জাতির যে অধীন হইয়াছে, ইহার অবশ্য কোন ভারি কারণ থাকিবে। এবং ভারত বর্ষ ও তচ্চতুর্দিকস্থ বহুপ্রজ দেশ সকল বহুকালাবধি দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, এবং সম্প্রতি ইউরোপীয় লোকেরা দূরদেশস্থ লোকদের উপকার করণে উদ্যোগ করিতেছে, এবং পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যের মধ্যে কেবল গ্রেটব্রিটেন দেশের লোকেরা ভারতবর্ষীয় লোকদিগের অজ্ঞানতা ও অধর্ম্ম দূর করিতে পারে, এই সকল বিবেচনা করিলে বিজ্ঞ ও পরহিতৈষি লোক আরও দৃঢ়রূপে অনুভব করিবে, যে ঈশ্বর কোন বিশেষ কারণ প্রযুক্ত ভারতবর্ষ ইংরাজদের

অধীন করিয়াছেন। সংপ্রতি এই সকল ঘটনার সংমিলন দেখিয়া এই বোধ হয়, যে জগদীশ্বর এইক্ষণে পৃথিবীর পূর্ব্বভাগস্থ লোকদিগের কোন মহান উপকার করণে মানস করিয়াছেন, এবং যে ঘোরতর অজ্ঞানতা তিমিরে এই সকল দেশ উত্তরোত্তর আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা ঈশ্বরেচ্ছায় জ্ঞানি লোক দ্বারা বিনষ্ট হইবেক, যেহেতু এই দেশ মনুষ্যের উৎপত্তিস্থান, এবং এই দেশ অন্যদেশাপেক্ষা নদ নদী বৃক্ষ পর্ব্বতাদিতে সুশোভিত, এবং এই দেশে যিহূদীয়দের আদিপুরুষ ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ এবং স্বয়ং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হইয়াছিল। এবং এই দেশেতে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ নিবাসি দেবোপাসকদিগের মন অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে কি পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন আছে, তাহা জানিবার নিমিত্তে এইদেশে বাস, এবং এতদ্দেশীয় লোকদের রচিত গ্রন্থাদি পাঠ, এবং তাহাদের রীতি নীতি ও ব্যবহার এবং উপাসনার নিয়মাদি দর্শন করা আবশ্যক। হিন্দুদি-গের শাস্ত্র ও ধর্ম্ম অদ্যাপি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে প্রবল আছে, অর্থাৎ চীন, তাতার, জাপান, হিন্দুস্থান, ব্রহ্মরাজ্য, ও সাইয়াম ও লঙ্কা প্রভৃতি দেশ নিবাসি কম-বেশ ৪০০,০০০,০০০ চল্লিশ কোটি লোক হিন্দুধর্ম্মানুসারে ঐহিক ও পারত্রিকের কার্য্য সকল নিষ্পন্ন করে। এই বিষয় উত্তম রূপে বিবেচনা করিলে জানা যায়, যে ইহাদিগের রীতি ও ধর্ম্মাদি স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়া অবশ্যই কর্ত্তব্য।

চীনরাজ্যবাসি মনুষ্যদের ধর্ম্ম ও ক্রিয়াদির বিষয়ে

আমরা অদ্যাপি কিছুই জানি না, কেবল ইহা জ্ঞাত আছি, যে তাহারা প্রধানরূপে হিন্দুদেশীয় বুদ্ধদেবের আরাধনা করে, এবং ব্রুহ্মদেশীয়দিগের ন্যায় পূজাদি করে। তাতার দেশীয় লোকেরা লামা নামক এক মনুষ্যকে ঈশ্বরের অবতার মানিয়া তাহার পূজা করে। সে পূজাও হিন্দুধর্ম্ম হইতে হইয়াছে, যেহেতু হিন্দুরা সকলেই অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন মনুষ্যকেই অবতার বলিয়া দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। এবং তাহারা এইরূপে অনেক মনুষ্যকে অবতার করিয়া মানে। আসিয়াটিক রিসার্চ্চ নামক গ্রন্থের সপ্তমভাগ পাঠ করিলেই পাঠকবর্গ ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেক। হিন্দুস্থান মধ্যস্থ কোন এক দেশে এক ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে বংশানুক্রমে এক জন জীবৎ দেবতারূপে মান্য হয়, ইহার বিবরণ ঐ গ্রন্থে দৃষ্ট হইবেক। ব্রুহ্ম ও সাইয়াম প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা যে বুদ্ধ দেবের পূজা করে, সে হিন্দুদের দশ অবতারের মধ্যে এক অবতার। এবং কেহ২ এমন অনুভব করে, যে পূর্ব্বে হিন্দুরা সকলেই বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল।

এই সকল বিবেচনা করিলে স্থির হয়, যে পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্য অদ্যাপি হিন্দুধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া হিন্দুশাস্ত্রের মত ও ধর্ম্মানুসারে চলে, এবং পরমেশ্বরের স্বভাব, ও তৎকর্তৃক জগতের শাসন, ও তাহার সহিত মনুষ্যদের মিলন, ও তাঁহার উপাসনার নিয়ম, ও তাঁহার আজ্ঞার উপযুক্ত পালন, এবং মনুষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক অবস্থা ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুতর বিষয় সকলে তাহারা ব্রাহ্মণ

কল্পিত মত আশ্রয় করে। অতএব যে কল্পিত ধর্ম্মের বিধ্যনুসারে পৃথিবীর অর্দ্ধেক মনুষ্য ব্যবহার করে, তাহার গুণাগুণ জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

হিন্দুদেশীয় পণ্ডিত লোকদের যে মত তাহা ইতর হিন্দুদিগের ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। পণ্ডিতদিগের মতানুসারে নিরঞ্জন নির্ম্মল ও নির্গুণ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সত্য, তদ্‌ভিন্ন যত পদার্থ আছে তাহা অসার ও মিথ্যা। সেই ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপে স্বয়ং বিদ্যমান. এবং তিনি জগতের সহিত কোন প্রকারে লিপ্ত না হইয়াও সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন।

অপর তাঁহারা ইহাও কহে, যে দেহের সহিত আত্মার সংযোগই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের বীজ, এবং এই অবস্থা হইতে মুক্ত হওনার্থে চেষ্টা করা মনুষ্যদের অত্যাবশ্যক।

বিবেক ও বৈরাগ্য জনক যে ব্রহ্মজ্ঞান, সেই দেহ হইতে জীবের মুক্তি প্রাপণের অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হওনের একমাত্র পথ। এইরূপ জ্ঞানপ্রাপণেচ্ছু ব্যক্তিরা বস্তুমাত্রকে ব্রহ্মজ্ঞান করে, এবং সংসারে ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কোন বস্তু দেখে না; তাহাতে তাহারা তাবৎ অনিত্য বস্তুর চিন্তা পরিত্যাগ করত ব্রহ্মেতে একাগ্রচিত্ত হয়; এবং তাহারা যোগাভ্যাস দ্বারা সম্যক প্রকারে বাসনারহিত হয়, এবং জগতীস্থ সর্ব্বপদার্থকে সমান জ্ঞান করে; এবং কামাদি রিপুচয়কে জয় করে; এবং দেহের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া ও মুক্ত প্রায় হয়, এবং দেহ সম্বন্ধীয় কার্য্যাদি

আর করে না। ঘটস্থ বায়ু ঘট ভগ্ন হইলে যদ্রূপ আকাশস্থ বায়ুতে লীন হয়, এবং জলবিন্দু যেমন সমুদ্রেতে লীন হয়. তদ্রূপ সেই যোগির প্রাণ দেহ ত্যাগানন্তর পরমাত্মাতে লীন হয়।

এইরূপে যোগিদিগের বনমধ্যে কাল যাপন এবং বৈরাগ্য ও মুক্তি প্রাপ্ত্যর্থে নানা ভয়ানক যন্ত্রণা দেওন বিষয়ক বিবিধ আশ্চর্য্য বিবরণ হিন্দুদিগের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে তদ্রূপ যোগী নাই, কিন্তু যোগির বেশ মাত্র ধারী অনেক ভিক্ষুক দৃষ্ট হয়, তাহারা বৈরাগ্য আশ্রয় ও বনবাসের চিহ্ন স্বরূপ ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান ও মস্তকে তাম্রবর্ণ জটাভার ধারণ করে। কতক সন্যাসিকে উলঙ্গ দেখা যায়, তাহাতে তাহারা আপনাদিগকে জিতেন্দ্রিয় জানায়; কোন২ সন্যাসী যাবজ্জীবন মৌনব্রতাবলম্বন করিয়া জানায়, যে তাহাদের মনুষ্যের সহিত আর কোন সম্বন্ধ নাই। অপর কোন যোগ নানা বিধ ভয়ানক ও অত্যন্ত কঠোর শারীরিক ক্লেশ সহিয়া আপনাকে বেদনারহিতের ন্যায় অত্যন্ত সহিষ্ণু জানায়। উক্ত ভিক্ষুকেরা আপনাদিগের জিতেন্দ্রিয়তা প্রকাশার্থে বৈরাগী ও সন্ন্যাসী ইত্যাদি নাম গ্রহণ করে। কিন্তু বাস্তবিক ঐ যোগিগণের আচরণ দৃষ্টে এই বোধ হয়, যে এতদ্দেশীয় অন্যান্য তাবৎ লোকাপেক্ষা তাহারাই কামাদির নিতান্ত অধীন। অতএব এখনকার হিন্দুরা কোন প্রকারেই মুক্তি প্রাপ্ত ও ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারিবে না,

কেননা শাস্ত্রোক্ত বিধ্যনুসারে কেহই বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করে না। অপর হিন্দু ধর্ম্মানুসারে ভক্তি দ্বারাও জ্ঞান ও বৈরাগ্য ও মুক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু ইদানীন্তন কেহই মুক্তি প্রাপ্ত হয় না, ইহাতে বোধ হয়, হিন্দুদের ভক্তি প্রকৃত নয়, কিম্বা তাহার ফল হঠাৎ প্রকাশ হয় না।

হিন্দুদের মধ্যে অন্যাপেক্ষা কেহ২ ধর্ম্মনিষ্ঠ আছে, বিশেষতঃ যাহারা এই সংসার বিষয়ে বিরক্তচিত্ত হইয়াছে, তাহারা কখন চারি প্রহর পর্য্যন্ত মালা হাতে করিয়া কোন দেবতার নাম জপ করে, কিম্বা তাহারা বারানসী প্রভৃতি তীর্থস্থানে বাস করিয়া কৈলাশ প্রাপ্তির আশয়ে দেবোপাসনায় কালযাপন করে। অন্যান্য ব্যক্তিরা স্বর্গ অথবা যোগির জন্ম প্রাপণাশায় যাবৎজীবন তীর্থ দর্শন ও দেবার্চ্চনায় কাল হরণ করে। পুনর্জ্জন্মে উচ্চপদ ও শেষে মুক্তি কিম্বা স্বর্গীয় সুখ পাইবার নিমিত্তে অন্যান্য পুণ্য কর্ম্মের বিধিও হিন্দুধর্ম্মে দৃষ্ট হয়, যথা ব্রাহ্মণে বহুদান, পুষ্করিণী খনন, তীর্থগমনার্থে রাজপথ কিম্বা গঙ্গাতীরে ঘাট প্রস্তুত করণ, এবং পথিকদিগকে ছায়া দানার্থে ও আহারার্থে বৃক্ষাদি রোপণ করণ।

ঐ মুক্তি পাইবার নিমিত্তে অনেকে প্রয়াগে ও অন্যান্য স্থানে সুস্থ শরীরেও জলে ঝাঁপ দিয়া মরে, এবং বিধবাগণও ঐ পরম পদ পাইবার আশয়ে স্বামির চিতারোহণ করে, কেননা শাস্ত্রে উক্ত আছে, যে স্ত্রীলোকেরা সহগমন

করে, তাহারা ও তাহাদের স্বামিরা এবং এই উভয় কূলের সাত পুরুষ পর্য্যন্ত দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গে গিয়া তিনকোটি ৩০,০০০,০০০ বৎসর সুখভোগ করে। স্ত্রীলোকেরা এই শাস্ত্রীয় বচনে ভ্রান্ত হয়, এবং তাহারা জানে, স্বামির সহিত না মরিলে আমাদিগকে গৃহের দাস্য কর্ম্ম করিতে ও চিরকাল বৈধব্য দশাতে থাকিতে হইবে, এই জন্যে অনেক স্ত্রীলোক বৎসর২ স্বামির সহিত প্রাণ ত্যাগ করে।

হিন্দুধর্ম্ম কেমন ও তাহার ফল কি, তাহা পশ্চাৎ লিখিত বৃত্তান্ত দ্বারা আরও স্পষ্টরূপে জানা যাইবে। সংপ্রতি ইংলণ্ডদেশস্থ পূর্ব্বে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানে বাসকারি এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ প্রয়াগে থাকিবার সময়ে কি দেখিয়াছিল, তাহা বলি শুন। এক দিন প্রাতঃকালে সেই সৈন্যাধ্যক্ষ গবাক্ষ দ্বারে বসিয়া গঙ্গা নদীর দিগে দৃষ্টি করিয়া ষোল জন স্ত্রীলোককে জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মঘাতী হইতে দেখিল। এই ভয়ানক দর্শনে সে প্রায় মূর্চ্ছাগত হওয়াতে স্থানান্তরে গেল। বোধ হয়, সে সাহেব সেখান হইতে না গেলে ঐ রূপে আরও অনেক স্ত্রীলোককে আত্মঘাতী হইতে দেখিতে পাইত। সেই স্ত্রীলোকেরা রজ্জুতে বদ্ধ এক২ বড় কলসী স্কন্ধে করিয়া নদীর ধারে আইল। পরে এক জন ব্রাহ্মণ তাহাদের সহিত নৌকারোহণ করিয়া মধ্যস্থানে গিয়া তাহাদিগকে জলে নামাইয়া কিছু ক্ষণ ধরিয়া থাকিল, আর ঐ স্ত্রীলোকেরা আপন২ কলসী জলে পূর্ণ করিলে তাহা-

দিগকে ছাড়িয়া দিল, তাহাতে তাহারা ডুবিয়া গেল। তাহার পর তাহাদের আর কোন চিহ্ন দৃষ্ট হইল না, কেবল নীচে হইতে কএক জলবিম্ব উঠিল।

কলিকাতা নিবাসি ডাক্তর রবিনসনের প্রয়াগে বাস করিবার সময়ে গঙ্গানদীর সেই স্থানেতে বার জন পুরুষ নৌকায় চড়িয়া গিয়া জলে নামিয়া আত্মঘাতী হইয়াছিল। তাহাদের প্রত্যেক জন আপন ২ গাত্রে এক ২ খান বাঁশ বান্ধিয়া ঐ বাঁশের দুইধারে দুইটা বড় ২ কলসী বদ্ধ করিয়াছিল, পরে তাহারা জলে নামিলে কলসী যত ক্ষণ শূন্য রহিল, ততক্ষণ তাহারা ভাসিয়া থাকিল, কিন্তু তাহাদের হাতে এক ২ টা বাটী ছিল, তাহারা সেই বাটীতে নদীর জল তুলিয়া ঐ দুই কলসীতে ঢালিয়া দিল, তাহাতে ক্রমে ২ কলসী পূর্ণ হইয়া ডুবিলে তাহারাও ডুবিয়া গেল। সেই বার জনের মধ্যে এক জন মনের চাঞ্চল্য বশতঃ কূলের দিগে সাতারিয়া যাইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া নৌকাস্থ ব্রাহ্মণেরা তাহাকে ধরিয়া আনিতে ও জলে ডুবাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে পলাইয়া থানাতে গিয়া রক্ষা পাইল, তাহাতে ব্রাহ্মণেরা কৃতকার্য্য হইল না।

১৮১৫,১৮১৬,১৮১৭ শালে বিধবাদের সহমরণ বিষয়ে বঙ্গদেশীয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা গণনা করিয়া কলিকাতার সদর দেওয়ানি আদালতে সতীর হিসাব পাঠাইয়াছিল, তাহাতে এই জানা গেল। ১৮১৭ শালে বঙ্গদেশের মধ্যে ৭০৬ সাতশত ছয় জনা স্ত্রীলোক সহগমন

করিল; কিন্তু বোধ হয়, এই সংখ্যা হইতে আরো অধিক সহগমন হইয়া থাকিবে, কেননা হিন্দুজাতীয় থানাদারদিগকে এবং মৃত স্ত্রীলোকদের গৃহস্থ লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ গণনা স্থির করিয়াছিল, তাহাতে যে প্রকৃত গণনা হইল, এমত বোধ হয় না।

এই রূপে হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা বৃথা কার্য্যে কালযাপন করে, পরে ভয়ানক রূপে আত্মঘাতী হয়, এই হিন্দুধর্ম্মের আর এক ভয়ানক ফল।

কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে প্রায় পোনের আনা লোক উপরোক্ত সন্যাস ও ধ্যান ধারণাদি না করিয়া সামান্য দেবপূজাদি ও সর্ব্বত্র চলিত যে ক্রিয়াদি তাহা করে। অতএব হিন্দুধর্ম্মের ফলাফল জানিবার জন্যে ঐ সকল ক্রিয়া বিবেচনা করিতে হয়। দিবসিক স্নান, ও ইষ্টদেবার্চ্চনা, শালগ্রাম কিম্বা শিবলিঙ্গের পুজা, গুরু ও ব্রাহ্মণের সেবা, মাসিক কি বার্ষিক নিয়মিত সময়ে দেবদেবীর আরাধনা, শাস্ত্র পাঠ, দেবতার নাম জপ, তীর্থযাত্রা, শ্রাদ্ধ, অন্ত্যেষ্টি ইত্যাদি নানা ক্রিয়াতে ঐ সকল লোকদের ধর্ম্মসাধন হয়। এই চলিত ধর্ম্ম বিবেচনা করিলে ও জ্ঞাত হইলে আমরা হিন্দুস্থানবাসি লোক সাধারণের মতামত বুঝিতে পারি।

ইউরোপীয় লোকদের মন জ্ঞানোপার্জ্জনে যেমন সক্ষম, হিন্দুলোকদের মনও তেমনি সক্ষম, তাহার কোন সন্দেহ নাই। মনের মধ্যে মহৎ কর্ম্মের কল্পনা ও সাহস পূর্ব্বক সেই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করা হিন্দুদের ক্ষমতা

যদ্যপি না থাকুক, তথাপি তাহাদের মনের কত শক্তি, তাহা এখন সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হয় নাই, কেননা তাহার পরীক্ষা কখন হয় নাই, কিন্তু অন্যান্য লোকদের সম্ভ্রম দেখিয়া তাহাদের তুল্য হওন ও বিপক্ষদলকে বুদ্ধি ও বক্তৃতা দ্বারা পরাস্ত করণের উদ্যোগরূপ অগ্নি হিন্দুদের মনে কখন প্রজ্বলিত হয় নাই, আর স্বদেশ রক্ষা করণেচ্ছা ও মহাসভার প্রশংসা ও বক্তৃতার বজ্রতুল্য শক্তি দ্বারা তাহাদের মন জাগ্রৎ হয় নাই, আর বিদেশীয় লোকদের সহিত আলাপ ও দূরদেশে জলে স্থলে যাত্রা দ্বারা তাহাদের মনের শক্তি কখন বৃদ্ধি পায় নাই। ঐ সকল উপায় দ্বারা ও শত ২ বৎসর পর্য্যন্ত জ্ঞানরূপ সূর্য্যেতে দেদীপ্যমান হওয়াতে ইউরোপীয় লোকদের মন ঐ আশ্চর্য্য শক্তি বিশিষ্ট ও ক্ষমতাপন্ন হইয়াছে। হিন্দুদিগের মন সহস্র ২ বৎসর জ্ঞান সূর্য্য দূরে থাকুক জ্ঞানরূপ ক্ষুদ্র তারার দীপ্তি ও না পাইয়া ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে এখন পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতেছে।

বালকদের মন সচৈতন্য ও বুদ্ধিবিশিষ্ট হওনের পূর্ব্বেতে চতুর্দ্দিকস্থ নানা বস্তুর আকার ধারণ করে, এবং তাহা দেখিতে অভ্যাস করে, তাহাতে বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে সে বিষয় দেখিতে ও শুনিতে পাইলে ঘৃণা জন্মিতে পারে, সেই বিষয় বালক কালাবধি দেখিলে ও শুনিলে গ্রাহ্য ও প্রিয় হয়। অতি সভ্য ও অতি জ্ঞানবান লোকদের মধ্যে এই রূপ ঘটে, আর ইহাদের মধ্যে যদি ঘটে, তবে যেখানে অজ্ঞান ও অধর্ম্ম রূপ ঘোর অন্ধকার মনুষ্যদের

মনশ্চক্ষুকে নিস্তেজ করিয়াছে, সেই দেশে কি এইরূপ ঘটিবে না। দেখ, হিন্দুরা নানা প্রকার বস্তুকে অতিশয় প্রিয়জ্ঞান করে, কেননা শিশুকালাবধি তাহারা সেই সকল বস্তুতে ব্যবহার করিয়াছে, যদি তাহারা ১৫ কিম্বা ২০ বৎসর বয়সে সেই সকল বস্তুকে হঠাৎ দেখিতে পাইত, তবে কি জানি তাহার ব্যবহার অগ্রাহ্য করিত। কিন্তু কোন২ বস্তু বালককালাবধি হিন্দুদিগের মনেতে রোপিত ও নিবদ্ধ হয়, তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

নিকটস্থ বস্তু সমূহের আকার প্রায় মনুষ্যদের মনেতে শিশুকালে প্রবিষ্ট হইয়া বুদ্ধি ও বিবেচনার মূল ও বীজ স্বরূপ হয়, আর ঐ বস্তু সকলের ভিন্নতা অনুসারে মনুষ্যদের মধ্যে ভিন্ন মত ও হয়; এই জন্যে গ্রাম নিবাসি ও বৃহৎ নগর নিবাসি লোকদের মন এবং ভিন্ন২ ব্যবসায়কারি লোকদের মন এবং সমান ভূমিস্থ ও পর্ব্বতবাসি লোকদের মন ভিন্ন২ হয়।

সেই প্রকার হিন্দুলোকদের মনও বিশেষ হয়। দেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্র হিঁন্দুযুবকেরা পুস্তক বিশেষের অতিশয় প্রশংসা শুনিতে পাইতেছে, কেননা লোকে বলে, ঐ পুস্তক অনাদি অথবা ঈশ্বরের মুখ হইতে নির্গত, তাহা সৃষ্টির প্রথমাধি অদ্যপর্য্যন্ত বর্ত্তমান, তাহা এমন পবিত্র যে ব্রাহ্মণ বিনা কেহ পাঠ করিতে কি শ্রবণ করিতে পারে না, ঐ পুস্তক পূর্ব্বকালীন মুনিদের জ্ঞানদায়ক ও দেবতুল্য সহস্র২ যোগিদের আদরণীয় ও কোটি২ লোকদের ধর্ম্ম মূল; এ সকল শুনিয়া হিন্দুযুব-

কদের সেই পুস্তকে বিশ্বাস জন্মে। পরে দেবতার উদ্দেশে স্থানে২ অসংখ্য মন্দির স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে প্রায় দেবতুল্য মান্য পুরোহিতেরা দিন২ পূজা করে, নগর নদী মানুষাদি প্রায় সকল বস্তু দেবতার নামানুসারে বিখ্যাত আছে,তাহাতে সকল দেশ এক প্রকার দেবগণের বাসস্থান রূপে গণ্য হইতে পারে। পর্ব্ব ও আড়ম্বর যুক্ত যাত্রা দেবতাদের উদ্দেশে হইতেছে, পুস্তক সকলে দেবতাদের প্রশংসা আছে, গীত ও যাত্রা দ্বারা দেবতাদের ঈশ্বরীয় শক্তি ও অতি আশ্চর্য্য ক্রিয়া বর্ণন করে, আর যেখানে২ কোন সভা হয় সেই২ স্থানে সেই দেবতা বিষয়ক নানা গল্প উত্থাপন হয়; এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া হিন্দু যুবলোকদের মনে দেবগণের প্রতি অবশ্যই আদর জন্মিতে পারে।

তাহারা আপন২ পুরোহিতদিগকে দেবতারূপে মান্য করে, কেননা সকল লোক বলে, ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্ম শাস্ত্রের রক্ষক, তাহারা ব্রহ্মার মস্তক হইতে উৎপন্ন হয়, কেবল তাহারাই ধর্ম্ম ক্রিয়া সকল সম্পন্ন ও সফল করিতে পারে, তাহারা দেবগণের মুখ, মনুষ্যদের সুখ দুঃখ তাহাদের হস্তগত, নগর ভ্রমণ কালে সকলেই হাত উঠাইয়া তাহাদিগকে প্রণাম করে, কেহ২ বাটীতে জল লইয়া দৌড়িয়া তাহাদিগকে নিবেদন করে, অনুগ্রহ করিয়া পাদোদক দিউন, পরে তাহারা সেই পাদোদক আদর পূর্ব্বক পান করে। পরে শাস্ত্রেতে লেখা আছে, এবং সহস্র২ লোক বলে, যে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা ঈশ্ব-

রীয় শক্তি বিশিষ্ট হইয়া অতি আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে পারিত।

সেই যুব হিন্দু লোকেরা যে কোন দিকে দৃষ্টি করুক, কেবল শাস্ত্রের লিখনানুসারে জগতের সৃষ্টি দেখে, আর যত দৃষ্টি ও শ্রবণ ও অনুসন্ধান করে, তত কেবল মন্দির, দেবতা, পুরোহিত, আর ঐ মন্দিরে ভজনাকারী ও দেবতাদের আরাধনাকারী ও পুরোহিতদের মুখহইতে ধর্ম্ম উপদেশ গ্রহণকারী ও যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মক্রিয়াপালনকারী কোটি২ লোক দেখিতে পায়। তৎপ্রযুক্ত তাহারা অন্য কোন মত জ্ঞাত না হওয়াতে আপনাদের মত মীমাংসা করণে অশক্ত হইয়া স্বজাতীয় ধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে যে গ্রাহ্য করে ইহাতে আশ্চর্য্য কি।

এবং যে ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়গণের গোচর, ও দেবতুল্য মান্য পুরোহিত কর্ত্তৃক পালিত হয়, ও যে ধর্ম্মেতে বাদ্য নৃত্য ও কামাদি বর্দ্ধক নানা সুদৃশ্য ও মনোহর ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, এমন ধর্ম্মে যে যুব লোকদের মন মুগ্ধ হয়, ইহা আশ্চর্য্য নয়।

আর তাহাদের মনেতে পরকালের ভয় আছে, এ প্রযুক্ত তাহারা ঐ ধর্ম্মকে আর ও দৃঢ় রূপে অবলম্বন করে। তাহারা আপন২ গৃহের সম্মুখে গঙ্গাতীরে বসিয়া দিনে২ অসংখ্য লোককে গঙ্গায় যাইতে দেখে, সেই লোক সকল গঙ্গাকে দেখিবা মাত্র জোড়হাতে তাহার আরাধনা করে, পরে জলে নামিয়া নিয়মিত ক্রিয়াদি করিয়া স্নান করে, এই রূপে আপন২ পাপরূপ কলঙ্ক

হইতে আপনাকে ধৌত করিতে চেষ্টা করে, কেননা তাহারা মনে করে, এ রূপ না করিলে পুনর্জন্মেতে আমাদের পাপক্ষয় হইবে না। কোন২ সময়ে দেখে, একেবারে সহস্র২ লোক অতি ভক্তিভাবে গঙ্গার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, এবং ব্রাহ্মণেরা সংকেত করিবা মাত্র শুভক্ষণ জানিয়া অবগাহন করে। অন্য২ সময়ে ঐ গঙ্গার তীরে অন্য লোকদিগকে দেখিতে পায়, তাহারা ম্রিয়মাণ এক ব্যক্তিকে আনিয়া অতি যত্ন পূর্ব্বক তাহার সেবা করে, এবং তাহার পরকালের জন্যে ঐ পবিত্র গঙ্গার জল ও কাদা লইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক নিয়মিত কার্য্য করে; ঐ ব্যক্তি মরিলে পর তাহার কুটুম্বেরা তাহার শরীর দগ্ধ করিয়া চিতা অবধি নদী পর্য্যন্ত এক নালা খুদে, ঐ নালা দিয়া তাহারা মৃত দেহের ভস্ম সকল ঐ নদীর পবিত্রতাজনক জলে ভাসাইয়া দেয়। অন্য সময়ে দেখে, কোন২ ব্যক্তি মৃতকুটুম্বের উদ্ধারার্থে তাহার শরীরের এক অস্থি লইয়া আসিয়া গঙ্গাতে নিক্ষেপ করে, কেননা সেই কুটুম্ব দূরতা প্রযুক্ত আপনি আসিয়া গঙ্গাতীরে প্রাণ ত্যাগ করিতে পারে না। অন্য লোকেরা গঙ্গাদেবীর জল লইয়া হাঁড়িতে করিয়া স্কন্ধের উপরে শত২ ক্রোশ দূরে বহিয়া লইয়া যায়, কেননা তাহারা মনে করে, এ জল ব্যতিরেকে ধর্ম্ম ক্রিয়া সকল উত্তম রূপে হয় না। আর তাহারা আপন২ পরিবার ও বন্ধু বান্ধবদের মুখে গঙ্গার আশ্চর্য্য শক্তি বিষয়ক নানা প্রকার গল্প শুনিতে পায়। এই সকল দেখিয়া ও

শুনিয়া তাহারাও অন্যান্য লোকদের সহিত দণ্ডবৎ হইয়া ঐ দেবীর পূজা করে, কেননা তাহার জলে ইহ কালে সকলের প্রাণ জুড়ায় ও পরকালে স্বর্গীয় সুখ প্রাপ্তি হয়।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মক্রিয়া সকল উত্তম রূপে পালন করে সে পুনর্জ্জন্মেতে উত্তম পদ পাইবে, যে ব্যক্তি সেই ক্রিয়া সকল পালন না করে, সে অধম পদ পাইয়া কোন পশু হইয়া জন্মিবে, তাহা হইলে ৬০,০০০,০০০ ছয় কোটি জন্মের পর আরবার মনুষ্য হইয়া জন্মিবে, আর যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে একেবারে তুচ্ছজ্ঞান করে, সে অধঃপতিত হইয়া ঘোরতর শাস্তি ভোগ করিবে। হিন্দুমতে ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলাফল সকল প্রায় ইহকালে দৃষ্ট হয়, কেননা হিন্দুরা বলে, মনুষ্য পশু বৃক্ষাদির যে সুখ দুঃখ সে সকল পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল। ধর্ম্মজন্য পুরস্কার পাপ জন্য শাস্তি ইহকালে দেখিয়া বোধ হয়, তাহাতে লোকেরা পাপ করিতে অত্যন্ত ভয় করিবে। কিন্তু তাহা কখন হয় না। পূর্ব্বজন্মকৃত পাপপুণ্যের ফল দিন২ দৃষ্ট হওয়াতে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি, কি পাপে ভয় কিছুই জন্মে না। তাহাতে কেবল এই ফল হয়, যে লোকেরা কখন কোন ব্যক্তির দুঃখ দেখিয়া কৌতুক ভাবে বলে, ইনি পূর্ব্ব জন্মের পাপ ভোগ করিতেছে।

হিন্দুস্থান নিবাসি অধিকাংশ মনুষ্যদের কেমন ধর্ম্ম, আর সেই ধর্ম্মহইতে ইহকালে ও পরকালে কিপ্রকার ফল উৎপন্ন হয়, তাহা বলিলাম। ঐ ধর্ম্ম পালন করিলে যে মনে সুচিতা জন্মে তাহা অসম্ভব, এবং পাপদ্বারা

যে দুঃখ ও পুণ্যদ্বারা যে সুখ জন্মে, তাহা ইহকালে দৃষ্ট, এবং অনিত্য প্রযুক্ত তাহাহইতে পাপে ভয় ও পুণ্যে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না।

অতএব যে হিন্দুধর্ম্ম মনুষ্যদের মধ্যে অতি বুদ্ধিমান কত্রক ব্যক্তি কল্পনা করিয়াছে ও অধিকাংশ লোক ৩০০০ বৎসর পালন করিয়াছে, সেই ধর্ম্মহইতে উক্ত তাবৎ ফল জন্মে, অর্থাৎ তাহাতে ইহকালে পুণ্যকর্ম্ম করণেচ্ছা এবং পরিত্রাণের কোন ভরসাও জন্মে না, কেবল নানা যোনিতে পুনঃ২ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

এই পর্য্যন্ত হিন্দুশাস্ত্রের সংক্ষেপ বিবরণ কহিলাম, সেই শাস্ত্রের বিশেষ অভিপ্রায় এই, যে তাহাতে যোগি-দের ঈশ্বরে লীন হওনের ও অন্য লোকদের ক্রমে ২ সেই পরমপদ প্রাপ্তির পথ জানা যায়।

কিন্তু পুরুষানুক্রমে ঐ ধর্ম্ম যে কোটি ২ লোকের মনে বিরাজমান হইতেছে, তাহাতে সেই সকল লোকের কি রূপ গতি হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

যে ধর্ম্ম অধিকাংশ মনুষ্যকে প্রায় পশুতুল্য অধম বলিয়া অজ্ঞান রূপ কূপে মগ্ন করে, সেই ধর্ম্মকে কোন প্রকারে নির্ম্মল বলা যায় না। হিন্দুলোক সকল ব্যবস্থা-পক ব্রাহ্মণ দ্বারা অধমরূপে গণ্য হইয়াছে। পত্রাদি লেখন ও হিসাবাদি করণ ছাড়া অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা করা তাহাদের নিষিদ্ধ, কেবল ব্রাহ্মণেরা অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে। হিন্দু পাঠশালাতে বালকেরা তোতা পাখির ন্যায় শব্দোচ্চারণ করিতে ও কলের

ন্যায় অক্ষরাদি লিখিতে শিক্ষা পায় এই মাত্র। যাহাতে তাহারা জ্ঞান পাইতে পারে, এমন কোন চেষ্টা কেহ করে নাই, এই জন্যে হিন্দুলোকেরা স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হইয়াও প্রায় জ্ঞানবান ও বিদ্বান হয় না। তাহাদের জ্ঞানরূপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবামাত্র শুষ্ক হইয়া যায়।

অতএব নীতি ও ধর্ম্মরহিত হইয়া হিন্দু যুবকেরা উত্তরোত্তর পাপে মগ্ন হয়, তাহাদের পিতামাতা এবং শিক্ষক সকল জ্ঞানশূন্য হওয়াতে তাহাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিতে পারে না, তাহাতে তাহাদের পাপিষ্ঠ মনের যে দিগে টান, সেই দিগে অনিবারিত রূপে ধাবমান হয়।

পরে হিন্দুযুবক বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু দেশের রীত্যনুসারে তাহারা আপনারা স্ত্রীকে মনোনীত করিয়া বিবাহ করিতে পারে না। তাহাদের পিতামাতা কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি ঘটক হইয়া কন্যা স্থির করে। ঘটকের কর্ম্ম এই, সে নিয়মিত বেতন পাইবার জন্যে গ্রামে২ ভ্রমণ করিয়া বর ও কন্যার চেষ্টা করে। কিন্তু যে২ কন্যাকে ঐ যুবকেরা বিবাহ করে, তাহার মধ্যে অনেকেই সেই যুবকদের তুষ্টিকারী হয় না, এই নিমিত্তে সেই যুবকেরা ধর্ম্মপথ ত্যাগ করিয়া দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতে তাহাদের এবং তাহাদের পরিবারের নানা দুঃখ জন্মে।

পিতামাতা কি শিক্ষক কি প্রতিবাসি লোক কর্তৃক ধর্ম্মপথ শিক্ষিত ও চালিত না হওয়াতে হিন্দুযুবকগণ

সংপূর্ণ রূপে ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া সাংসারিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যে লোকদের মধ্যে অহঙ্কার, কৃপণতা প্রবঞ্চনা, চাতুরী, দুষ্কর্ম্ম প্রবল হয়, এমত লোকদের সহিত ব্যবহার করিয়া তাহারা কি প্রকারে ধার্ম্মিক হইয়া উঠিতে পারে, আর যেখানে লোকাচার কিম্বা রাজব্যবস্থা দ্বারা পাপকর্ম্ম নিবারিত হয় না, এমন স্থানে থাকিয়া তাহারা কিরূপে সদাচারী হইবে।

কেহ২ হিন্দুলোকদিগকে সদাচারী লোক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, কিন্তু যাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রবঞ্চনা রাগ ও কামাদির প্রশংসা বর্ণিত আছে, এবং যাহাদের দেবতারা পাপলিপ্ত, এবং যাহাদের মান্য মুনিগণ নিষ্ঠুর রাগী কামাতুর ও অহঙ্কারী ছিল, এবং যাহাদের পুরোহিত ও ব্রাহ্মণেরা তদ্রূপ হইতে চেষ্টা করে, এবং যাহাদের নিজ ধর্ম্ম ব্যবস্থা অপবিত্রতা জনক, এমন লোকদের সদ্ব্যবহার কি, প্রকারে হইতে পারে। যে দেশ পাপময়, ও যে দেশে মন্দির বেশ্যালয় ও দেবতা পাপাবতার, সে দেশে শুদ্ধাচার কোথায় আশ্রয় পাইবে। আর যে ভূমি পাপ ও অধর্ম্মে পরিপূর্ণ সেই ভূমিতে কিপ্রকারে সদাচাররূপ বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে, যে দেশের ধর্ম্ম পাপজনক হয়, সে দেশের লোক কি প্রকারে ধার্ম্মিক হইতে পারে। যাহাদের দেবতা পুরোহিত ও অন্যান্য সকল লোক পাপ কর্ম্ম করে, তাহারা তাহা জানিয়া শুনিয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, এমন কি মনুষ্যদের মনে ধর্ম্মের দিগে অতিশয় টান আছে?

ব্যভিচার ও নির্দয়তা রূপ যে পাপ তাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বদা বৈধর্ম্মের প্রধান ফল বটে, কিন্তু এই দুই ফল হিন্দুদের মধ্যে যেমন স্পষ্ট দৃষ্ট হয়, তেমন অন্য কোন স্থানে হয় না।

---

৩৭ সংখ্যা।

খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বক্তৃত্বের বিবরণ।

যে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বিষয় বলিতে পারে, তাহাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলে, এই ভাবে খ্রীষ্ট ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন, কেননা তিনি অনেক ভবিষ্যদ্বাক্য বলিয়াছেন, যথা, যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতা, যিরূশালমের নাশ ইত্যাদি; কিন্তু ভবিষ্যদ্বক্তা শব্দের আর এক ভাব আছে; যে ব্যক্তি ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া তাঁহার অভিমত মনুষ্যদিগকে জ্ঞাত করায় ও ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান দেয়, তাহাকেও ভবিষ্যদ্বক্তা বলে, আদিপুস্তকে যে ভবিষ্যদ্বক্তাদের কথা লেখা আছে, তাহারা সেইরূপ ছিল, ও যীশু খ্রীষ্ট ও সেইরূপ; তিনি জগতে আগামি মহাভবিষ্যদ্বক্তা নামে খ্যাত ছিলেন। পরমেশ্বরের স্বভাব ও তাঁহার শাসন, তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য সেবা ও আরাধনা, কুস্বভাব ও পাপ দ্বারা মনুষ্যদের দুরবস্থা, দয়াবান ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিরূপিত মুক্তির নিয়ম, মরণ পরে কর্ম্মের ফল ভোগ, বিচার ও পরকালের জন্যে প্রস্তুত

হওন, এই সকল বিষয়ে মনুষ্যদের যে কিছু জানিবার আবশ্যক, সে সকল প্রকাশ করিতে তিনি এ জগতে আসিয়াছিলেন, এই জ্ঞান তিনি আপন বাক্য অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তকের আদি ও অন্তভাগ দ্বারা, এবং আপন আত্মা অর্থাৎ পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাদিগকে দেন। এই আত্মাতে আকৃষ্ট হইয়া ধর্ম্মপুস্তকের লেখকেরা লিখিয়াছে, এবং এই আত্মা সহায় না হইলে আমরা সেই পুস্তক বুঝিতে ও তাহা আপন ধর্ম্মের ও ব্যবহারের ভিত্তিরূপে মান্য করিতে এবং দুঃখের সময়ে তল্লিখিত বচনে প্রবোধ পাইতে অক্ষম হই; আর ধর্ম্ম ও বিশেষতঃ মুক্তিপথ বিষয়ে আমাদের স্বাভাবিক অজ্ঞানতা বিবেচনা করিলে অবশ্য স্বর্গীয় পিতার ধন্যবাদ করিতে হয়, কেননা তিনি আমাদের অজ্ঞানতা দূর করিতে এবং আমাদের ইহ ও পরকালে কিসে মঙ্গল হয়, তাহা আমাদিগকে জানাইতে যীশুখ্রীষ্টকে প্রেরণ করিয়াছেন। খ্রীষ্টকে ভবিষ্যদ্বক্তা রূপে যদি মান্য করি, ও ধর্ম্মপুস্তক যদি নিত্য২ আলোচনা করি, এবং এই ধর্ম্মপুস্তক দ্বারা যেন আমাদের ইহকালে পুনর্জন্ম ও পুণ্যবৃদ্ধি ও পরকালে গৌরব ও মঙ্গল হয়, এই জন্যে যদি ঈশ্বরের আত্মার সহায়তা প্রার্থনা করি, তবে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে এবং আমরা তাহা করিলে পরকালে মুক্তি পাইব।

---

৩৮ সংখ্যা।

সদ্ব্যবহারের বিবরণ।

জের্মানীদেশের শেষযুদ্ধে অশ্বারোহি সৈন্যদের এক জন অধ্যক্ষ কএক জন সৈন্য সঙ্গে লইয়া অশ্বগণের আহার অন্বেষণ করিতে গেল। পরে সে কোন নির্জন পাহাড়তলীর মধ্যে ক্ষুদ্র এক ঘর দেখিয়া সেখানে গিয়া দ্বারে আঘাত করিল। তাহাতে হেরনহুত্ মতাবলম্বী এক ব্যক্তি বাহিরে আইল; সে এমন বৃদ্ধ যে তাহার দাড়ির চুল সকল সাদা হইয়াছিল। অনন্তর সেনাপতি বলিল, হে পিতা, আমার সৈন্যেরা যেখানে শস্য কাটিতে পারে, এমন ক্ষেত্র আমাকে দেখাইয়া দিউন। সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি বলিল, দেখাইতেছি। পরে সে তাহাদের অগ্রে ২ গিয়া তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া পাহাড়তলীর বাহিরে লইয়া গেল। এক-দণ্ড কাল গেলে তাহারা অতি সুন্দর এক যবের ক্ষেত্র দেখিতে পাইল। সেনাপতি বলিল, এই ক্ষেত্র ভাল, এইখানে শস্য কাটি। কিন্তু সেই বৃদ্ধ বলিল' কিছু কাল থাক, অবশ্য তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। পরে তাহারা আরো আধ ক্রোশ গেলে অন্য এক যবের ক্ষেত্রের কাছে আইল; পরে সৈন্যেরা শীঘ্র নামিয়া শস্য ছেদন ও বন্ধন পূর্ব্বক ঘোড়ার পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল, পরে সেনাপতি বৃদ্ধ ব্যক্তিকে বলিল, হে পিতা, তুমি আপনাকে ও আমাদিগকে নিরর্থক ক্লেশ

দিলা, কেননা প্রথমদৃষ্ট ক্ষেত্র এই ক্ষেত্রাপেক্ষা ভাল ছিল। তখন সে উত্তর করিল, সত্য মহাশয়, কিন্তু সেই ক্ষেত্র আমার নহে। যে ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ঐ বৃদ্ধ মনুষ্যের ধর্ম্মাচরণে প্রফুল্লান্তঃকরণ না হয়, তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই।

---

৩৯ সংখ্যা।

জর্জওয়াসিংটনের বৃত্তান্ত।

আমেরিকা দেশস্থ ইউনাইটেডষ্টেটস নামক দেশের অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত যে জর্জ ওয়াসিংটন, সে যখন ছয় বৎসর বয়স্ক ছিল, তখন কোন ব্যক্তি তাহাকে এক খান কুঠার দান করিল। পরে সে সেই অস্ত্রেতে বড় সন্তুষ্ট হইয়া এদিকে উদিকে গিয়া যেখানে সেখানে আঘাত করিল। পরে সে বাগানে এক চেরিগাছ কাটিয়া কুটিয়া ছাল খসাইয়া এমন ক্ষতি করিল যে সেই গাছের রক্ষা পাইবার আর কোন আশা রহিল না। সেই গাছ তাহার পিতার অতি প্রিয় ছিল। তাহার পরদিন প্রাতঃকালে তাহার পিতা ঐ গাছ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই কুকর্ম্ম কে করিয়াছে, পঞ্চাশ টাকা পাইলেও আমি এই গাছ কাটিতে দিতাম না। কিন্তু সেই কুকর্ম্ম কে করিয়াছে, তাহা তাহাকে কেহ বলিতে পারিল না। পরে জর্জ কুঠার হস্তে করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলে

তাহার পিতা তাহাকে দোষী ঠাহরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে জর্জ, ঐ বাগানেতে যে ছোট চেরীগাছ ছিল, তাহাকে নষ্ট করিয়াছে, তুমি জান; বালক কিছুকাল চুপ করিয়া পরে সাহস পূর্ব্বক উত্তর করিল, হে পিতঃ, আমি মিথ্যা কহিতে পারি না, আমি কুঠার লইয়া তাহা কাটিয়াছি, তখন তাহার পিতা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, হে প্রিয়তম বৎস, আইস, আইস, তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করি; হে জর্জ, তুমি যে এই গাছ নষ্ট করিয়াছ, তাহাতে আমি বড় তুষ্ট হইলাম, কেননা তাহার নাশে যে দুঃখ জন্মিয়াছিল, তোমার সদুত্তর দ্বারা তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক আনন্দ পাইলাম। রৌপ্যপত্র ও স্বর্ণফল বিশিষ্ট সহস্র২ চেরিগাছ অপেক্ষা আমার পুত্রের এই সৎকর্ম্ম বহুমূল্য বটে।

---

৪০ সংখ্যা।

বিচারার্থে খ্রীষ্টের পুনরাগমন।

যখন মনুষ্যপুত্র পবিত্র দূতগণকে সঙ্গে করিয়া আপন প্রভাবে আসিয়া নিজ তেজোময় সিংহাসনে বসিবেন, তখন তাঁহার সম্মুখে সর্ব্বদেশীয় লোক একত্র হইবে। পরে মেষপালক যেমন ছাগ হইতে মেষ সকলকে ভিন্ন২ করে, তাদৃশ তিনিও তাহাদিগকে পৃথক করিয়া মেষগণকে দক্ষিণদিগে এবং ছাগ সকলকে বামদিগে রা-

খিবেন। পরে রাজা দক্ষিণদিক্‌স্থিত লোকদিগকে কহিবেন, আইস, আমার পিতার অনুগ্রহ পাত্রেরা, তোমাদের জন্যে জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও। কেননা আমি ক্ষুধিত হইলে আমাকে আহার দিয়াছ, এবং পিপাসিত হইলে পেয় দ্রব্য দিয়াছ, এবং বিদেশী হইলে স্বস্থানে লইয়াছ; এবং বস্ত্রহীন হইলে বস্ত্র পরাইয়াছ, এবং পীড়িত হইলে আমার তত্ত্বাবধারণ করিয়াছ, এবং কারাগারস্থ হইলে আমার নিকটে গিয়াছ। তখন ধার্ম্মিকেরা উত্তর করিবে, হে প্রভো, কখন্ তোমাকে ক্ষুধিত ও পিপাসিত দেখিয়া ভোজন পান করাইয়াছি, এবং কখনই বা তোমাকে বিদেশী দেখিয়া স্বস্থানে লইয়াছি, আর কখনইবা তোমাকে উলঙ্গ দেখিয়া বস্ত্র পরাইয়াছি; এবং কখনইবা তোমাকে পীড়িত ও কারাগারস্থ দেখিয়া তোমার নিকটে গিয়াছি; তখন রাজা প্রত্যুত্তর করিবেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, আমার এই ভ্রাতৃগণের মধ্যে কোন এক ক্ষুদ্রতমের প্রতি যাহা করিয়াছ তাহা আমারই প্রতি করিয়াছ। পশ্চাৎ তিনি বামদিকস্থিত লোকদিগকে কহিবেন, ওরে শাপগ্রস্ত সকল, শয়তান ও তাহার দূতগণের জন্যে যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত আছে, তোমরা আমার নিকট হইতে ঐ অগ্নিতে চলিয়া যাও। কেননা আমি ক্ষুধিত হইলে আমাকে আহার দেও নাই, ও পিপাসিত হইলে পেয় দ্রব্য দেও নাই, এবং বিদেশী

হইলে স্বস্থানে লও নাই, ও বস্ত্রহীন হইলে বস্ত্র পরাও নাই, এবং পীড়িত ও কারাগারস্থ হইলে আমার তত্ত্বাবধারণ কর নাই। তখন তাহারা উত্তর করিবে, হে প্রভো, কোন্ সময়ে তোমাকে ক্ষুধিত, কি পিপাসিত, কি বিদেশী, কি উলঙ্গ, কি পীড়িত, কি কারাগারস্থ দেখিয়া তোমার সেবা করি নাই, তখন তিনি তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিবেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, তোমরা ইহাদের কোন এক ক্ষুদ্রতমের প্রতি যাহা কর নাই তাহা আমারই প্রতি কর নাই। পরে ইহারা অনন্ত শাস্তি কিন্তু ধার্ম্মিকেরা অনন্ত পরমায়ু ভোগ করিতে যাইবে।

যে কন্যারা প্রদীপ লইয়া বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে গেল, এমন দশ কন্যার সহিত তখন স্বর্গরাজ্যের সাদৃশ্য হইবে। ঐ কন্যাদের মধ্যে পাঁচ জন সুবুদ্ধি আর পাঁচ জন নির্বুদ্ধি, তাহারা প্রদীপ লইয়া সঙ্গে তৈল লইল না; কিন্তু সুবুদ্ধিরা প্রদীপ ও পাত্রেতে তৈল লইল। পরে বরের আগমনের বিলম্ব হইলে তাহারা সকলে ঢুলিতে২ নিদ্রান্বিত হইল; অনন্তর অর্দ্ধরাত্রি সময়ে, দেখ বর আসিতেছে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে হও, এই জনরব হওয়াতে সে কন্যারা উঠিয়া প্রদীপ প্রস্তুত করিতে লাগিল। তাহাতে নির্বুদ্ধিরা সুবুদ্ধিদিগকে বলিল, কিছু তৈল দেও, আমাদের প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে। কিন্তু সুবুদ্ধিরা উত্তর করিল, দিলে পাছে তোমাদের ও আমাদের উভয়ের তৈলের

অকুলান হয়; বরঞ্চ বিক্রেতাদের নিকটে গিয়া আপনাদের জন্যে কিনিয়া লও। অপর তাহারা কিনিতে গেলে বর আইলেন; তাহাতে যাহারা প্রস্তুত ছিল, তাহারা তাঁহার সঙ্গে বিবাহবাটীতে প্রবেশ করিল। পরে দ্বার বন্ধ হইলে অন্য কন্যারা আসিয়া কহিল, হে প্রভো, হে প্রভো, দ্বার খুলিয়া দিউন। কিন্তু বর উত্তর করিলেন, যথার্থ কহিতেছি, আমি তোমাদিগকে জানি না, অতএব সচেতন হইয়া থাক; কেননা তদ্রূপ মনুষ্য পুত্রও কোন্ দিবসে ও কোন্ দণ্ডে আসিবেন তাহা তোমরা জ্ঞাত নহ। ইতি।